# EMERSON SANDARVA.

OR

*TRANSLATIONS FROM*

THE

ESSAYS OF MR. RALPH WALDO EMERSON

OF AMERICA.

BY

A. VILLAGER.

PART I.

COOCHBEHAR.

PRINTED BY KUNJA BEHARY SARKAR

AT THE UNION PRESS

1890



*Price One Rupee.*

# বিজ্ঞাপন।

এমার্সন সন্দর্ভের প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। কি কারণে আমি অদ্যে তাঁহার সমীপাগত হইয়াছিলাম এস্থলে উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল তাঁহার বিপুলাশ্রয়ে যে কি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিয়াছি, তাঁহার স্নিগ্ধ-মধুরাশ্বাসে যে কিরূপে জীবনবিকাশ সম্পাদন করিতে নিয়োজিত হইয়াছি, তাহারি কৃতজ্ঞপরিচয়-স্বরূপ তাঁহাকেই সর্ব্বাগ্রে বঙ্গমাতার রত্নমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই মনস্বীই আমাকে মনোভঙ্গে গুরুদায় করিতে শিখাইয়াছেন; তিনিই আমাকে ক্ষত হইলে শুক্তির ন্যায় তাহা মুক্তা দিয়া সংস্কার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্বদেশ ও স্বকীয় জীবনপরিবেষ্টনের সমাদর করিতে, আত্মীয় অমৃতপ্রবাহে সদাকাল ভাসমান থাকিতে, তাঁহারি নিকট প্রথম শিক্ষা করিয়াছি। দেশ, কাল, ও জাতির ব্যবধান তুচ্ছ করিয়া আত্মার উদারোচ্ছ্বাস যে সর্ব্বত্র বহমান, সর্ব্বত্রই বিকাশনশীল, তিনিই স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই নীরব অকারণ বন্ধু ও উপদেষ্টার প্রীতিবিনয়নের ভার সম্পাদন করিতে আমি কি কখন সমর্থ হইব!

এমার্সন আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কোন দেশেরই বিশিষ্টাধিকার নহেন। তাবৎ ঋষি ও মহাত্মাদিগের ন্যায় তিনিও সর্ব্বদেশ ও কালের সামান্য-সম্পত্তি। পরাৎপরের বিপুলবেগ যাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি কিরূপে দেশবিশেষের স্বতন্ত্র থাকিবেন? মানবীয় উদ্বেলন যাঁহার অন্তরে জাগরিত হইয়াছে, তিনি কি মানবকুলকে আপ্লুত না করিয়া থাকিতে পারেন? আত্মার কুসুম একবার প্রস্ফুটিত হইলে তাহার সুরভিবিন্দু মনুষ্যজীবনে রস-সঞ্চার করিয়াই থাকে? এই নিমিত্ত চৈতন্য বা খ্রীষ্ট কেবল হিন্দু বা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন! এই নিমিত্ত আমিও এমার্সনের বিপুল মনস্বিতা সর্ব্বতো বঙ্গীয়—ভারতীয় জ্ঞান করিয়াছি। অপিচ এই বৎসর কাল যাবৎ তাঁহারি স্নিগ্ধসন্নিধানে বাস করিয়া, তাঁহাকেই

প্রতিক্ষণ সমুখস্থ জ্ঞান করিতেছি !—যেন তাঁহারি ঐ হর্ষপ্রশান্ত লোচনবিভাস এই অক্ষিগর্ভে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে উৎসাহিত করিতেছে ; তাঁহারি সুমধুর আশ্বাস পদে পদে এই কর্ণকুহরে হৃষ্টানুমোদনের প্রীতিবাণী বর্ষণ করিতেছে ; এবং বঙ্গীয় পরিচ্ছদপরিধানার্থ তাঁহারি ব্যক্ত কৌতূহল এই মুহ্যমান লেখনীকেও ধারণ করিয়া চলিতেছে ! ঈদৃশ আশংসিত আমার মুখে নিতান্ত বাক্‌প্রগল্‌ভতা মনে হইতে পারে ; কিন্তু সহৃদয়ির ভাবাদর্শনে উচ্ছলিত আত্মার বেগ কখনই সীমা বা পরিমাণ গণনা করিয়া চলে না। এইরূপে আত্মীয়ভাব তদুপরি এরূপ দৃঢ় আসক্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া আমি কোন অনধিকার বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, জ্ঞান হইতেছে না। সহৃদয়ি আমেরিকাবাসিগণ ! তোমরাও কি এমার্সনকে বঙ্গীয় পরিচ্ছদে দেখিতে কুণ্ঠিত হও ? বঙ্গের আচার্য্যবেশে তাঁহার স্বভাবমাধুর্য্যের হ্রাস হইবে আশঙ্কা কর ? মার্জ্জনা করিও—ভাঁহার [illegible] সর্ব্বত্রই প্রাণকর হইয়া থাকে !

যদৃচ্ছাবিকীর্ণ অনস্যূণ রত্নকণাসদৃশ এমার্সনের হৃদাভাস, আমি এই অভিনব বিন্যাসে কতদূর রক্ষা করিতে পারিয়াছি, বলিতে পারি না ; এবং আমার ক্ষুদ্র অন্তরে তাঁহার বিপুলোদ্বেগ সমায়ত্ত করাও কখন সম্ভাবিত নহে। তবে স্বভাববিমল কৃতজ্ঞতাই আমার একমাত্র প্রণোদিতা, এবং সেই অনন্য প্রবণতা আমারও ক্ষুদ্রপ্রবাহের নিয়ন্তা। এই নিমিত্তই ভরসা আছে যে, যদি তাঁহার উচ্ছলহৃদয় ক্ষণকালজন্যও এই দীন প্রাণকে আশ্বসিত করিয়া থাকে ; যদি আত্মার বিকাশবেগ মুহূর্ত্ত নিমিত্তও অনুভব করিয়া থাকি ; তবে সুদূর পশ্চাৎ হইলেও তাঁহারি পদাঙ্কে গমন করিয়াছি। এবং এই আশ্বাসবলেই অধুনা পণ্ডিতমণ্ডলীর অখণ্ড্য সন্নিধানে দণ্ডায়মান। নিজে যারপরনাই অকিঞ্চন, সুতরাং এমার্সনকে ভূষা প্রদান করা আমার যোগত্যা নহে। বাক্‌পটুতাও স্বভাবতঃ অতি অসমৃদ্ধা সুতরাং সর্ব্বত্রই যে সুখকরী হইবে আশা করি না। এবং উদ্যমের এই নবীন-বিকাশ, সুতরাং তাহাও প্রগল্‌ভতাভয়ে স্বভাবতঃ বাঙ্‌নির্ব্বাচনেই অভিভূত। এই জন্য এমার্সনকে যথাযথ প্রতিফলিত করিতে সর্ব্বত্রই অতি ব্যাকুলকাতরতা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু ধন্য বঙ্গভাষায় !—কামদুঘা সুরভিতনয়ার বিশাল পয়োধঃ হইতে ক্ষীর-

স্রাবের অন্ত নাই; বুভুক্ষুর ক্ষুধাক্ষাম মলিন মুখ দর্শন করিলেই স্বতঃ নিঃক্ষরিত হইয়া থাকে। কতবার কি অনুকূল শব্দগুলিই পদে পদে সমুত্থিত হইয়াছে! অথবা অচিন্ত্যের বিচিত্রতা কে বলিতে পারে! কখন কাহাকে সমাহ্বান করিবে বা কাহার দ্বারা কি কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইবে, কে গণনা করিয়া চলিবে! মনুষ্য! শূন্যগর্ভ বিবর হওয়াই তোমার ধর্ম্ম—সৌরীয় প্রবাহ সমাগত হইলেই তোমার অন্তর পূর্ণ হইবে! নাসিকার অগ্রভাগ ত বায়ু সাগরেই সতত নিমগ্ন, কিন্তু হৃৎস্থ তাহা আকর্ষণ না করিলে কে তোমাকে প্রাণশ্বাস প্রদান করিতে পারে? তোমার কর্ম্মদক্ষতার সর্ব্বত্রই এইরূপ! দীনভাবে প্রণালীবৎ অবস্থিত থাকিলেই প্রবাহ প্রাপ্ত হইয়া থাক, নতুবা স্বভাবতঃই অতি নির্জীব এবং বিশুষ্ক!

ইহাই জীবনবেদের প্রথম পাঠ। শিক্ষার্থিভাবে আশ্রমে সমাগত হইলে [illegible] সর্ব্বাগ্রে আমাকে এই দীক্ষাই প্রদান করেন। এবং আমিও তদীয় আনুচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া তাহাই যথাযথ প্রতিপালন করিতে যত্ন করিয়াছি। এই অতুল বেদের অতুল ব্যাখ্যা যাহা এমার্সনের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে পাঠক স্বয়ং উপলব্ধি করুন। তদ্বিষয়ে আমার বাক্যমাত্রও বলিবার নাই। আমি তাঁহার স্বভাব বৈশদ্য রক্ষা করিয়া ভাষান্তরকরণ সম্পাদিত করিতে পারিলেই আপনাকে চির কৃতার্থ অনুভব করিব; এবং তজ্জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি কেবল আমার ব্যাকুলতা।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার স্বভাবতঃ সুবিমল সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া এই লৌকিকপ্রোথিত মানবকুলকে অবনতমস্তকে স্ব স্ব জীবনবিধির অনুবর্ত্তী হইতে আহ্বান করাই তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠের উদ্দেশ্য। নিজে স্বভাবতঃ যাহার অনুগামী হইয়া অযত্নসুলভ বন্যপাদপরাজের ন্যায় সর্ব্বত্র স্নিগ্ধচ্ছায়া বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সহচর মানবগণ, অলীক লৌকিকতা পরিত্যাগ করিয়া, সেই শিবপ্রকৃতিরই অনুগত হউক, এই অভিপ্রায়েই তাঁহার বিপুল লেখনী নিঃক্ষরিত। লৌকিকতা বা আচার মনুষ্যজীবনের স্বভাবপ্রসব সত্য, কিন্তু নিষ্কৃষ্য ত্বক পরিধান করিয়া সুস্থ শরীর কয় দিন সুস্থ থাকিতে পারে? পর্য্যুষিত বস্তু কবে বলহেতু হইয়া থাকে? প্রতিনিয়তই যাহাকে নূতন নূতন বিষয়বেষ্টনের প্রভাবাধীন হইতে হইতেছে, যাহার ক্রিয়া-

পরিধি প্রতিক্ষণই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়মনের অগোচর কত অসংখ্য-প্রকার শক্তি ও প্রবণতা যাহার সতত নিয়মন করিতেছে, সেই দুর্ব্বোধ্য মনুষ্য-জীবন চিরকালই যে অনন্যকালসমুচিত সুযোগাসুযোগ বা ক্রিয়াপদ্ধতির অনুবর্ত্তী থাকিয়া পরিপুষ্টি লাভ করিবে, তর্ক করাও অতি মূঢ়তারই পরিচয়। কোন্ সুপণ্ডিত ঋষি বা কালাভিজ্ঞ শাস্ত্রকার তদীয় সর্ব্বকালকুশল প্রতিপালন-বিধির নির্দ্দেশ করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া যাইতে পারেন ? কখন কোন্ অনুকূল বা প্রতিকূল ঘটনার বশে এই অদ্যারোপিত তরু কিরূপ আকার ধারণ করিবে, বা এই সমুখস্থ সরিৎ কোথায় বিস্তার বা সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, মান্যগণ নির্দ্দেশ করুন ! মনুষ্যের সাধ্যসীমা কতদূরে ? কয়টি বিষয় তাহার ক্রিয়া বা গণনার আয়ত্ত ! প্রত্যুতঃ পদে পদে তাহাকে অদৃশ্যচরী শক্তির অধীন হইয়াই চলিতে হয়—যাহার একান্ত আনুগত্য ভিন্ন মানবের ইচ্ছা তাহাকে প্রতিপাদ ভীষণ দণ্ডের অধীন করিয়া থাকে। তৎকালপ্রসূত আচরণ নিশ্চয় জীবনের পোষণ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রেরণার অভাব হইলেই, তাহা হইতেই আবার অনিষ্ট সংঘটিত হয়। অতএব জীবনের বশেই জীবনের প্রতিপালন বিধেয় ! যদি প্রাণস্বরূপ হইতেই প্রাণলাভ করিতে হয়, তবে তিনিই কেবল তাহার প্রতিপালনক্ষম যোগ্য বিষয়বিধির সংযোগ করিতে পারেন। এবং তাঁহারি প্রবর্ত্তনা প্রতিজীবনের অনুকূল সঙ্গম সম্পাদন করিয়া থাকে। কারণ জীবন ও তদীয় বর্দ্ধনকুশল বিষয়বেষ্টনের পরস্পর সম্বন্ধ বা আকর্ষণ স্বভাবতঃ অতি সুবিমল বা ব্যবধানশূন্য। কোন্ কৌশলবলে পরস্পর সন্নিকৃষ্ট রাসায়নিকগণের সংযোগ সংবিহিত হইয়া থাকে ? অথবা সলিলের স্নিগ্ধতা শুষ্ক রসনার স্বাস্থ্য বিধান করিয়া থাকে ? অনুকূলের আকর্ষণ স্বভাবেই সরল এবং মধুরতাময় ; জীবন সহজেই তৎপ্রতি প্রধাবিত হয়। রুগ্ন বা পুনঃ পুনঃ স্বকৃত প্রতিঘাতাবসাদিত জীবন তাহা কি সহজে বুঝিতে পারে। নচেৎ শ্বাসক্রিয়ার সরলসম্পাদনের ন্যায় জীবরাজ্যের তাবৎ ক্রিয়া অপ্রতিহত সুবিমল সম্মিলনেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়রহিতের বিশ্বকৌশল কেবল অদ্বিতীয় বিধি অনুসারেই নির্ব্বাহিত হইতে পারে—কেবল তাঁহার বিশাল সান্নিধ্যযোগেই সর্ব্বত্র সম্পাদন লাভ করিয়া থাকে। এবং মানবের শক্তিবৃত্তি তাহাকে এই বৈষ্ণবী ধারার স্রোতাভিমুখে অবস্থিত রাখিতেই অভিপ্রেত, তাহার প্রতিঘাত সম্পাদনার্থ নহে !

কিন্তু মানব ঈদৃশ নিয়োগে সন্তুষ্ট নহেন। যেন স্বয়ং বলবান্, নিজেই স্বকীয় শক্তিমত্তার স্রষ্টিকর্ত্তা, ভাবে জীবনের প্রতিপালনও তাহাকে নিজের হস্তে লইতে হইবে। "জীবন যে স্বভাবতঃ অতি অবশ্য নিয়মানুবন্ধেই সমাবৃত" সুতরাং লতাগুল্মের ন্যায় তাহা যে প্রতিনিয়তই কি অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে স্বতঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, একবার তাহার লক্ষ্যবর্ত্তী হয় না। তাহা যে স্বভাবতঃ স্বানুকূল বিষয়মণ্ডলের দিকে প্রতিক্ষণ নিঃশব্দে প্রবাহিত হইতেছে, এবং নিজের অবস্থাবশে পদে পদে কত সমাজ ও পদ্ধতির উৎপাদন এবং বিনাশসম্পাদন করিতেছে, একবার চিন্তাও করিবে না; কেবল "এই পদবীতে গমন করিয়া জীবন একদা পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, সুতরাং অদ্যাপিও করিবে,"—বহুবিধ বৈষয়িক কর্ম্মেও মানব ক্ষেত্রের বিচার করিয়া থাকে! জীবনের সরল নিয়মন উল্লঙ্ঘন এবং তদীয় পালনের দায় এড়াইবার জন্যই মানব এত অসংখ্য সম্প্রদায় ও ব্যবস্থার অধীনতা স্বীকার করে! কারণ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা পালন করিলেই মুক্তি লাভ! আমার ভার তুমি বহন করিবে—একটি অম্রতরু পার্শ্ববর্ত্তী রসাল বৃক্ষের মূল দিয়া স্বীয় জীবনরস প্রাপ্ত হইবে, স্বয়ং আকর্ষণ করিতে হইবে না, ইহাপেক্ষা সুবন্দোবস্ত আর কি হইবে? বুঝিলাম, সকলেই মধ্যে মধ্যে অনন্যবিধ বিষয়প্রভাবের অধীন হইয়া থাকি, এবং আপনি বিজ্ঞ, তাহার প্রকৃতি অবধারণপূর্ব্বক যথাযথ অনুবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন;—সকলেই উপকৃত হইলাম! কিন্তু তৎকালিক অবস্থাবগতির ঊর্দ্ধে ঈদৃশী কোন্ ব্যবস্থা গমন করিবে? কোন্ শাসন বা সমাজপদ্ধতি স্বভাবতঃ সৃজনকুশল প্রবণাত্মার উচ্ছলিতগতি রোধ করিবে? এই জন্য একদা আনুকূল্য বর্দ্ধনহেতু কোনও সমাজপদ্ধতির আসক্ত হইলে মনুষ্যপ্রকৃতির এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। স্বভাবতঃ আত্মলীন আত্মাকে প্রসার দেওয়াই কর্ত্তব্য! "শম্বুকের ন্যায় যাহাকে পুনঃ পুনঃ নূতন আচ্ছাদনের পরিগঠন করিতে হয়," তাহাকে অনন্য আচ্ছাদন মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলেই রুগ্ন হইতে হয়, তাহার প্রকৃতি কুণ্ঠিতা হইয়া যায় এবং তাহার ক্রিয়ামধ্যেও তুলাবিধান কখন সুরক্ষিত হয় না। প্রাচীনপদবীরূঢ় সমাজমাত্রই ইহার এক একটি নিদর্শন! ইহাঁরা মুখে শ্লাঘা করিতে পারেন, কিন্তু ইহাদিগের তাবৎ ক্রিয়া কেবল শুষ্কজীবনেরই পরিচয় প্রদান করে! আমাদিগের

জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব? আত্মার ধ্বনি কি সুদীর্ঘকালই না অস্মদ্দেশে নীরব হইয়াছে! বিবেক কতদিনই না বধির হইয়াছে! শ্রীচৈতন্যের প্রীতি-মধুর কণ্ঠও তাহার বধিরতা ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই! মুখে কত অসংখ্য মহাত্মার নামগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের সমজাতি বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি, কিন্তু স্ব স্ব জীবনে তাঁহাদিগের কাহার মহানুভাব প্রতিপাদন করিতে যত্ন করি—স্বকীয় অভিজ্ঞতা কি তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেয়? হায়! আত্মার ধ্বনি হিন্দুজীবনে বহুদিন অবিশ্রুত রহিয়াছে! মৃতানুষ্ঠানের জটিল জাল তাহার শেষবৃন্তপর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়াছে—নবীন প্রবাল কোথায় বিকসিত হইবে! অথচ আত্মার উচ্ছ্বলিত বিকাশ প্রদর্শন করাই, প্রকৃত হিন্দুর জীবননিয়োগ। কবে স্ব স্ব দেহবিধান, দেশাবস্থিতি ও পরিবেষ্টন পরিধির পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক অন্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ হইতে বিরত হইব! যাঁহাদের নাম লইয়া সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া থাকি, তাঁহাদিগেরই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া তদ্রূপ স্ব স্ব জীবনের সার্থকতা সম্পাদনার্থ যত্নবান্ হইব! ঐ জ্যোতিষ্কগণ কি তোমাকে আত্মরশ্মি নিলুপ্ত করিতে কহে? স্বয়ং জ্যোতিষ্মান্ হও, দেখিবে প্রীতোল্লাসে তাঁহারা ভাস্বরতর হইবেন! হীনমনঃ তাঁহারা তোমার আত্মানাদর-কলুষিত অনুরাগ দর্শনে কখনই প্রীত নহেন! তোমার ভূরি অহিতাচারের রঞ্জন প্রদান করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত! তাঁহাদের ন্যায় আপনাকেও স্বভাববিমল জীবনপ্রবাহমধ্যে নিক্ষেপ কর, তাঁহাদিগের প্রকৃতমর্য্যাদা সদ্যঃ বুঝিতে পারিবে! আত্মলীন হইলেই, পুরাবৃত্ত প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত করিবে! মনুষ্যজীবনে তুলাবিধানের অধ্যাত্মিক বিচিত্রতা প্রদর্শিত হইবে! এবং প্রেমের অতুলশাসন পদে পদে ইহমানবজীবনের প্রকৃত বিনয়ন সম্পাদন করিতে থাকিবে!

এতৎ খণ্ড এই স্থলেই সমাপ্ত করিলাম—কি জানি যদি পাঠকগণের হৃদয়-গ্রাহী হইতে অসমর্থ হই। যদি বিন্দু পরিমাণেও সার্থপ্রযত্ন জানিতে পারি, অবিলম্বেই অবশিষ্ট ভাগ হস্তে লইয়া সকলের আনুচর্য্যা করিব।

কোচবিহার।<br>৪ঠা অগ্রহায়ণ ১২৯৭,<br>সংবৎ ১৯৪৭। } য, ন, ম।

## পুরাবৃত্ত।

সবাই সুবৃহৎ কিম্বা ক্ষুদ্রতর  
জগত-জনক স্রষ্টার গোচর :  
যথা সমাসন্ন সৃষ্টি বিদ্যমান ;  
যথা তথা তাঁর সঞ্চার সমান।

এই ভূমণ্ডল, মম অধিকার,
সপ্তর্ষি মণ্ডল, সূর্য্যের সঞ্চার,
সিজারের বীর্য্য, প্লেটো মতিমান,
য়িশার কারুণ্য, সেক্ষপ্যার তান।

# এমার্সন সন্দর্ভ।

## প্রথম সন্দর্ভ।

### পুরাবৃত্ত।

যাবতীয় ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া এক অদ্বিতীয়া মতি অবস্থিতি করি-তেছে। জনসমূহের উপলব্ধজ্ঞান এই মতি-সমুদ্রের নানা দিগাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবাহ মাত্র, মিলনে তাহাকেই আর রাশীকৃত করিতেছে। যিনি একবার এই বিবেকাধিকারে প্রবেশ করিতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত রাজ্য-তন্ত্রের প্রধান নাগরিকত্বে বরণ এবং আলিখিত হয়েন। তখন প্লেটোর চিন্তা তাঁহার নিজের মনন হইয়া থাকে; ঋষিদিগের অনুভূতি স্বকীয় অনুভব স্বরূপ হয়; এবং কোন না কোন কালে যে কোন বিষয় ব্যক্তিজনের জ্ঞানাধীন হইয়াছিল, তিনি তাহাও সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন। যিনি এই বিশ্বকীয়া মতির গোচরবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন, তিনি, সম্ভূত ও সম্ভাব্য সকল বিষয়ের একজন যন্ত্রা স্বরূপও হইয়াছেন; কেননা এই মতিই সমস্ত জগতের অদ্বিতীয়া নিয়ন্ত্রী এবং অতি অপ্রতিহত-প্রভাবা।

এই বিপুল মতির ক্রিয়া কলাপের বিবরণ সঙ্ঘকেই লোকে পুরাবৃত্ত কহে। আসৃষ্টি দিবসযামের সমাহার সমালোচনা দ্বারাই ইহার প্রতিভা ব্যাখ্যাত হয়। মানবের জাতীয় ইতিহাস আদ্যোপান্ত পরিদর্শন বই, অন্য কোন ন্যূন উপায়ে তাহার চরিত্র বর্ণনীয় নহে। কারণ, অবিচলিত ভাবে এবং অবিরাম যত্ন-সহকারে, মনুষ্য প্রকৃতি, উৎপত্তির প্রারম্ভ হইতেই, স্বকীয় চিন্তা, উচ্ছ্বাস ও অন্যান্য বৃত্তিমার্গকে, অনুরূপ বিষয়-সংযোগে প্রস্ফুট ও দেহ সম্পন্ন করিতেই অভিরত। আবার চিন্তা বিষয়ের অগ্রজ; ইতিহাস নিবদ্ধ বা নিবদ্ধব্য.

সমুদায় ঘটনা, কারণ বা নিয়তি রূপেই মনুষ্য-হৃদয়ে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান। কেবল তদানীন্তন অবস্থা সহযোগে তাহাদের কোন না কোনটি প্রবল হইয়া উঠে; এবং স্বাভাবিক শাসনে তৎকারণাবলির একটিই, একদা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় ও প্রাধান্য লাভ করে। এইরূপেই মানব-মন বিষয়-সমষ্টির এক সুবিশাল বিশ্বকোষ স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। যেমন এক ক্ষুদ্র বীজের অভ্যন্তরেই বহুল অরণ্যানীর সমুদ্ভব সংরক্ষিত; তেমনি আদিম নরের হৃদয় মধ্যেই মিসর, গ্রীস, রোম, ব্রিটন ও আমেরিকা প্রভৃতি সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রাঙ্কুরও সন্নিহিত ছিল। যুগযুগান্তর সমুৎপন্ন নানা যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যসাম্রাজ্য, সাধারণ বা প্রাকৃততন্ত্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা বস্তুতঃ, অসংখ্য জন-প্রবাহোপরি বহুধা মানবপ্রকৃতির স্বয়ন্ প্রয়োগ বা ক্রিয়াফল ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়।

এই বিশাল মানববুদ্ধিই পুরাবৃত্ত রচনা করিয়াছে, এবং ইহার দ্বারাই তাহার সম্যক্ অধ্যয়ন সম্ভাবনা। স্বয়ং স্ফীংস ব্যতিরেকে অন্য কে, তদীয় কূট প্রশ্নের যথার্থ নির্দ্দেশ করিবে? যদি পুরাবৃত্ত-গত সমস্ত ঘটনা, নিসর্গতঃ মনুষ্য জীবনেই সন্নিবদ্ধ, তবে মনুষ্যকেই, স্বীয় বাহ্যাভ্যন্তরিক অভিজ্ঞান সহকারে, তাহার যথামর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইবে। কালস্রোতের যুগযুগান্তর সঙ্গে মানব-জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত যে নিত্য সম্বদ্ধ তাহাতে আর সংশয় কি? যখন এই আকৃষ্যমাণ নিঃশ্বাস প্রবাহ, প্রকৃতির অনন্ত বায়ু-ভাণ্ডার হইতে গৃহীত; যখন ঐ পুস্তকোপরি-পতিত-রশ্মিবিন্দু, কোটি যোজনান্তরিত কোন নক্ষত্রমণ্ডল হইতে, সমাগত; যখন আমার এই দেহের যথাসন্নিবেশ, কেন্দ্রাপসারিণী ও কেন্দ্রাভিকর্ষিণী প্রভৃতি নানা নিসর্গ শক্তির পূর্ণ-সমসংস্থানসাপেক্ষ; তখন মনুষ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন মুহূর্ত্তও অতীত যুগাবলির সম্পূর্ণ বিনেয়; এবং তৎপ্রসূত ঘটনাবলি-দ্বারা যুগ-ক্রিয়াও মনুষ্যের নিতরাং অধিগম্য। ব্যক্তিবিশেষ বিশ্বকীয়া মতির অন্যতম শরীরী আবির্ভাব মাত্র; সুতরাং উহার যাবতীয় গুণ হইতেই বর্ত্তমান। স্বকীয় জীবনের প্রতি অভিনব ঘটনা, মানবমণ্ডলীর ক্রিয়া-সংগ্রহকেই প্রকটিত করে; এবং নিজের বিপৎপাতে, সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবই প্রতিভাত দৃষ্ট হয়। অদ্যাবধি যতবিধ বিপ্লাবন মনুষ্য সমাজকে আলোড়িত করিয়াছে, তৎসমস্তই সর্ব্বাদৌ কোন জনৈক

ব্যক্তির গূঢ়চিন্তামাত্র ছিল ; এবং যেমন চিত্তান্তরে প্রস্ফুটিত হইল, অমনি তৎ সঙ্গে সঙ্গে উপলক্ষিত যুগকল্পের সূত্রপাতও হইয়া গেল। সম্পাদিত সংস্কারমাত্রই একদা মনুষ্য-মনের রহস্যাভিলাষ ছিল ; এবং সেইরূপ রহস্যাভিলাষ যখনি পুনরুদিত হইবে, তখনি তৎকালেপ্সিত বিষয়ার্থসিদ্ধিরও অণুমাত্র বিলম্ব রহিবে না। বর্ণিত বিষয় সুগম ও প্রতীতিভাজন হইতে হইলে, অস্মদীয় চিন্তানুবন্ধের সম্যক্ অনুরূপ হওয়াই উচিত। যদি গ্রীক বা রোমান, যাজক বা সম্রাট্, ধর্ম্মাহত বা ঘাতুক ইত্যাদি চরিত্র যথার্থ অধ্যয়ন করিতে হয়, তবে স্ব স্ব অভিজ্ঞতারূপ গূঢ়ভাণ্ড-নিহিত বাস্তবিক ভাবরসেই, তাহাদিগের অবিকল প্রতিকৃতি অঙ্কিত ও বদ্ধমূল করিয়া লইতে হইবে ; নচেৎ পাঠ করিয়াও ঠিক ভাবগ্রহ হইবে না। আস্‌দ্রুবল বা সিজার-বোর্জিয়ার জীবন-সম্পাত যেরূপ মনুষ্য মনের অসীম শক্তি ও দুর্ণয়ের পরিচায়ক, স্বকীয় ক্ষুদ্র-জীবনের ঘটনাবলিও অবিকল তদ্রূপ। প্রতি নূতন ব্যবস্থাপনা বা রাজনৈতিক আন্দোলনে তোমারি মনোভাব অভিব্যক্ত জানিবে। প্রতি অভিনব ব্যাপারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিও "এখন এই অবগুণ্ঠনে আমারি মোহিনী-প্রকৃতি সমাচ্ছাদিতা !" এই প্রকারে বিষয়াবলির সমালোচনা করিলে, নিজে নিজের অতি সন্নিকৃষ্ট বলিয়া যে বিচার-দোষ বা ভ্রান্তি জন্মে, তাহাও তিরোহিত হইয়া যায়। আমরা তখন স্ব স্ব কর্ম্মকে ছায়ায় দর্শন করিয়া থাকি ; এবং রাশিচক্রগত হইলে মেষ, বৃষ, প্রভৃতি ইতর প্রাণিবাচক-শব্দের অকিঞ্চিৎকরত্ব ও জঘন্যতা যেরূপ মনোমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায় ; সলমন, আল্‌সিবাইডিস্ ক্যাটিলিন প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব ব্যক্তিগণের চরিত্র-সংসর্গে, স্বকৃতাপরাধ পর্য্যালোচনা করিতে গেলেও, সেইরূপ মনের উগ্রতা নষ্ট হইয়া বরং অধিকার বুদ্ধিরই সমাগম হয়।

নিরবচ্ছিন্নবিষ্ণু-প্রকৃতি হইতেই, ব্যক্তি ও বস্তুবিশেষের মর্য্যাদা এবং উপযোগিতা সমুৎপন্ন। মনুষ্য-স্বভাবে এই প্রকৃতি আবিভূ‌তা বলিয়াই, উহা এতদ্রূপ দুরূহ ও অনুল্লঙ্ঘনীয় ; এবং মনুষ্যও এরূপ নানাদিকে নিয়মাধীন এবং দণ্ডার্হ। ইহা হইতেই জীবন নিয়ামক যাবৎ শাসন বিধির উৎপত্তি ; এবং এতন্মধ্যেই তাহাদিগের মূল কারণ অবস্থিত। সকল পদার্থই, ঐ ইয়ত্তাহীন অদ্বিতীয় চৈতন্যের আদেশ, অল্পাধিক যথাশক্তি প্রস্ফুট ও ঘোষণা করিতেছে ;

সমান্য ধন-সম্পত্তিও ঐ চৈতন্যের স্বত্বে স্বত্ববান্; তাহারও অঙ্কমধ্যে সুমহান্ অধ্যাত্মিক বিষয়-সমূহ সদা সংরক্ষিত; এই নিমিত্ত, আমরা ধন-সম্পত্তির রক্ষাহেতু স্বভাবতঃ এত বলবিক্রম প্রকাশ, এত ব্যবস্থাপনা, এবং এরূপ অশেষবিধ ক্রিয়া ও জটিল মন্ত্রণাদির যোজনা করিয়া থাকি। ঐ অনতিপ্রস্ফুট প্রবোধনাই মানবজীবনের একমাত্র আলোক; এবং তাঁহারই গর্ভে মানবীয় স্বত্বাধিকার স্পৃহার নিদান সন্নিহিত; শিক্ষা, ন্যায়-ব্যবহার, দরিদ্রপালন প্রভৃতি কার্য্যের প্রয়োজন সম্বন্ধে উহাই একমাত্র যুক্তি; উহাই মৈত্রী ও দাম্পত্যের প্রথম-প্রসূ; এবং আত্মলীন-উদ্যমশীলতার প্রকটনে, যে শৌর্য্য ও গৌরব প্রকটিত হয়, তাহাও এতৎপ্রসূত। সকলেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পাঠ করিতে করিতে আমরা অজ্ঞাতসারে সমুন্নত অনুভব করিয়া থাকি। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করি, বা কাব্যোপন্যাসের মধ্যগত হই, তদন্তর্গত, ধর্ম্ম-সম্বলিত, রাজকীয়, বা মনস্বির জয়শ্রী-লাঞ্ছিত, সমুন্নত ও সুরুচির চিত্রাবলি পরিদর্শনকালে, ক্ষণমাত্র চক্ষুঃ নিমীলিত করি না, বা কুত্রাপি অনধিকারাশঙ্কায় পরিভব অনুভব করিতে হয় না; প্রত্যুত তত্তৎ-প্রদীপ্ত বর্ণনা পাঠে আপনাদিগকে অধিকতর প্রকৃতিস্থই জ্ঞান করিয়া থাকি। সেক্ষপ্যার রাজগুণ বর্ণনায়, যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ঐ গৃহপ্রান্তে অধ্যয়নপর ক্ষুদ্র বালকও, তাহা আত্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য, বিশ্বাস করিতেছে। আমরা স্বভাবতঃ বৃহৎ বৃহৎ ঐতিহাসিক ঘটনায় সহকারিতা অনুভব করি; সুবৃহৎ দেশাবিষ্কারে উল্লাসিত হই; বিশাল-বিক্রম-প্রদর্শন এবং অতুল সম্পদ লাভে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া থাকি;—কারণ তত্তৎ পরিকল্পিত বিষয়ে আমাদেরই হিতার্থ, বিধি-ব্যবস্থাপিত, রত্নাকর বিমন্থিত, দেশ আবিষ্কৃত ও বিক্রম প্রদর্শিত দর্শন করি; এবং তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইলে স্বয়ং যেরূপ অনুষ্ঠান করিতাম, সেই অভিমত বিধানে যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদিত ও প্রশংসিত দৃষ্ট করিয়া, ভূয়ো আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকি।

মনুষ্য চরিত্র এবং অবস্থা-পদেও আমাদিগের অবিকল সেইরূপ অনুবন্ধ। আমরা ঐশ্বর্য্যশালির সম্মাননা করি; কেন না সাংসারিক ও সামাজিক বিষয়ে যে স্বাধীনতা, প্রভাব সম্পত্তি, এবং শোভনাচার, মনুষ্যজনের—আমাদিগের—স্বভাবালঙ্কার মনে করিয়া থাকি, দৃষ্টতঃ ঐশ্বর্য্যশালির তাহা সকলই

আছে। সেইরূপ, কঠোরনিষ্ঠ স্তোয়িক, প্রাচীন কি আধুনিক, পণ্ডিতগণ প্রজ্ঞাবানের যে যে গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাঠক তন্মধ্যে কেবল স্বকীয় মনোভাব সন্নিবিষ্ট দেখিতে পান; তাহাতে স্বীয় অনুপলব্ধ অথচ সম্যক্ আসাদ্য প্রকৃষ্টাত্মাকেই বর্ণীত দর্শন করেন। বস্তুতঃ লিখিতভাষা কেবল প্রজ্ঞাবানেরই চরিত্রচিত্রন! পুস্তক, স্মরণী বা কীর্ত্তিমঞ্চ, আলেখ্য ও মিথোলাপ প্রভৃতি তাবৎ বিষয়, কতিপয় প্রতিকৃতির ন্যায়, তাঁহার নয়নে পতিত হয়; যন্মধ্যে স্বকীয় চরিত্রের পরিকল্পায়মান ভাবাঙ্গ সমূহ, তিনি রেখাঙ্কিত দৃষ্ট করেন। জনসমাজের তূষ্ণীম্ভাব ও বাগ্মিতা তাঁহারই প্রশংসা ও সম্ভাবনাস্থলীয় হয়; এবং তিনি প্রতিপদে, আপনাকে নাম গৃহীতের ন্যায় প্রোৎসাহিত বোধ করেন। সুতরাং যথার্থ ঔৎকর্ষ্যলিপ্সুকে, কখন সামান্যা-লাপে কোনরূপ মৌখিক প্রেরণা বা প্রশংসার আশা করিতে হয় না। সেই মধুর-স্তুতিবাক্য নিরন্তর তাঁহার কর্ণ-কুহরে স্বতঃপ্রবিষ্ট হয়; স্বকীয় সম্বন্ধে নয় সত্য, কিন্তু মধুরতরভাবে সেই অভিলিপ্সিত চরিত্র সম্বন্ধে, যাহার গুণ-কীর্ত্তন, চরিত্র-সম্বলিত প্রতি-কথিত বাক্যে, এমন কি প্রতিঘটনাও আনুষঙ্গিক ব্যাপার মধ্যে—বেগবতী নদী এবং বিধূননস্বন শস্যক্ষেত্র হইতেও—সদা বিশ্রুত হইয়া থাকে। নীরবপ্রকৃতি, উত্তুঙ্গ ভূধর ও গগণের জ্যোতিষ্কগণ, মুখচ্ছায়ায় ঐ প্রশংসা জ্ঞাপন করে; শ্রদ্ধা সমর্পণ করে; এবং তাহাদিগের গৌরব-প্রবাহে প্রীতির স্রোতঃ ভাসিয়া আসিয়া আশ্বাসির হৃদয়কে নিরন্তর প্লাবিত করিয়া দেয়।

*

নিশা-স্বপ্নের ন্যায় পূর্ব্বসূচিত সঙ্কেতগুলি, এস! এখন জাগরণে ও কর্ম্মে প্রয়োগ করি। অধ্যায়ী জড়ভাবে না পড়িয়া, সদা চৈতন্য-সম্পন্নের ন্যায় ইতিহাস পাঠ করুন; সতত নিজ জীবনকে সন্দর্ভ এবং পাঠ্য পুস্তককে ভাষ্যরূপে গ্রহণ করুন। এতাদৃশ-মতি পাঠক কর্ত্তৃক অভিযাত হইলে, পুরাবৃত্তাধিষ্ঠাত্রীর মুখ হইতে নিগূঢ়তত্ত্ব-সমূহ অনর্গল-প্রবাহে বিনির্গত হইবে; আত্মানাদৃত ব্যক্তির সমক্ষে সেরূপ কখনই হইতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রাচীন বিবরণপাঠে তত্রত্য ঘটনাবলির অর্থ-গূঢ় বা মহত্তর মনে করেন, এবং খ্যাতাবশিষ্ট তৎকর্ত্তাদিগের তুলনায় স্বয়ং বা স্বকৃত কর্ম্ম-সমূহ অতি তুচ্ছ, ভাবিয়া থাকেন, তিনি যে কখনও

যথামর্ম্ম অবধারণ করিয়া, ইতিহাস পাঠ করিতে পারিবেন, এরূপ আশাও করিতে পারি না !

মনুষ্যজনের সম্যক্ বিনয়ন বা শিক্ষার্থই এই জগতের অবস্থিতি। এমন কোন যুগ, সমাজপাদ বা ক্রিয়া-পদ্ধতি, এ পর্য্যন্ত পুরাবৃত্তমধ্যে স্থান লাভ করে নাই, যাহার সঙ্গে জনৈক জীবনের কোনরূপ অবস্থা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। অতি আশ্চর্য্যবিধানে জাগতিক সমস্ত বস্তুই স্বয়ং সঙ্কুচিত হইয়া, মনুষ্য-স্বভাবে প্রবেশ করে এবং তাহাকে স্ব স্ব গুণসম্পন্ন করিয়া লয়। মনুষ্য যে নিজ-জীবনে ইতিহাসের আদ্যোপান্ত প্রতিপাদন করিতে সমর্থ, তাহা প্রত্যক্ষ করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার নিরন্তর দৃঢ়চিত্তেই অবস্থান বিধেয়; কোনক্রমেই রাজ্য বা সাম্রাজ্য বিবরণে প্রতি-হত-চিত্ত অনুভব করা উচিত নয়; বরং সতত আপনাকে এই ভূমণ্ডল ও তদন্তর্গত বিবিধ-শাসনতন্ত্রের অতিযায়ী গুণোৎকর্ষ গণ্য করাই একান্ত কর্ত্তব্য। পুরাবৃত্ত পাঠের চিরপ্রথিত পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রোম, এথেন্স, লণ্ডন প্রভৃতি বর্ণনীয় স্থান হইতে দৃষ্টি অপহৃত করিয়া, সম্পূর্ণ নিজোপরি নিক্ষিপ্ত করাই আবশ্যক; এবং স্বয়ং এই জগতের এক ধর্ম্মাধ্যক্ষ বিশ্বাস অস্বীকার করাও তাঁহার উচিত নয়। অপিচ যদি ইংলণ্ড বা মিসরের কোন আবেদন থাকে, তাহারই ন্যায়বিচার জন্য সদা প্রস্তুত থাকাই প্রয়োজন, এবং নিবেদ্যবিষয়ের অভাব হইলে, তাহা-দিগকে চিরকাল নীরব রহিতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যে সমুন্নতদৃষ্টিমার্গে অধিরোহণ করিলে, জগতের রহস্যার্থ প্রকটিত হইয়া পড়ে, এবং কাব্যোচ্ছ্বাস ও ঐতিহাসিক বিবরণের পূর্ণসমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্যগণের সদা তত্রাধিরূঢ় হইয়া অবস্থিতি করাই বিধেয়। কারণ ইতিহাসকথিত মুখ্যবিষয় সমূহের প্রকৃত প্রয়োগ দ্বারাই, মনের নিসর্গ প্রবৃত্তি বিধৃত, এবং সৃষ্টি-প্রবাহের আরাধ্যবিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঘটনা যত পুরাতন হয়, কালক্রমে ততই তাহার বহির্বন্ধুরতা ও ভাবতীব্রতা বিক্ষিপ্ত হইয়া, বিমল আকাশে বিলীন হইতে থাকে। কোনও নিগড় বা অবরোধ তাহার জাতলক্ষণ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ব্যাবিলন, ট্রয়, তায়ার, প্যালিস্তিন, এবং আদিম রোম পর্য্যন্ত, এই অল্পকাল মধ্যেই উপাখ্যানের পথবর্ত্তী হইয়াছে। তদবধি, ইদনূদ্যান, এবং গিবিয়ননগরে সূর্য্যের গতিবিরামাদি, বিষয়ও সর্ব্বত্র কাব্যাঙ্গের

অন্তর্ভূত হইয়াছে; এবং সম্মুখ-গগনে অনন্তের কীর্ত্তীভূত ঐ সমুজ্জ্বল নক্ষত্র-মণ্ডলকে আলম্বমান দর্শন করিয়া, আধুনিক কোন্ ব্যক্তি ঐ কাব্য-প্রসঙ্গের উৎপত্তি নির্ণয়নে প্রবৃত্ত হইবে? লণ্ডন, প্যারিস, নিউয়ার্ক প্রভৃতি বর্ত্তমান মহানগরগণও অচিরেই সেই পথানুগামী হইবে! এই নিমিত্ত, মহাবীর নেপোলিয়ান বলিয়াছেন—"ইতিহাস আবার কি? তাহা ত সর্ব্বানুমত উপন্যাস মাত্র।" বস্তুতঃ, এই যুদ্ধবাণিজ্য, সমাজ-উপনিবেশ, ধর্ম্মধর্ম্মাধিকার, গ্রীস, রোম, ইংলণ্ড প্রভৃতি মানবীয় বিবিধ বিষয়, তদীয় জীবনের সুশোভন পুষ্পালঙ্কার বা চাকচিক্যময় বন্যমণ্ডন ভিন্ন, আর কিছুই নয়। এইরূপ ক্ষণবিধ্বংসি বস্তুসমূহের আর কত গণনা করিয়া চলিব! অনন্তই আমার একমাত্র অভিলক্ষ্য—তাহাতেই আমার বিশ্বাস! আমি আত্মার অভ্যন্তরেই, এই জনাকীর্ণপৃথিবী; এই সমস্ত দেশ ও দ্বীপপুঞ্জ; এবং যুগযুগান্তর নিয়ন্ত্রী সেই বিশ্ব-ভাবিনী মতিরও সন্দর্শন লাভ করিব!

ইতিহাসবিশ্রুত-ঘটনাবলির সম্মুখে, আমরা জীবনে অনুক্ষণ পতিত হইতেছি; এবং নিজ নিজ কর্ম্মেই তাহাদিগকে সতত প্রমাণ সম্পন্ন করিতেছি। ইতিহাস-সংগ্রহ এইরূপেই কর্ত্তৃবোধক হইয়া থাকে! বস্তুতঃ ঐতিহাসিক কোন বিষয়ই তদর্থ-বোধক নহে; সমস্তই জীবনীমাত্র। প্রত্যেক দেহি-ব্যক্তিকেই সাহায্য-নিরপেক্ষভাবে, এতজ্জীবন-পাঠ সম্পূর্ণ অভ্যাস করিতে হইবে; এবং স্বয়ং পাদচারে এই সমগ্র জীবনপরিসর পরিভ্রমণ ও পর্য্য-বেক্ষণও করিতে হইবে। যাহা নিজের দৃষ্টিগোচর বা নিজ-জীবনে আপতিত হইবে না, তাহা চিরকালই জ্ঞানাতীত রহিয়া যাইবে। এই নিমিত্ত, যদি পুরাকাল কোনও ঘটনাকে, বাক্যানুকূল্যে বা ব্যবহার-সৌকর্য্যার্থ, সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে পরিণত করিয়া থাকে, সেই সূত্রের শুষ্কাবয়বমাত্র পরীক্ষা দ্বারা, অর্থ-নিষ্পন্ন করিতে চেষ্টা করিলে, কোনও ফলোদয় হইবে না; বরং তাহাতে অপ-কারের আশঙ্কা আছে। কালক্রমে কোন না কোন স্থলে সেই সূত্রপ্রতিপাদক ক্রিয়াবলি স্বয়ং সম্পন্ন করিবার প্রয়োজন হইবে, এবং সেই সঙ্গে তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতাও পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধ হইবে, সন্দেহ কি? পূর্ব্ব-বিদিত অনেক জ্যোতিষি-বিষয় ফার্গুসেন নামক জনৈক ব্যক্তি স্বয়ং অজ্ঞাতসারে পুনরাবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। তাহাতে তদুপার্জ্জিত জ্ঞান কি প্রকৃষ্টতরই হয় নাই?

ইতিহাসের অর্থ বা আবশ্যকতা উল্লিখিত প্রকার ভিন্ন আর কি হইবে? অন্য অর্থ নিরর্থ মাত্র। যদি সমাজস্থিতি জন্য কোন নূতন ব্যবস্থাপনা হয়, তাহাতে মনুষ্য-প্রকৃতির বাহ্যক্রিয়াবিশেষই কেবলমাত্র অনুস্যূত হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন আর কি? প্রতি বহির্ব্যাপারের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীয়হৃদয়-মধ্যেই দর্শনীয়! কোন বিষয় কেন ঘটিল এবং সেই সংঘটিত-বিধানেই ঘটিল, বাধা মানিল না, ইত্যাদি ভবিতব্যতার মূল সেই স্থানেই দ্রষ্টব্য! এই জন্য বলি, বার্কের সোচ্ছ্বাস-বক্তৃতা, নেপোলিয়ানের সংগ্রাম-বিজয়, সার টমাস্ মোর প্রভৃতির আত্ম-বিসর্জ্জন, কি ফরাসী-বিপ্লবের প্রারম্ভে সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড; সেলিম নগরে ডাকিনীগণের সমুচ্ছেদ, প্যারিস নগরে প্রাণি-তাড়িতের গবেষণা, ধর্ম্ম-ক্ষিপ্তির পুনরুজ্জীন, কি বিধাতৃমার্গ প্রত্যক্ষীকরণরূপ, যাবতীয় স্বাভাবিক বা সামাজিক, সার্ব্বজনীন বা অনন্যকৃত, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, ব্যাপারের সম্মুখে "মনুষ্য দণ্ডায়মান হও।" এইরূপ কল্পনার অর্থ এই যে, তদ্দ্বারা বুঝিতে পারি আমরাও অনুরূপ প্রবর্ত্তনার অধীন হইলে সমভাবেই পরিচালিত হইতাম এবং সদৃশ কর্ম্ম সমূহই সম্পাদন করিতাম; এবং এই-রূপ কোন উপস্থিত নিয়োগ না থাকিলেও, কেবল মানসিক অনুধাবনদ্বারা আমাদিগের প্রতিনিধীভূত সেই পূর্ব্বানুষ্ঠাতৃগণের বিবিধ কার্য্যানুক্রম ও তাহাদিগের মহানুভাব বা দুরাচারিতার পর্য্যন্ত, কথঞ্চিৎ জ্ঞানলক্ষ্য করিতেও সমর্থ হইয়া থাকি।

উত্তুঙ্গ পিরামিড, উৎপ্রোথিত নগরী, ষ্টোনহেঞ্জ, ওহাইও সার্কল প্রভৃতি নানা পুরাতন প্রস্তরসঞ্চয়, ইত্যাদি প্রাচীন বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ ও অনু-সন্ধিৎসা প্রদর্শন কেবল, বর্ত্তমান বর্ব্বরসুলভ ও অস্বাভাবিক দেশকালব্যবধান-জ্ঞান তিরোহিত করিয়া, দেশ-সান্নিকর্ষ্য ও কাল-সামীপ্য সমানয়নের প্রয়াস মাত্র। থীবসনগরীর অদ্ভুত সমাধিক্ষেত্র-মধ্যে বেলযোনি নামক জনৈক ব্যক্তির খনন ও পরিমাণগ্রহণ কার্য্যের বিরাম তারতম্যবোধের পর্য্যবসান পর্য্যন্ত কোনরূপেই ঘটিল না। কিন্তু অবশেষে যখন সর্ব্বতো পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন যে, সেই সমস্ত অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ, নিজের ন্যায় হস্তপদ-বিশিষ্ট ও স্পৃহাভিলাষসম্পন্ন মনুষ্য দ্বারাই পরিগঠিত, এবং অভিলাষ হইলে নিজেও তদ্রূপ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম, তখন তাঁহার তাবৎ সংশয় একেবারে

বিদূরিত হইয়া গেল; অতীত-জ্ঞান লোপ হইয়া মনোমধ্যে বর্ত্তমানসামীপ্যই জাগরূক হইল; এবং তিনি সম্মুখস্থ কীর্ত্তিপুঞ্জ তদানীম্ ও আধুনিক রচনার ন্যায় হৃষ্টচিত্তে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

গথিক-বিধান-নির্ম্মিত গীর্জাগৃহ দর্শন করিলেও "আমাদের নির্ম্মাণ অথচ নিজের নয়." এইরূপ কথাই পুনঃ পুনঃ সমুচ্চারিত অনুভব হইয়া থাকে। মনুষ্যের রচনা নিঃসংশয়, কেবল অস্মদ্‌সদৃশ ব্যক্তিজনের কিনা নিশ্চয় হয় না। কিন্তু যদি একবার ঐ উপাসনা-গৃহের আদ্যোপান্ত অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হই; যদি তন্নির্ম্মাতৃদিগের দেশীয় ও সামাজিক অবস্থা উপলব্ধিপূর্ব্বক স্ব স্ব চিন্তা তদনুবর্ত্তী করি; তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? সর্ব্বাদৌ কতকগুলি আরণ্যক স্মৃতিপথারূঢ় হয়। তৎপরে তাহাদের প্রথম দেবালয়, সেই অনন্ত আদর্শের বারম্বার অনুকরণ, এবং জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিসহকারে দেবগৃহের শোভা-সম্পাদনাদি বিবিধ বিষয় চিন্তাগোচর করিয়া, ক্রমান্বয়ে সুখোদিত কাষ্ঠখণ্ডের সমাদরদর্শনে প্রস্তরাঙ্কনের প্রারম্ভ, এবং স্তূপাকার সুরচিতপ্রস্তরখণ্ডে প্রশস্ত, দর্শনীয়, দেবগৃহনির্ম্মাণাদি ব্যাপার মনোমধ্যে বিদ্যমান অনুভব করিয়া থাকি; এবং এইরূপ যথাক্রমে যাবতীয় প্রণালী অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী উপাসনা বিধান, ক্রুশ, কীর্ত্তন, উৎসবযাত্রা, ঋষিবার, প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি সামগ্রী সমাহার করি, তখন কল্পনা আপনাকেই, যেন ঐ গীর্জাগৃহের নির্ম্মাত্রী, অনুভব করিতে থাকে; তখন তদীয় গঠনবিন্যাসের অবশ্যম্ভাবিতা নির্ব্বিশেষে হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়, এবং ব্যাখ্যারও কোন প্রয়োজন থাকে না।

ভাবাগমের পন্থাবিভিন্নতা হইতেই মনুষ্যমধ্যে এতাদৃশ মতান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। একজন রূপ, আয়তন, প্রভৃতি বহির্গত গুণসম্পাতের নির্ণয়ন দ্বারা বস্তুসমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করেন; অন্যজন স্বভাব-সাদৃশ্য বা অন্তর্গত কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া পদার্থগণের জাতি-প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বুদ্ধি, কিন্তু নিয়তই কারণোন্মুখী, সর্ব্বত্র তাহাকেই প্রস্ফুট ও নিরবচ্ছিন্ন দেখিতে অভিলিপ্সু, সুতরাং বহির্বৈলক্ষণ্য সতত তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। কবি, ঋষি, দার্শনিক প্রভৃতি মনীষিগণের নয়নে সকল বস্তুই মঙ্গলময় ও পুণ্য; সর্ব্বকার্য্য ও ঘটনা হিতকর; বার ও তিথি শুভ-প্রদ; এবং মানব মাত্রই

দেবগুণসম্পন্ন ; কারণ তাহাদিগের চক্ষুঃ সতত জীবনোপরি দৃঢ় আসক্ত ; অনুষঙ্গের কোনও লক্ষ্য রাখে না। প্রত্যেক রাসায়নিক পদার্থ, প্রতি বর্দ্ধমান বৃক্ষ ও সজীব জন্তু, নিরন্তর হেতুর অনন্যতা এবং আবির্ভাব বহুলতার কথাই বলিয়া থাকে।

বায়ু বা মেঘপুঞ্জের ন্যায় মৃদুস্পর্শা ও সর্ব্বাধিগমনপরা বিশ্ব-প্রসবিনীর ক্রোড়স্থিত এবং তদ্দ্বারা সদা পরিবৃত থাকিয়া, আমাদিগের এই জড় অপ-পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন কি ? কতিপয় নির্জীব সূত্র ও বাহ্যলক্ষণের সম্বর্দ্ধনার্থ এত ব্যগ্রতা কেন ? দেশ বা কাল, আকার বা আয়তন, কেন পদে পদে গণনা করি ? দেহী পুরুষ তাহাদিগের 'অস্তি' পর্য্যন্ত বিদিত নয় ; এবং তদধীনা মতিও তাহাদিগকে কেবল ক্রীড়াসামগ্রীই বিবেচনা করিয়া থাকে ; যেমন শুক্লশ্মশ্রু বা দেবার্চ্চনা দর্শনেও, শিশুর মনে বিনোদ-ব্যতিরেকে ভাবান্তরের সমুদয় হয় না ! মনস্বিনী প্রতিভা কেবল কারণানু-বন্ধেরই সমালোচনা করিয়া থাকে ; এবং 'ছুল'ত্ত্ব্যপরিধি-প্রান্ত-পতিত রশ্মিজাল, কিরূপ প্রকৃতির গভীরগর্ভস্থিত এক ক্ষুদ্র বিন্দুমণ্ডল হইতে পরিতো বিকীর্ণ, তাহাই দর্শন করে। সৃষ্টির প্রবর্ত্তনা এবং সংস্থিতি জন্য এক কেবল নিরবয়ব, কিরূপ অশেষবিধ অবগুণ্ঠনে সমাচ্ছাদিত হইয়া, বিবিধ-জন্ম পরিগ্রহ করে, মনস্বিনী তদ্দর্শনেই সদা অভিনিবিষ্টা। তাহার অচলা তীব্রদৃষ্টি, অণ্ড, কীট, পতঙ্গাদি আবরণ ভেদ করিয়া অনন্য জন্যকেই পরিবিদ্ধ করিয়া রাখে ; অসংখ্য জনের বহির্বৈষম্য লোপ করিয়া তাহাদিগকে সমশ্রেণিস্থ করিয়া লয় ; অশেষশ্রেণির আকারবৈলক্ষণ্য বিদূরিত করতঃ এক বিশাল-জাতি নিবদ্ধ করে ; এবং অবশেষে নানা জাত্যন্তরের চরম সীমা অতিক্রম করিয়া, এক অদ্বিতীয়, অপরিবর্ত্তনীয়, আদর্শ সমাহিত হয় ; অগণ্য শরীরী জীব-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে সনাতন কৈবল্যেই গতিবিরাম লাভ করে। মেঘগুচ্ছের ন্যায় এই প্রকৃতিও নিয়ত পরিবর্ত্তমান ; দেখিতে তাহাই আছে, অথচ প্রতিক্ষণই অভিনব। তাহার অনন্য কল্পনা সংখ্যাতীত গঠনে প্রক্ষিপ্ত ; যেমন একমাত্র নীতিসূত্র অবলম্বন করিয়া কবির বিংশতি গাথা সংরচিত। কঠিন মৃৎপদার্থরূপ একমাত্র করণাবলম্বনে বুদ্ধিমনের অগম্য সেই চিন্ময় "অসু" সমস্ত বস্তুকেই স্বীয় বাসনানুবন্ধনে নিয়োজন করিতেছে। তদীয়

দৃষ্টিপাতে, দুর্দমনীয় অয়স-শিলাও দ্রবীভূত হইয়া' সুকোমল সুষ্ঠু শরীর ধারণ করিতেছে, এবং দেখিতে দেখিতে, পুনরায় গঠনান্তরে 'সেই অভিনব আকার, সেই অপূর্ব্ব বিনির্ম্মাণ বিলীন হইয়া যাইতেছে। দেহভিন্ন এরূপ চঞ্চল ক্ষণ-সর্পি বস্তু জগতমধ্যে আর কি আছে? তথাপি, 'ঐ শক্তি প্রভাবে, দেহও কখন আপনাকে সর্ব্বথা অলীক বা নিরর্থক গণ্য করে না। কিঙ্কর ইতর প্রাণি-সমুচিত কত হীনবৃত্তি অদ্যাপিও মনুষ্যমধ্যে বর্ত্তমান; কিন্তু তাহারাও, ঐ প্রভাবলে, জঘন্যতার হেতু না হইয়া, বরং সমাবেশে মানবের সহজাভিজাত্য এবং স্বভাবগৌরবই পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে। যেমন কবি এস্কিলাসকথিতা আয়োদেবীকে গো-রূপে পরিণতা দেখিলে, যদিও সকলের চিত্ত নিগৃহীত অনুভব করে, তথাপি দেহান্তর-পরিগ্রহ-সহকারে, মিসর দেশে আয়সিস্ রূপে অবতীর্ণা, অসেরিস্ যোবের পরিণীতা, সেই দিব্যমূর্ত্তিকে দর্শন করিলে, কাহার না চিত্তে ভাবান্তর উপস্থিত হয়? তখন সম্যক্ রূপান্তরিত পশ্বাঙ্গের গতাবশিষ্ট-চিহ্ন-স্বরূপ চন্দ্রকলাকার বিষাণ-দুটিও অনুপম ললাট-ভূষণ প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ইতিহাসের অভিন্নকতাও এতদ্রূপ সংসিদ্ধ, এবং বিবরণবাহুল্যও তেমনি সরল ও বোধগম্য। উপরে প্রকার ভেদের অন্ত নাই; কিন্তু অভ্যন্তরে হেতু-ঋজুকতাই সদা বর্ত্তমান। একজন কর্ত্তার কর্ম্মসহস্র তাহার অনন্য প্রকৃতিরই পরিচয় প্রদান করে! ভিন্ন ভিন্ন আকর হইতে গ্রীসিয়ান্ বুদ্ধি-চরিত্রের যে সমস্ত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ! প্রথমতঃ, হিরোডোটাস্, থিউসিডাইডিস্, ঝেনোফন ও প্লুটার্ক-প্রণীত তজ্জাতীয় শাসন এবং সমাজনীতি সম্বলিত ইতিহাস অদ্যাপিও বর্ত্তমান; এবং সেই সমস্ত ইতিহাস পাঠ করিয়াই, গ্রীকদিগের চরিত্র ও ক্রিয়াকলাপ যথেষ্ট হৃদ্গত করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যরূপ ক্ষেত্রান্তরেও তদ্বিপুল জাতীয় চিত্তের পদাঙ্ক পুনর্দ্দর্শনীয়; কারণ মহাকাব্য, গীতিকা, নাটক, দর্শন-শাস্ত্র ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা আকারে তাহারই সমগ্রাবয়ব সুরক্ষিত হইয়াছে। পুনরায়, গ্রীকদিগের অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য-প্রণালী হইতেও ঐ প্রভিন্ন বুদ্ধির অন্যতম নিদর্শন প্রাপ্ত হইবে;—কারণ ইহার নির্ম্মাণসৌষ্ঠবে পরিমাণ-মাধুর্য্য যেন মূর্ত্তিবিশিষ্ট; এবং রেখা ও সমকোণমণ্ডলীয় সম্যক্ মাত্রানুপাতদ্বারা

রেখাগণিত যেন নিরন্তর অঙ্গীবদ্ধ! পরিশেষে, তাহাদিগের অনুপম শৈলোৎকিরণপদ্ধতি তদতুল বুদ্ধির প্রমাণান্তর নিষ্পন্ন করিয়া দিবে; কেন-না এরূপ অসামান্য-প্রতিভাসম্পন্ন ক্ষোদশক্তি কুত্রাপিও দৃষ্ট হইল না! ইহার অভিব্যক্তিচেষ্টায় কথনোত্তোলায়মান রসনাগ্রের ক্রমপর্য্যন্ত নির্ব্বিশেষে পরি-গৃহীত! এবং সম্পূর্ণ অপ্রতিহত-ক্রিয়াবান্ মনুষ্যের অবাধকর্ম্মোদ্যোগ, সংখ্যাতীতাকারে সন্নিবদ্ধ এবং অভিব্যঞ্জিত! ইহার গঠননৈপুণ্যে স্বভাব-বৈশদ্য অণুমাত্রও ব্যতিক্রান্ত হইতেছে না! এবং সুকৌশল, দেবার্চ্চনারত উপাসকমণ্ডলীর নর্ত্তনবিলাস, এবং তন্মধ্যস্থিত আসন্ন-মৃত্যু বা অসহন-যন্ত্রণাক্লিষ্ট উপাসকদিগের অসামর্থ্য-সত্ত্বেও গতি-বিরাম বা ভঙ্গিবিক্রম-ভঙ্গ-ভীতি, যুগপৎ প্রতিপাদন করিতেও তিলমাত্র কুণ্ঠিত বা বিতথ দৃষ্ট হইল না! এই ত প্রতিষ্ঠগ্রীকজাতির অলৌকিক বুদ্ধির চতুর্ব্বিধ দৃষ্টান্ত, চতুর্ব্বিধ ফলকগত প্রতিরূপচতুষ্টয়স্বরূপ প্রাপ্ত হইলাম! অথচ কাহার না চক্ষে পিণ্ডরের স্তোত্রগীতি, মর্ম্মরখোদিত নরাশ্ব, পার্থেনন নামক মিনার্ভা দেবী-মন্দিরের সুরম্য স্তম্ভ শ্রেণী, এবং ফোসায়নের অন্তিম ক্রিয়াকলাপ, পরস্পর সম্পূর্ণ বিসদৃশ বস্তুর ন্যায় পতিত হইয়া থাকে!

সকলেই বোধ হয়, এরূপ বহু আকৃতি ও বদনমণ্ডল দর্শন করিয়াছেন, যে তন্মধ্যে পরস্পর কোনরূপ গঠন-সাম্য না থাকিলেও তাহারা চিত্তকে অনুরূপ ভাবেই মুদ্রিত করিয়া থাকে। কোন চিত্রবিশেষ দর্শন বা কবিতাবিশেষ পাঠ করিতে করিতে, যদিও বিজনপর্ব্বতারোহণকাল-সমুদিত কল্পনা-রাজি অবিকল বিকসিত হয় না, তথাপি অনন্যভাবাবেগ সমাহৃত হইয়াই থাকে। এবং সাদৃশ্য কোথায় বর্ত্তমান, কোনরূপে ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও, ভাবাভিষেকের প্রত্যবায় জন্মে না। কারণ এরূপ সদৃশভাবোপনায়ক, সততই ইন্দ্রিয়মনের সমান অগম্য। বস্তুতঃ এই নিসর্গপ্রকৃতি, কতিপয় সূক্ষ্মবিধির অশেষ পুনরাবৃত্তি এবং সমাপত্তিসার-মাত্র। তাহার অনন্য প্রাচীন সঙ্গীতই কেবল, বহুধা তানলয়-বিমিশ্রণে, সদা উদ্গীত হইতেছে!

এই সৃষ্টিরাজ্যের সর্ব্বত্রই প্রকৃতি অতি অভাবনীয় সহজাতলক্ষণে পরিপূর্ণা; এবং নিতান্ত অনাহূত প্রদেশেও সম্যক্ দর্শনসাম্য প্রদর্শন

করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিতেই প্রীতিলাভ করে। একদা কোন বৃদ্ধ আরণ্য-রাজের কেশ-বিহীন শীর্ষদেশ অবলোকন করিয়া আমার মনে অনাবৃত গিরি-শিখরের ভাব সমারূঢ় হইয়াছিল; এবং তদীয় ললাটের আকুঞ্চন-সমূহ তন্মধ্যে শৈলস্তর প্রতিচ্ছায়িত করিয়াছিল। এমন স্বভাব-মনোহর ব্যক্তিগণও কখন কখন দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইয়া থাকেন, যে তাঁহাদিগের সারল্যমনোজ্ঞ ব্যবহার দর্শন করিলে, পার্থেনন-স্তম্ভারূঢ়, বিমগুনবিহীন অথচ স্নিগ্ধগম্ভীরগঠন, মূর্ত্তিকলাপের প্রীতিমাধুর্য্য হৃদয়ে স্বতঃ উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। এবং একমাত্র রাগাশয় অবলম্বন করিয়া, কালে কালে কতই না সঙ্গীত রচিত হইয়াছে! গিডো নামক সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতকারের রস্পিগ্লিয়োসি অরোরাগীতি, কেবল প্রাভাতিক বিভাসরাগেরই সমুচ্ছ্বাস মাত্র; এবং তাঁহার গীত-কথিত অশ্বগণ, অরুণরাগরঞ্জিত জলদ-মালারই রূপকান্তর! যদি কোনব্যক্তি অনন্য ভারারূঢ়-চিত্তে, কিঞ্চিন্মাত্রকাল অবধানপূর্ব্বক, তদানীম্ চিত্তবৃত্তির যুগপৎ প্রবণতা ও পরাঙ্মুখতার অশেষবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই, তিনি ঐ সাদৃশ্যসঙ্গতির গভীরতাও উপলব্ধি করিতে পারিবেন!

আমি, একদা কোন চিত্রকারের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, মনে মনে বৃক্ষের অবস্থাপন্ন না হইতে পারিলে, কোন ব্যক্তিই স্বভাব রক্ষা করিয়া বৃক্ষাঙ্কিত করিতে সমর্থ নহে; অথবা বালকের প্রতিরূপ চিত্রিত করিতে হইলে, কেবল তাহার শারীরিক মাত্রাদি নির্ণয় করিয়া চলিলেই যথেষ্ট হইবে না। কিন্তু কিছুকাল অভি-নিবেশ সহকারে তাহার বিবিধ ক্রিয়া—ক্রীড়াকৌতুক, গতি বিলাসাদি অভ্যাস করিয়া নির্ব্বিশেষে তৎস্বভাবানুগত হইতে হইবে। পরে যদৃচ্ছবিন্যাসে, কেবল সেই স্বভাব-সুকুমার বালকেরই চিত্রোৎপত্তি হইতে থাকিবে। এইরূপ মেষাঙ্কনজন্য রূষকেও মেষপ্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। সমন্তাৎ প্রসর-পরিমাণ নিযুক্ত কোন ভূ-চিত্রকারের কথাও বিদিত আছি, যিনি কোন প্রদেশবিভাগ পরিমাণকালে তত্রত্য ভূমি-বিন্যাস, ব্যাখ্যা-সহায়তায় সর্ব্বাগ্রে হৃদ্গত না করিয়া, স্তর-পর্য্যায় চিত্রনিবদ্ধ করিতে সাহসী হয়েন নাই। এইরূপেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানব মনের এক সুনিরূপিত অবস্থা হইতেই, অতি দূরাবচ্ছিন্ন ক্রিয়াসমূহের উৎপত্তি

হইয়া থাকে। কারণ এই চেতঃই সদা নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প; কিন্তু তাহার বহিঃপ্রকটনা বহুধা বিখণ্ডিত এবং রূপসংযুক্ত। এই নিমিত্ত স্বভাবের গভীরগর্ভে দৃষ্টিনিক্ষেপ ভিন্ন, কেবল আয়াস-সাধ্য অঙ্গুলিদক্ষতার উপার্জ্জন-দ্বারা, শিল্পী কখনই অন্যজনের হৃদয়কে সমাশ্বাসালোড়িত করিতে অধিকার প্রাপ্ত হয় না।

কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, "সামান্য প্রকৃতির লোকেরা কেবল অনুষ্ঠানবিনিময় দ্বারাই পরস্পরের নিকট ঋণমুক্ত হয়; কিন্তু অসামান্য উদার প্রকৃতির কেবল বিদ্যমানতাই সর্ব্বঋণমোক্ষ হইয়া থাকে।" ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, অতি মনোহর চিত্রপঙ্‌ক্তি বা সুদর্শন-প্রতিমারাজি-সুশোভিত কোন চিত্রাগারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, মনোমধ্যে যে অপূর্ব্ব শক্তিমত্তা ও রসভাবুকতার উদ্রেক অনুভব করিয়া থাকি, অগাধসত্ত্ব মহীয়ানের সুরুচির ক্রিয়া-সন্দর্শনে, তাঁহার সুমিষ্ট বাক্যশ্রবণে, এবং মনোজ্ঞ আকারেঙ্গিত অবলোকনেও, তাহাই পুনঃ পুনঃ প্রবোধিত হইয়া থাকে।

অতএব, সামাজিক বা প্রাকৃতিক, শৈল্পি বা বৈজ্ঞানিক, যাবতীয় ইতিহাসকে কেবল স্বকীয় বিবরণ সাহায্যেই ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য; অন্যথা অর্থহীন শব্দমাত্র রহিয়া যায়। এমন কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই, যাহা আমাদিগের সঙ্গে অন্বিত নয়; অথবা কোন না কোন দিকে আমাদিগের আস্থাভাজন হয় না;—রাজ্য, বিদ্যালয়, বৃক্ষ, অশ্ব ও তৎপদস্থ লৌহবলয় পর্য্যন্ত, সমুদায় বস্তু মনুষ্য মধ্যেই বর্ত্তমান! সেণ্টক্রোশ ও সেণ্টপিটর গীর্জার সুদৃশ্যচূড়া, কোন অতীন্দ্রিয় আদর্শেরই দোষসঙ্কুল প্রতিরূপ! স্ট্যানবাক্‌নিবাসী এর্ব্বিন নামক জনৈক ব্যক্তির আত্মোচ্ছ্বাসের মৃণ্ময় প্রতিকৃতিই স্ট্রাসবর্গ নগরের গীর্জারূপে দণ্ডায়মান! কবির চিত্তই যথার্থ কবিতা, এবং পোত-নির্ম্মাতাই নির্ম্মিত অর্ণব-যানের প্রকৃত আদর্শ! যদি মনুষ্য-হৃদয়কে কোন উপায়ে উদ্ভিন্ন করিতে পারা যায়, তবে তন্মধ্যেই তদীয় কর্ম্মকাণ্ডের শেষতন্তুবিস্তার, ও প্রবালোদ্গম পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পাইব! কারণ শম্বুকের সূক্ষ্ম গুম্ফ, এবং দেহপ্রভা, তাহার নিঃসারণশীল শরীরযন্ত্রের অভ্যন্তরেই প্রাগ্ বর্ত্তমান। সেইরূপ মানবজনের পরস্পর বিনয়ব্যবহার হইতেই তাবৎ শৌরতন্ত্র ও কুলাদর্শের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং সুকুমারশীল,

বিনয়ী ব্যক্তি কেবল উচ্চারণ দ্বারাই, তোমার নিরলঙ্কৃত নামকে যাবতীয় সম্মানপদের একত্রপ্রয়োগভূষায় বিভূষিত করিতে সমর্থ।

প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলি, কত অসংখ্য পূর্ব্বাশংসাকেই সমর্থিত করিতেছে! এবং কত অসংখ্য সঙ্কেত ও কথাকেই, প্রকৃতবিষয়ে পরিণত করিতেছে! একদা কোন মহিলার সঙ্গে অশ্বারোহণে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, "দেখিলেই অরণ্যানী যেন প্রতীক্ষমাণ বোধ হয়; যেন যাত্রিকের প্রস্থানাপেক্ষায় বনদেবতাগণ স্ব স্ব কর্ম্ম-বিরত হইয়াছেন।" এই প্রতিভাত কল্পনাকেই মানবসঞ্চারবিমুখ বনদেবতাদিগের নৃত্যগীতাত্মক নানা কাব্যপ্রবন্ধে সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাই! যে ব্যক্তি নিশীথকালে উদয়মানচন্দ্রের জ্যোৎস্নারাশিকে অকস্মাৎ মেঘাবরণ ভেদ করতঃ ধরাপতিত হইতে দেখিয়াছেন, তিনি সৃষ্টিকাল-সমুপস্থিত স্বর্গীয় পুরুষের ন্যায় চন্দ্র, সূর্য্য, ও জগত, সৃষ্টির তাবৎবৃত্তান্তও যেন প্রত্যক্ষগত করিয়াছেন! কোন গ্রীষ্মাপরাহ্লের কথাও স্মরণ আছে, যে দিবস প্রান্তরমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সহচর বন্ধু দিগ্‌প্রান্তবর্ত্তী সুদূরবিস্তীর্ণ একখণ্ড প্রশস্তমেঘের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া আমার দৃষ্টি সমাহ্বান করিয়াছিলেন। গীর্জাচূড়াস্থিত উৎপতনোন্মুখ, দেবদূতমূর্ত্তি-সহিত তাহার অবিকল আকারসাম্য ছিল;—মধ্যভাগে, মেঘগুচ্ছ মস্তকাকার গোল, সুতরাং সুলভকল্পনায়, মুখ ও চক্ষুঃ যোজনা দ্বারা উদ্দীপনীয়; এবং উভয়পার্শ্বে, ক্রমক্ষায়মাণ ও বিস্তীর্ণ, অতএব যেন প্রসারিত, সুনির্ম্মাণপক্ষপুটোপরি আলম্বিত! গগনমধ্যে এরূপ সুশোভন জলদঘটা যখন একবার উদিত হইয়াছিল, তখন তাহার পুনরুদয় কোনমতে অসম্ভাবিত নহে; এবং হয়তঃ, গীর্জাশিখরাসীন ঐ দিব্যভূষণের আদর্শচ্ছায়া আদৌ এইরূপেই সমাহৃত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নিদাঘগগনে বিচিত্রবিদ্যুৎক্রীড়া দর্শন করিলে, গ্রীক-দেবরাজযোব-করতলস্থ কুলিশদণ্ডের প্রথমাভাস কিরূপে সংগৃহীত, সদ্যঃ হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়। এবং সময়ে সময়ে প্রক্ষিপ্ত তুষার-রাশিকেও এরূপ রমণীয় ভাবে প্রাচীরপার্শ্বে গুচ্ছবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যে তদ্দর্শনে প্রচলিত হর্ম্ম্যশোভা গুণ্ঠিমণ্ডনের প্রথমসঙ্কলন, তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ বোধ হইয়া থাকে।

এইরূপে আদিম ঘটনাবলির পরিতোহহরণ দ্বারা, আমরা বিবিধ-হর্ম্ম্য-

প্রণালী ও ভূষারচনাদির কার্য্যতঃ পুনরাবিষ্কার করিয়া থাকি; কারণ এতদ্গবেষণা, প্রাচীন লোকদিগের গৃহনির্ম্মাণাদি ব্যাপারকেই, কেবল প্রত্যনুষ্ঠিত করিয়া থাকে। দোরিয়ান জাতির ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-কুটীরের প্রতিচ্ছায়াই, আমরা তদ্বিধান-নির্ম্মিত দেবালয়ের অঙ্গে সন্নিবদ্ধ দেখিতে পাই। চীন্-দেশের প্যাগোডা দর্শন করিলেই, তাতার পটমণ্ডপ নয়নপথে সমুদিত হয়। এবং ভারতবর্ষ ও মিসর দেশীয় দেবগৃহ, তত্রত্য প্রাচীন বল্মীক-গৃহাদির কথাই বিজ্ঞাপিত করে। এইরূপ ঈথিয়োপিয়ান-চরিত্র বর্ণনাকালে হীরণ নামক কোন পরিব্রাজক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "পর্ব্বত-গাত্রে গৃহাদির নির্ম্মাণপ্রথা হইতেই নিউবিয়া ও মিসর দেশস্থ দুরারোহ হর্ম্ম্যবিধানের উদ্ভব হইয়াছিল। নিসর্গ গুহায় বাসহেতু অধিবাসিদিগের চক্ষুঃ স্বভাবতঃ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈল-স্তূপের উপর পতিত হইত এবং সর্ব্বদা তদারূঢ়ই থাকিত। সুতরাং যখন প্রকৃতির সাহকার্য্যার্থ শিল্পসমাগত হইল, তখন অধোঃকর্ষণ অনুভব ব্যতিরেকে, তাহার আর ক্ষুদ্র কলেবর বস্তূপরি সমাহিত হইবার শক্তি, বা ক্ষুদ্রনির্ম্মাণের প্রবৃত্তি জন্মিল না। অতএব এরূপ সদা ঊর্দ্ধারূঢ়-দৃষ্টিশীল ব্যক্তিগণের নয়নে, অস্মদ্ পরিচিত মূর্ত্তিকলাপ, পরিচ্ছন্ন তোরণ, বা দেবদূতের ক্ষুদ্র পক্ষপ্রসার তত্রত্য দিগন্তবিস্তীর্ণ-প্রকোষ্ঠ সন্নিবিষ্ট হইলে, কি কোনরূপ শোভার আধার হইত? অসুরাকৃতি কলোসাসও, তাহার দ্বারোপবিষ্ট বা স্তম্ভালীন হইলে, খর্ব্বদেহ প্রতিহারিবৎ প্রতীয়মান হইত না।"

ঐরূপগথিক, বিধান-নির্ম্মিত গীর্জাগৃহ দর্শন করিলেও, তাহার প্রথম নির্ম্মাণ, যে কিরূপ বন্য-শাখা-প্রশাখাগ্রথিত উৎসবতোরণ ও কুঞ্জগৃহাদির চারুতর অনুকরণ হইতেই সমুৎপন্ন, সদ্যঃ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। কারণ তদীয় স্তম্ভশ্রেণীর অন্তরাল-লগ্ন বিচিত্ররচনা লতা-স্রক্ ও গুচ্ছবিনির্ম্মাণসমূহ, অদ্যাপিও, পুরাতন স্বভাব-কিশলয়বন্ধ এবং প্রলম্ব-লতাদামকেই প্রতিপাদ স্মৃতিসমাহূত করিতেছে! কোন্ ব্যক্তি সরল-দ্রুমারণ্যে ভ্রমণ করিতে গিয়া, বনরাজির প্রাসাদ-দর্শনীয়তা পরিহার করিতে পারেন? বিশেষতঃ হিমাগমে, যখন বৃক্ষেতরের পত্র নিঃশেষে পতিত হইয়া, তন্মধ্যে স্যাক্সান-জাতি-প্রসিদ্ধ অনুচ্চ-তোরণশ্রেণীই সর্ব্বত্র প্রকটিত করিতে থাকে? এই কালে অপরাহ্ণ সময়, একবার পরস্পর-পরিগ্রথিত অনাবৃত শাখাজালের মধ্যদিয়া,

পশ্চিম-গগনের শোভা সন্দর্শন করিলেই, বিবিধ-বর্ণানুরঞ্জিত কাচবাতায়নের প্রথমকল্পনাও সুগম হইয়া থাকে। অথবা কোন্ সুরুচি স্বভাবানুরাগী দর্শক, অক্সফোর্ডনগরের বা অন্য কোন ইংলণ্ডীয় গীর্জামধ্যে প্রবেশ করিয়া, নির্ম্মাতৃ-চিত্তকে বনানীরভাবেই একান্ত-মুগ্ধ অনুভব করেন না? তিনি যেন, তাঁহার করাগ্র হইতে রচনাচ্ছলে কেবল বন্য লতাগুল্ম, পুষ্পকেশর, ও কীট পতঙ্গাদিই অবিরল প্রবাহে বহির্গত হইতেছে, দেখিতে পান!

বস্তুতঃ গথিক-গীর্জা যেন প্রস্তরে কুসুমোদ্গম! মনুষ্যমনের চিরপ্রবুদ্ধ সাম্যস্পৃহাই ইহার বিকাশচ্ছটা ভূয়স অপহরণ করিতেছে! নচেৎ চতুর্দ্দিকে, স্তূপাকার দগ্ধপ্রস্তররাশিকে সতত অম্লান-কুসুমাকারেই উদ্ভিন্ন দর্শন করিতাম! এবং তাহার দেহলাঘবে, সুকুমার পূর্ণবিন্যাসচ্ছটায়, এমন কি কল্পনাসুকোমল অঙ্গানুপাত এবং প্রকাশমাধুর্য্যেও, নিসর্গ কুসুমের স্বভাব-গৌরবকে তিরস্কৃত অনুভব করিতাম!

ঐরূপ উল্লিখিত বিধানে যাবতীয় সামাজিক ও বহির্ব্যাপারকে জনানুগত এবং সমস্ত জাড্যক্রিয়াকে পরিপ্রসারিত করিতে হয়। পরে ইতিহাস স্বতঃই আপোবৎতরল ও বিশুদ্ধ হইয়া আসে; এবং জীবনী গভীর ও উন্নতি-মূলক হয়। কারণ, যেমন এক দিকে পারসিক সৌধকর সুতনুস্তম্ভ ও স্তম্ভস্কন্ধাদির বিনির্ম্মাণে তালীদণ্ড, মৃণাল, কুবলয়াদি, স্বভাবসুনির্ম্মাণ বিশিষ্ট সামগ্রীই অনুকরণ করিতেন; তেমনি অন্যদিকে পারসিক রাজগণ, অতি সমৃদ্ধকালেও, বর্ব্বর পূর্ব্ববংশীয়দিগের অটনবৃত্তি পরিহার করেন নাই। কিন্তু বসন্তে এবেক্‌টেনা, গ্রীষ্মে শুসা, এবং শীতকালে ব্যাবিলন, প্রভৃতি রাজধানী হইতে রাজধানান্তরে গতায়তি করিয়াই তাঁহারা কাল-হরণ করিতেন।

আবার আসিয়া ও আফ্রিকার প্রাচীন ইতিহাসমধ্যে অটাট্যা এবং কৃষিনিষ্ঠা এই দুই দ্বন্দ্বী প্রবৃত্তিকে একত্র বিদ্যমান দেখিতে পাই। এই মহাদেশদ্বয়ের ভূপ্রকৃতি হইতেই পূর্ব্বে অটাট্যাবৃত্তি নিতান্ত অপরিহার্য্য হইত। কিন্তু এরূপ প্রকৃতির লোক স্বভাবতঃই কৃষিজীবী বা পণ্যলিপ্স নগর-জনপদবাসিদিগের ভয়াবহ; এই নিমিত্ত যে, অটাট্যা সমাজস্থিতির প্রতিকূল, কৃষিকর্ম্মই তৎকালে সকলের ধর্ম্ম্যনিয়োগ ছিল। এবং এইরূপ,

আধুনিক প্রকৃষ্ট-সমাজ-সম্পন্ন ইংলণ্ড, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশমধ্যেও তৎপ্রবৃত্তিদ্বয়কে পুনরায় সমগ্রদেশ ও ব্যক্তি অবিচ্ছেদে যুধ্যমান দেখিতে পাই। তবে প্রভেদ এই, আফ্রিকার প্রাচীন অটমান অসভ্য জাতিগণ তীক্ষ্ণদংশ মক্ষিকার ভয়ে নানাস্থানে ভ্রমণ করিত;—মক্ষিকার দংশনে তাহাদিগের পশুপাল অস্থির হইয়া পড়িত, এবং বর্ষাগমেও নিম্ন ভূমিপ্লাবিত হইয়া যাইত, সুতরাং সমুন্নত মরুভূমি মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে হইত; এবং আসিয়ার পর্য্যটকগণ পশুচারণক্ষম তৃণজল-সম্পন্ন ক্ষেত্রান্বেষণেই দিগ্বিদিক পরিভ্রমণ করিত; কিন্তু, আধুনিক ইয়ুরোপ ও আমেরিকাবাসিগণ, তৎপরিবর্ত্তে, কেবল বাণিজ্য ও কৌতূহল বশেই, দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। পুরাকালে বিষদংষ্ট্র-মক্ষিকার ভয়ে আস্তাবোরাসের পলায়ন হইতে, বোস্তন্‌প-সাগরকূলে উপনিবেশ সংস্থাপনার্থ, বর্ত্তমান ইংরাজ ও ইতালিয়ন জাতির উন্মাদস্পৃহা যে ভূয়িষ্ঠরূপে মানবীয় শ্রীবৃদ্ধির পরিচায়ক কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু তজ্জন্য সেই প্রাচীন প্রবৃত্তির কি কোন ব্যত্যয় জন্মিয়াছে? পূর্ব্বে যেমন ধর্ম্মাদেশে নিয়মিতকাল তীর্থনিবাস, এবং সমার্জ-রক্ষণ ও দৃঢ়ীকরণক্ষম কঠোর আচার-বিধির পরিপালন-হেতু অসভ্যদিগের অস্থির অটন-বৃত্তি সতত সংযত ও নিরস্ত থাকিত, এখনও তেমনি বহুদিন একত্রাধিবাস এবং তদীয় উপকারিতা-সামগ্র্যের অভিজ্ঞতা হেতুই আধুনিকদিগের অটাট্যা সংযমিত আছে। যদি পুনঃ ব্যক্তিজনকে অবলম্বন করিয়া দেখিতে যাই, তাহা হইলেও তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনই হ্রাস দেখিতে পাই না; কারণ এক ব্যক্তিকে স্বভাবতঃ সঙ্কুলপরিভ্রমণপ্রিয় দেখিতে পাই, এবং অন্যজনে কেবল গৃহানুরক্তি ও স্থিরকর্ম্মনিষ্ঠারই আধিক্য নয়ন গোচর করি। অতুল-স্বাস্থ্য-সম্পন্ন উল্লসিত হৃদয়ির গৃহ-মেধিকতা সর্ব্বত্রই সমান প্রবল; তিনি শকট মধ্যেই তাবৎ গৃহসুখ অনুভব করেন; এবং ক্যালমাক্ জাতির ন্যায় দিগন্ত পরিভ্রমণ করিতেও, কোন ক্লেশ বোধ করেন না। জলে, স্থলে, অরণ্যে ও তুষার মধ্যেও তাঁহার নিদ্রা সমান গভীর, ক্ষুধা নির্ব্বিশেষে প্রখর, এবং আসঙ্গসুখ সর্ব্বথা গৃহের ন্যায় প্রগাঢ় হইয়া থাকে। অথবা তাঁহার এই স্থূলভাসক্তির মূল আরও গভীর সন্নিবিষ্ট; ইহা তাঁহার বিবৃদ্ধ-

প্রসার দৃষ্টিরই পরিণাম হইতে পারে; যাহার ফলে যথাতথা অভিনব বস্তু সম্মুখীন হইলেই, তাহাদিগকে কোন না কোন দিকে চিত্তাকর্ষক ও প্রীতিপ্রদ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু এই উল্লসিত জ্ঞানাটাট্যাও মাত্রাধিক হইলে, তীব্রান্ধলিপ্সা ও বুভুক্ষার আধারভূমি প্রাচীন পশুচারণরত পর্য্যটনার ন্যায় সর্ব্বদা অহিতকর হইয়া থাকে; এবং যদৃচ্ছাবিষয়ে শক্তির অপচয় করিয়া মনকে একেবারে নিস্তেজ ও স্বত্বভ্রষ্ট করিয়া ফেলে। গৃহপালী বুদ্ধি কিন্তু, সদাই নির্ব্বৃতি বা সন্তোষের আধার; স্বস্থানেই জীবনানুকূল যাবতীয় সামগ্রীর আহরণ করিয়া থাকে, অথচ এরূপ বুদ্ধিও নিয়ত অনন্য বিষয়াসক্ত থাকিলে অন্যতর বিপদভাগী হয়, এবং বিষয়ান্তরের অনু-প্রবেশ বা বিমিশ্রণজনিত উদ্দীপনাভাবে, দিন দিন ক্ষীণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

এইরূপে সামাজিক বা ব্যক্তিজন-সম্বন্ধি যে কোন বিষয়ের আলোচনা করি, তাহাতেই প্রতীতি জন্মে, যে, যে সমস্ত বস্তু মনুষ্যগণের নয়নগোচর হয়, তাহার প্রত্যেকটিই তদীয় মনোভাব অভিব্যক্ত করে; এবং তাহার চিন্তাও, যেমন অগ্রসরসহকারে, তাহাকে উত্তরোত্তর বস্তুতত্ত্বের অভ্যন্তরে আনয়ন করিতে থাকে, বিষয়াবলিও তেমনি যথাক্রমে তাহার অবগম্য হইয়া আসে।

ঐ প্রাচীন—অথবা জার্ম্ম্যানদিগের ভাষায় "পুরোযায়ী"—জগতের অভ্য-ন্তরে প্রবেশ করিতে হইলে, আমি কেবল আত্ম-মধ্যে নিমগ্ন হইয়াই তদভ্য-ন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারি। অন্যথা ভগ্নাবশেষ, কীর্ত্তিকলাপ, পুস্তকালয়, কি সমাধিরূপ, ঘোর তিমির-মধ্যে হস্ত-প্রসারিত করিয়া, তাহার দ্বার অন্বেষণ করিতে হয়।

বাস্তবিক জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে গ্রীকজাতির ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, কাব্য, প্রভৃতি তাবৎ লোকের এরূপ হৃদয়গ্রাহী হয়? কৈ ঐতিহাসিক কালবিভিন্নতাহেতু তন্মধ্যে বিন্দুমাত্রও বিনোদবৈষম্য দেখিতে পাই না? হোমরের স্বরচিত, বা তদীয় কালীন অন্য কোন রচনা, যেরূপ চিত্ত-বিনোদক, চার পাঁচ শতাব্দি পরবর্ত্তী স্পাটান্ ও এথিনিয়ান্দিগের গার্হস্থ্য লিপিও অবিকল তদ্রূপ? উভয়ের মধ্যে অণুমাত্র আস্বাদ-বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারি

না ! এবং দেখিতে গেলেও, তাহার একমাত্র কারণই কেবল নয়নগোচর করি ;—যে আমরা সকলেই নিজ নিজ জীবনে গ্রীক-জাতীয়-জীবনের তাবদ্দশাক্রম অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি। গ্রীকতন্ত্রের অবস্থিতিকাল, শরীরী প্রকৃতিরও পূর্ণ অভ্যুদয়ের কাল, বা ইন্দ্রিয়গণের পরিণতির সময়,—অর্থাৎ তখনি কেবল, দেহ বিন্যাসের সমগ্র সমন্বয়ে, চৈতন্যস্বরূপের মধুরাবির্ভাব এই নরলোকে প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎকালে, সেই সুঠাম, সৌম্য-দর্শন, মানবগণও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদের সুন্দর গঠনচ্ছায়া অবলম্বন করিয়া, শিল্পিগণ হার্কুলিস, ফীবস, যোবপ্রভৃতি অপূর্ব্বদর্শন দেবমূর্ত্তিসমূহ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আধুনিক নগর-পথ-বিহারী মনুষ্যগণের মুখচ্ছবিতে তাঁহাদের মুখ-সাদৃশ্য কিরূপে দেখিতে পাইব ? তাঁহাদের তুলনায় আধুনিকগণের বদনবিন্যাস, কেবল কতকগুলি অনতিপ্রৌঢ় কু-নির্ম্মাণ প্রত্যঙ্গনিচয়ের সমাবেশমাত্র ; তন্মধ্যে গ্রীকদিগের সেই নিরবদ্য তীক্ষ্ণ-প্ররূঢ় প্রত্যঙ্গ সমূহই বা কোথায় ! অথবা তাহাদিগের সেই মাধুর্য্য-নিলয় সুষ্ঠু-সন্নিবেশই বা কোথায় ! ঐরূপ বিশদগঠন বদনমণ্ডলমধ্যে, নেত্রসংস্থানও কিরূপ অভাবনীয়রূপে চমৎকার ছিল ! তন্মধ্যে বক্রদৃষ্টি বা লুক্কায়িত অপাঙ্গক্ষেপ কি একেবারেই স্থান পাইত না ! সুতরাং পার্শ্ব-বস্তু দেখিতে হইলে সমগ্র গ্রীবার পরাবর্ত্তন নিতান্ত অপরিহার্য্য হইত। আবার, গঠনের ন্যায়, তৎকালিক আচারব্যবহারও যেমন যারপরনাই সরল ও নিরলঙ্কারমনোজ্ঞ ছিল, তেমনি, নিরতিশয়রূপে কপটতা-দোষপরিশূন্যতা-হেতু, অতিশয় ভয়াবহও ছিল। তৎকালে লোকে, কেবল ব্যক্তিগত গুণগৌরবেরই সম্মাননা করিত ; অপরিমেয় সাহস, কর্ম্মেপ্রতিভা, অগাধগাম্ভীর্য্য, ন্যায়প্রিয়তা, অসীম-বীর্য্য, দ্রুতগতি, সমুচ্চ-গম্ভীর-ভাষ, প্রশস্ত বক্ষঃ ইত্যাদি গুণোৎকর্ষের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। ভোগবিলাস বা শোভা-সৌকুমার্য্যবিধান, তখন অজ্ঞাত বিষয় মধ্যেই, পরিগণিত ছিল। কারণ লোকসংখ্যার অল্পতা, এবং সকল বিষয়ে অনাটন ও অপ্রতুলতাহেতু, সকল ব্যক্তিই স্ব স্ব জীবনোপযোগী কর্ম্মেই সদা ব্যাপৃত থাকিত। এবং এইরূপ রন্ধন হইতে সংগ্রাম পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রয়োজন স্বয়ং নিষ্পন্ন করিবার অভ্যাস হইতে, তাহাদিগের শারীরিক বৃত্তিগণ কতই না বলসঞ্চয় করিয়াছিল, এবং ফলে কার্য্যকলাপ

কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য ও বিস্ময়াবহই না হইয়াছিল ! হোমর-বর্ণিত এগেমেম্নন ডায়মিড্ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এইরূপ অসামান্যপ্রকৃতির লোকই ছিলেন। এবং ঝেনোফনের নিজ-বর্ণনায় তাঁহাকে ও তৎসহচর পরাপতিত অপর দশ সহস্র সৈনিককেও এতাদৃশ অলৌকিক পুরুষ বলিয়াই অনুমান হয়। লিখিত আছে যে আর্মিনিয়া প্রদেশে তেলেবোয়াস্ নদী উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যগণ অপর পারে দণ্ডায়মান হইবার অল্পকাল পরেই ভয়ঙ্কর তুষারবৃষ্টি হইয়া যায়, এবং তাহাতে পরিশ্রান্ত সর্ব্বতোক্লিষ্ট সৈন্যগণ অতি শীতার্ত্ত হইয়া পড়ে, এবং নিতান্ত মুহ্যমানের ন্যায় কিয়ৎকাল ধরাশায়ী থাকে। তদ্দর্শনে ঝেনোফন অনাবৃত গাত্রে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া কাষ্ঠচ্ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; এবং অপর সকলেও তাঁহার উৎসাহ দর্শনে উৎসাহিত হইয়া অবিলম্বে সেই রূপেই ব্যাপৃত হয়। এই সৈনিকদলের মধ্যে স্বেচ্ছাচারের কোনই পরিসীমা ছিল না। সকলেই লুণ্ঠন হইয়া বিবাদপর, এবং প্রতি অভিনব আদেশেই নায়কদিগের সঙ্গে বিসম্বাদরত। স্বয়ং ঝেনোফনকেও অতি কলহশীল ও কটুভাষী দেখিতে পাই। কোথাও তাঁহারই কটুভাষিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃষ্ট হয়; এবং বিতণ্ডায় তাঁহাকে যেমন ভর্ৎসিত তেমন ভর্ৎসনা করিতেও দেখা যায়। এইরূপ বালক-সুলভ প্রগল্ভাচরণ দর্শন করিয়া, কোন্ ব্যক্তি না তাঁহাদিগকে কতকগুলি, অলৌকিকগুণসম্পন্ন, অপরিণত বালক বলিয়া জ্ঞান করিবেন? ঈদৃশ বালকসমাজে যেরূপ অসম্পূর্ণ ব্যবহার-মর্য্যাদা ও বিনয়শিথিলতার অবস্থান সম্ভাবনা, ইহাঁদের মধ্যেও তাহা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান !

অপিচ, প্রাচীন করুণ-রৌদ্র-রসাত্মক দৃশ্যকাব্য ও অন্যান্য সাহিত্য সমূহের উর্জ্জভরসমাধুর্য্যও সেই অনন্য হেতুসম্ভূত—যে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের ভাষণ অতীব সহৃদয়, এবং, অব্যাজসরলতায় পরিপূর্ণ; তাহাদিগের তাবৎ উক্তি যেন স্বভাবগরিষ্ঠ অথচ নিজের বুদ্ধিসম্পদ অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির কথনের ন্যায়,—অতি মনোহর! অনুচিন্তন যেন তখনও, তাহাদিগের মনোমধ্যে সম্যক্ পরিচিত বা প্রভূত নহে! বস্তুতঃ প্রাচীন বিষয়ে অনুরাগ বা প্রাচীন বিষয়ের প্রশংসা, কেবল এই স্বভাবসারল্য প্রতিই প্রকাশিত হইয়া থাকে; বিন্দুমাত্র তদীয় প্রাচীনতা-প্রতি নহে! গ্রীক জাতি স্বভাবতঃ অনুধাবনশীল ছিল;

না; কেবল তাহাদিগের ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণ অতি পরিণত এবং দেহ অক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য-সম্পন্ন ছিল; এবং জগন্মধ্যে সেরূপ নিরক্ষত শারীরবিধান ও নির্ম্মাণসৌষ্ঠবও অন্যত্র বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং তাহাদিগের তাবৎ কার্য্যও অনুরূপ সুঠাম এবং স্বভাব-মনোহর হইয়াছিল। বয়স্ক ব্যক্তির অনুষ্ঠানও শৈশব-সরলতা এবং মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ! কি ঘট নির্ম্মাণ, কি কাব্যপ্রণয়ন, কি মূর্ত্তি-সমুৎকিরণ, ইত্যাদি যাবৎ কর্ম্মই স্বস্থ পরিপক্ক-বৃত্তি মানবের সমুচিত অর্থাৎ সম্যক্ রুচির এবং নিসর্গরম্য! সর্ব্বকালেই এই সমস্ত সুকুমার কর্ম্মের অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সমীচীন মনুষ্যপ্রকৃতি যেখানে অধুনাও অনপচিত অবস্থায় বর্ত্তমান, সেখানে তাহারাও অদ্যাপি অনুষ্ঠীয়মান। কিন্তু তত্তৎ কর্ম্মে, কোন্ জাতি এপর্য্যন্ত গ্রীকদিগকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে? ধরামধ্যে তাহাদেরই দেহসংস্থা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া, বরং তাহারাই অন্যান্য সকল জাতিকে রচনাগৌরবে পরাভূত করিয়াছে! তাহাদের শিল্প-কৌশল, যেন প্রৌঢ়-জনের কার্য্যবিক্রমকে, বাল্যসুলভ মুগ্ধমনোহারিতাতেই বিমণ্ডিত করিতেছে! এরূপ বালক সুকুমার আচারানুষ্ঠান স্বভাবতঃই অতি মুগ্ধকর; কারণ তাহা সম্পূর্ণরূপে মানবীয় এবং সর্ব্বজনেরই অভিজ্ঞানগত; কেননা সকলেই একদা সুকোমল বাল্যদশাতে অবস্থান করিয়া থাকেন। অপিচ, এরূপ অনবদ্যস্বভাব প্রকৃতিমধুর ব্যক্তিগণও সময়ে সময়ে নয়নপথবর্ত্তী হইয়া থাকেন, যাঁহারা জীবনে কদাপিও শিশুপ্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হয়েন না। এই সদাবালকের ন্যায় উদ্দ্যোতিতপ্রতিভ স্বভাববিক্রমশালী ব্যক্তিগণ চিরকালই গ্রীক জাতির অন্তর্ব্বর্ত্তী; ইহাঁদিগকে দেখিলেও গ্রীসাধিষ্ঠাত্রী বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবেগ পুনরুদ্রিক্ত হইয়া থাকে। ফিলো-ক্টেটীস চরিত্রে, এই প্রগাঢ় স্বভানুরক্তিরই আমি ভূয়ো প্রশংসা করিয়া থাকি! নিশার স্বপ্ন, গগনের নক্ষত্রপুঞ্জ, উপলখণ্ড, ভূধরশ্রেণী, এবং সিন্ধু-প্রবাহ প্রভৃতি নানা স্বভাবসামগ্রীসম্বোধনে তদ্রচিত সুমধুর স্বভাবোক্তি-সমূহ পাঠ করিতে করিতে, সময়প্রবাহ কূলাপসর্পী জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় কোথায় বহিয়া যায়! তখন মনুষ্যের অনন্ত সত্ত্বা, তাহার চিত্তের চির-নির্ব্বিকল্পতা, আমার হৃদয়ঙ্গম হয়! তখন গ্রীকদিগকে আমারি সহজাত-বর্গে পরিবৃত অনুভব করিয়া থাকি! চন্দ্র, সূর্য্য, জল ও বহ্নিকে অবিকল

আমার ন্যায় তাহাদেরও হৃদয়কে স্পর্শ করিতে দেখি! তখন গ্রীক ও ইংরাজ, শিষ্ট ও ললিত, ইত্যাদি জাতি ও বিদ্বৎসম্প্রদায়ভেদকেও নিতান্ত অমূলক এবং পণ্ডিতম্মন্যকৃত অনুভব করিয়া থাকি! যখন প্লেটোর চিন্তা আমার চিত্তে প্রবেশ করিয়া নিজের হইয়া যায়; যখন সেই জ্ঞানবহ্নি যাহা পিণ্ডা-রের হৃদয়কে প্রদীপ্ত করিয়াছিল, সহসা উদ্ভূত হইয়া, আমার হৃদয়কেও প্রজ্বলিত করে; তখন কালান্তর কোথায় তিরোহিত হইয়া যায়! এবং, যখন ঐরূপ অনন্য পরিজ্ঞানের অভ্যন্তরে পরস্পর-সাক্ষাৎকার সম্ভোগ করিতে থাকি; যখন উভয়ের চিত্তকে ঐরূপ সমরাগেই রঞ্জিত, এবং দুই জল-প্রবাহের ন্যায় এক অন্যে মিলিত ও বিলীন হইতে দেখি; তখন আর অক্ষাংশ-পরিগণনার আবশ্যকতা, বা মৈসরীয় কল্পনান্তর সংখ্যার প্রয়োজন, কোথায়?

অতএব যিনি প্রকৃত অধ্যায়ী, তিনি নিজহৃদয়ে বীরগুণের সমাবেশকাল অবলম্বন করিয়া বীরধর্ম্মরত শতাব্দি-পরম্পরার মর্ম্মনির্ণয় করেন; এবং তদ-নুকল্পিত স্বীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌযাত্রাদিলব্ধ অভিজ্ঞতাসহায়তায় পৃথিবী-পরিবেষ্ট-নাদিবৎ সঙ্কলনাব্যোদ্যমসমাকীর্ণ শতাব্দিসমূহের কালার্থপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পৌরাণিক ইতিহাসপাঠেও, তাঁহাকে সেই অনন্য ভাষ্যের সাহায্যগ্রহণ করিতে হয়। কারণ, যখন কোন ত্রিকালজ্ঞ ঋষির কণ্ঠ-ধ্বনি অতীতের গভীরগর্ভ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া কর্ণকুহরে, তাঁহারি কোন শৈশবমনন, কোন যৌবনপ্রার্থনা, প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে, তখনি কেবল তিনি, সমস্ত শ্রুতিবিবাদ, বিধিব্যতিক্রম, ও কুসংস্কারময় সাম্প্র দায়িকতার দৃঢ়ব্যবধান ভেদ করিয়া, সত্যমর্ম্মের সন্নিধানে উপনীত হইতে পারেন ঃ—

যথা, দেখিতে পাই, যে কত অসামান্য উদ্দামহৃদয় মহাপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে নরলোকে সমাগত হইয়া মানবকুলের নিকট কত অভিনব সৃষ্টিতত্ত্বই প্রকাশ করিয়া যান। এবং ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তিগণও যে, কালে কালে, মনুষ্যমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং অতিমন্দবুদ্ধি শ্রোতার অন্তরেও স্ব স্ব প্রত্যাদেশ গম্ভীরপ্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারও প্রভূত-প্রমাণ সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করি। সুতরাং ঐশ্বরিক-প্রবাহসংপ্রবুদ্ধ যাজকাদির কালাভিজ্ঞতার,

কথা যে এইরূপ কোন বাস্তবিক ঘটনাসম্ভূত, হৃদয়ঙ্গম করিবার আর অন্ত-রায় কোথায় ?

সেইরূপ যিশার বিবরণ, ইন্দ্রিয়রত ব্যক্তিমাত্রকেই আদৌ চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলে। তাহারা তাঁহাকে না ইতিহাসমধ্যে যোজিত করিতে পারে, না স্ব স্ব প্রকৃতিসহিত অন্বিত করিতে সমর্থ হয়! কিন্তু ইহারাই পুনঃ, যখন ইন্দ্রিয়বিরত হইয়া স্বীয় অন্তর্ভাতিপ্রতি ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করিতে অভ্যাস করে, এবং বিশুদ্ধ পুণ্যজীবনের প্রার্থী হয়, তখন যিশা-সম্বলিত কোন ব্যাপারই তাহাদিগের পক্ষে অপরিষ্কৃত থাকে না; তখন তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্ম, প্রতিবাক্য, স্বকীয় প্রেমালোকেই সমুজ্জ্বল হইয়া যায়।

আবার, কেমন অল্পায়াসেই ও অল্পকালমধ্যেই, মুশা, মনু, ঝোরষ্টার, সক্রেটীস্, প্রভৃতি মহাত্মপ্রথিত ভিন্নদেশীয় ধর্ম্মপ্রণালী মনোমধ্যে নিবাসবন্ধ লাভ করিয়া থাকে? দেখিতে দেখিতে তাবৎ প্রাচীনলক্ষণ কোথায় চলিয়া যায়! এবং তাঁহাদ্দিগের ন্যায় আমরাও তৎসমুদয়কে সম্পূর্ণ স্বোপ-লব্ধ এবং অভিনব জ্ঞান করিয়া থাকি!

ঐরূপ, সমুদ্রপার না হইয়া এবং বিগতশতাব্দিসমূহ প্রত্যতিক্রম না করিয়াও, আমি সর্ব্বপ্রথম সন্ন্যাসী ও উদাসীন ভিক্ষুদিগের দর্শনলাভ করি-য়াছি। কারণ, বহুবার এরূপ উদ্দীপ্ত-সমাধি নিষ্কর্ম্ম-যোগর্ষি-সম্মুখে পতিত হইয়াছিলাম যে, সেই সদৃপ্ত-পরিচর্য্যাপ্রতিগ্রাহী ধর্ম্মভিক্ষুককে দর্শন করি-লেই, উনবিংশ শতাব্দির, সায়মন দি স্টায়লাইট, সায়মন দি থিবেস, এবং ভিক্ষুক্যাপুচিনসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণসম্বলিত যাবৎ অজ্ঞানতা, তন্মুহূর্ত্ত বিদুরিত হইতে পারিত।

এইরূপ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—মাজিয়ান, ব্রাহ্মণ, ড্রুইদ, ইঙ্কা প্রভৃতি বিবিধ—যাজকতন্ত্রও প্রতিজনের নিজ জীবনেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। নির্ম্মমহৃদয় কঠোরানুষ্ঠানিক, সুকুমারশিশুর হৃদয়োপরি যে কি বিশোষকপ্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে—যদ্দ্বারা তাহার উল্লসিতপ্রকৃতি বিকুণ্ঠিত, নির্ভীকতাদি উদারগুণ সংগ্রথিত, এবং বুদ্ধিবৃত্তি নিতান্ত ক্ষীণ ও নিস্পন্দীকৃত হইলেও, বিন্দুমাত্র ঘৃণারোষ উদ্রিক্ত না হইয়া, বরং ভয় ও বশ্যতাই উৎপাদিত হয়, এবং

তন্নিগ্রহণপ্রতি কথঞ্চিৎ অনুরাগও সঞ্চারিত হইয়া থাকে—তাহা সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু নিগৃহীত শিশু তাহা তৎকালে কিছুই বুঝিতে পারে না। পরে যখন বয়োবৃদ্ধি সহকারে ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণ পরিপক্ক হয়, এবং কতকগুলি শব্দাবশেষ অভিধান ও অনুষ্ঠানের নিষ্প্রাণ শুষ্কমন্ত্রে অন্যান্য বালকের দীক্ষোপদ্রাবণ স্বয়ং দর্শন করিয়া, নিজ দণ্ডবৎপ্রচালিত বিনেতাকেও একদা তদনুরোধে তদ্রূপ উপদ্রুত অনুভব করিয়া থাকে, তখন স্বকীয় বিনয়নবৃত্তান্তও সম্যক্ পরিষ্কৃত এবং সুবোধ হইয়া থাকে। এই পরিদর্শন হইতে অধিকন্তু জ্ঞান জন্মে, কেন বেলাসের ন্যায় অপদেবতাগণের পূজার্চ্চনাও এতদিন ধরামধ্যে প্রচলিত ছিল; এবং কেনই বা পিরামিডাদির ন্যায় ইষ্টকরাশি-সমূহ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ক্যাম্পোলিয়ান্ পিরামিডদেহে পুঞ্জীকৃত প্রতি ইষ্টকখণ্ডের মূল্যনির্ণয়, এবং তত্রনিযুক্ত শিল্পিগণের নামাবলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনিও এতদ্বিষয়ে তদপেক্ষা প্রকৃষ্টতর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই। আসিরিয়ার উপাসনাপদ্ধতি এবং চেলুলার উচ্চবেদিকাসমূহ, ঐরূপে তাহার গৃহসম্মুখস্থ প্রতীত হয়, এবং বালক তখন আপনাকেই তাহাদিগের প্রণেতা কল্পনা করিয়া থাকে।

পুনরায়, প্রত্যেক চিন্তাশীল সদ্বিবেক ব্যক্তি স্ব স্ব কালোচিত কুসংস্কার ও উপধর্ম্মপ্রতি অশেষবিধ তিরস্কার প্রয়োগ করিয়াই, প্রাচীন সংস্কারকদিগের কার্য্যনিয়োগ প্রতিপাদ পুনরভিনয়ন করিয়া থাকেন; এবং সত্যলাভের প্রয়াসী হইয়া তাঁহাদিগেরই ন্যায় ধর্ম্মাচরণের অশেষবিধ অদৃষ্টচর অন্তরায় উপলব্ধি করেন। উপধর্ম্মের রশনা-গ্রন্থন করিতেও যে কতদূর আত্মৌজস্বিতার প্রয়োজন, তদ্দ্বারাই তাঁহার অধিকন্তু জ্ঞান লাভ হয়। কারণ উপধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের কথা দূরে থাকুক, সত্যধর্ম্মসংস্করণের পথেও ভয়ঙ্কর ব্যভিচারিতা অনুদ্রুত হইয়া থাকে। এবং কালে কালে লুথারের ন্যায় কত মহাত্মাকেই, স্বকীয়বর্গমধ্যেও ভক্তিশিথিলতা দর্শন করিয়া, পরিতপ্ত হইতে হইয়াছে। এমন কি তাঁহার পত্নীই একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আর্য্য একি! পূর্ব্বে কুসংস্কারমুগ্ধা থাকিয়াও প্রতিদিন এতবার সোচ্ছ্বাস প্রার্থনা করিতাম, কিন্তু অধুনা উচ্ছ্বাসের কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বদা প্রার্থনার কথাও স্মরণ থাকে না?"

এইরূপে মনুষ্যবুদ্ধি যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই, ইতিহাস বা উপন্যাস নির্ব্বিশেষে, সাহিত্যসমূহের অতুল-সম্পদ তাহার নয়নগোচর হয়। কবিগণ তখন আর উৎপ্রস্থিত বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিবৎ তাহার নয়নে পতিত হয়েন না—যাঁহারা কতই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক বিষয়যোজনার বর্ণনা করিয়াছেন ;—প্রত্যুত, যেন বিশ্বগ্‌পুরুষই, তাঁহাদের লেখনী গ্রহণ করিয়া, সার্ব্বলৌকিক আত্মতত্ত্বসমূহ জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া, প্রতীতি জন্মে। তখন, জন্মপরিগ্রহের বহুদিনপূর্ব্ব-রচিত কাব্যশ্লোকমধ্যেই স্বীয় জীবন-প্রবন্ধকেও কিমপি-সুবোধভাবে সন্নিবেশিত দেখিতে পায়! এবং ঈশপ্, হোমার, হাফিজ, আরিয়ষ্টো, চসার, স্কট, প্রভৃতি রচয়িতাগণও, একে একে তাহার জীবনপথবর্ত্তী হইয়া, তদীয় করণমননেই প্রতিনিয়ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন!

গ্রীকজাতির মনোহর কথামালা, সত্যবস্তুর ছায়াগ্রহণে সংরচিত, এবং কেবল বৃথাকল্পনামূলক নয়, বলিয়াই তাহাদিগের মর্ম্মনীতি এরূপ সর্ব্বথা-ধ্রুব! বহ্নিহর্ত্তা প্রোমিথিয়ুসের কথার মর্ম্মপ্রসার কি বিস্তীর্ণ! তাহার আরোপ সর্ব্বত্র কিরূপ সমান অস্খলিত! রচয়িতা তদুপাখ্যানমধ্যে জন-প্রসিদ্ধির বিরলাবরণসমাবৃত শিল্পাবিষ্কার, উপনিবেশ-সংস্থাপনাদি বাস্তবিক ঘটনা-সম্বলিত ইয়ুরোপীয় ইতিহাসের প্রথমপরিচ্ছেদ সমাহিত করিয়া, পারিপার্শ্বিকরূপে তৎকালিক ধর্ম্মপ্রণালীও পশ্চাদুপগত বিশ্বাসবিধির কথঞ্চিৎ সান্নিধ্যবিধানে প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাচীন শ্রুতিমধ্যে প্রোমিথিয়ুস, বর্ত্তমান বিধানগত যিশার স্থানভাগী। তিনিও নরলোকের বন্ধু; নশ্বর মনুষ্যকুলকে সনাতন বিশ্বপিতার অন্যায় "ন্যায়বিধান" হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই দণ্ডায়মান, এবং তাহাদেরই হিতার্থ স্বয়ং অক্ষুব্ধচিত্তে অশেষনির্যাতন বহন করিতেই উদ্যত। কুত্রাপি তাঁহার আখ্যান অদৃষ্টবাদী ক্যাল্‌ভিনসম্মত খ্রীষ্ট-বিবরণ হইতে বিভিন্ন; তথায় প্রোমিথিয়ুস বিশ্বপতি যোবের অবজ্ঞাকারী বলিয়াই বর্ণীত; কিন্তু এতৎস্থলেও, প্রণিধান করিয়া দেখিলে, তাঁহাকে স্থূললিঙ্গানুমিত ব্রহ্মজ্ঞানোপদিষ্ট মনুষ্যমনের সুগম্য অবস্থাবিশেষের রূপকমাত্র বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। স্থূলোপকরণে ব্রহ্মজ্ঞানশিক্ষার প্রাদুর্ভাব থাকিলে, তদ্রূপ চিত্তবিকারও মুহুর্প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে; এবং ঈদৃশ বিকারের উদয়ই

কেবল, বক্ষ্যমাণ অলীক জনাপবাদের একমাত্র অভ্যাসাদন ঃ—যেএরূপ অসন্তোষপ্রকাশ, কেবল চির-প্রতীত "অস্তি" বাদেই সন্দেহ প্রকাশমাত্র এবং ভক্তিভারকে দুর্ব্বহ জ্ঞানকরণেরই পরিণাম। অসন্তোষপ্রকাশ ত সামান্য কথা, সামর্থ্য হইলে মনুষ্য বিধাতার হস্তহইতে জীবনবহ্নি অবচ্ছিন্ন করিতেও ভীত নহে; এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবন লাভ করিতেও সদা প্রস্তত! এবং মানবগণের এই নাস্তিক্যপ্রবৃত্তিই প্রোমিথিয়ুস ভিঙ্কটস নামে অত্রস্থলে প্রবন্ধবদ্ধ। নিম্নকথিত রমণীয় নীতিপ্রসঙ্গের শিক্ষাও কি দূরবিস্তৃত!—কথিত আছে যে, দেব আপলো একদা আদমিতাসের মেষচারণ করিয়াছিলেন! ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যখন দেবগণ মনুষ্যমধ্যে আগমন করেন, তখন কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে? যিশাকে কেহই চিনিতে পারে নাই! সক্রেটিস এবং সেক্ষপ্যারের পরিচয়ও কেহ বিদিত ছিল না! হার্কুলিসের দৃঢ়মুষ্টিপেষণে আন্তিয়াস পুনঃ পুনঃ প্রাণত্যাগ করিতেছে এবং মাতা ধরিত্রীস্পর্শে পুনরুজ্জীবিত হইতেছে,—কি মনোহর কথা! কারণ ভঙ্গুর মনুষ্যই এই বিচুর্ণিত অসুর আন্তিয়াস; অশেষ পরাভব ও দুর্ব্বলতামধ্যেও যাহার সহজদুর্ব্বল শরীরমনঃ প্রতিক্ষণ স্বভাবসহবাসে উপচিত এবং বলীকৃত হইতেছে! সঙ্গীত ও কাব্যের হৃদয়বিদ্রাবিণীশক্তি—যাহার প্রভাবে জড়জগৎকেও সদ্যঃ পক্ষসমর্পিত এবং উড্ডীন বোধ হয়,—ক্ষণকাল অনুভব করিলেই অর্ফিয়ুস-প্রহেলিকার গূঢ়মর্ম্ম তৎক্ষণাৎ প্রাঞ্জল হইয়া আসে! যখন বিজ্ঞাননয়নে অদ্বৈতপ্রকৃতির অনন্ত-রূপান্তরপরিগ্রহ সন্দর্শন করি, তখন মায়ী প্রোটিয়ুসের চিত্রার্থবোধ কোথায় অবশিষ্ট থাকে? তখন আমি নিজশরীরেই সেই মায়াবিকে দর্শন করিতে পাই;—এই হাস্যবিহ্বল, এখনি শোকাকুল, পরক্ষণেই নিদ্রায় অভিভূত ও শবের ন্যায় ধরাপতিত, এবং অব্যবহিত পরেই জাগ্রত ও নানা কর্ম্মে ব্যগ্রচিত্ত এই আমি—মানব ভিন্ন প্রোটিয়ুস অন্য কে? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ঐ প্রোটিয়ুসকে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিতে দেখি! আমার নিজের চিত্তই যে কোন জন্তু বা বিষয়ের নামাভিধানে অভিধেয়! কারণ প্রত্যেক জন্তু বা বিষয়ই, কর্ত্তা বা ক্রিয়াধীন, প্রযোক্তা বা প্রযোজ্য, রূপাবস্থিত মনুষ্যেরই মূর্ত্তিভেদ! এইরূপ ভীষণতৃষাতুর ত্যান্টেলাস, তোমার

বা আমারি নামান্তর! আত্মার সম্মুখে, যে চিন্তার্ণব সদা ভাস্বরলহরীবিভ্রমে মৃদুতরঙ্গায়িত হইতেছে, তাহারি জলপানে অসামর্থ্যজনিত ভয়ানক ব্যাকুল-পিপাসাই ট্যান্টেলাস্ নামে অভিহিত! মানবাত্মার দেহান্তরগ্রহণও অমূলক কথা নহে! ইচ্ছা হয়, তাহাই হউক! কিন্তু নরনারী এখনও স্বভাবে মানবার্দ্ধমাত্র! ভূচর, খেচর, জলচর প্রভৃতি পৃথিবীর যাবতীয় ইতরপ্রাণী, তদীয় প্রকৃতিমধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, ঐ উর্দ্ধদণ্ডায়মান, নভোঽভিমুখ, বর্দ্দিষ্ণুগণের দেহমনে, আকারাবয়বে, স্ব স্ব পদাঙ্ক নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে! ভ্রাতঃ! আত্মার অধোপ্রবাহ প্রতিরুদ্ধ কর—অধো হইতে অধস্তরে প্রধাবিত হইয়া, উহা এখন ঐ প্রাণীশরীরেই প্রবেশোন্মুখ হইয়াছে, যাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-সীমামধ্যে পিচ্ছিলিত হইয়া তুমিও এতদিন নিঃশব্দে বিচরণ করিতেছ! কূটপ্রস্তাবিনী স্ফীংসের প্রাচীন কথাও, মানবের সম্পূর্ণ সন্নিকৃষ্ট এবং নির্ব্বিশেষে তদাত্মবোধক! স্ফীংস পথপ্রান্তে বসিয়া পান্থজনকে এক একটি কূটপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত; যে ব্যক্তি অর্থনির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইত, স্ফীংস তাহাকে জীবিত গ্রাস করিত; কিন্তু সম্যক্ উত্তর প্রদত্ত হইলে, স্ফীংস স্বয়ং হতমনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিত! এখন ভাবিয়া দেখ, মনুষ্যের ইহজীবন কি? তাহা কি ক্ষণবিসর্পী উড্ডীন ঘটনাবলির অনন্তশ্রেণীযোজনামাত্র নহে? নানা দর্শনীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া, "সংসার" মুহুর্মুহুঃ মানবাত্মার সম্মুখীন হইতেছে, এবং তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে! যে ব্যক্তি উর্দ্ধাসীন জ্ঞানপ্রভাবে তত্তৎঘটনা বা কালপ্রশ্নের প্রকৃতোত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ, "সংসার" তাহাকে দাস করিতেছে, চঞ্চলঘটনা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, উপদ্রুত ও নিপীড়িত করিতেছে; এবং নেমি-স্বভাবগত সেই নির্দ্দিষ্টকর্ম্মাকে বাহেন্দ্রিয়-বিজড়িত নিষ্পন্দমনুষ্যে পরিণত করিতেছে! বাহ্যবস্তুর প্রতি যথাকথিত অন্ধানুচর্য্যা প্রদর্শন করিতে করিতে, তাহার অন্তর্ব্বিভাস নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে;] এবং যে প্রতিভা-বলে মনুষ্য যথার্থই মনুষ্যশব্দে অভিধেয়, তাহার রশ্মিমাত্রও অবশিষ্ট রহিতেছে না! কিন্তু মানব যদি অটলভাবে স্বীয় উদার সংস্কার ও বৃত্তিগণের অনুবর্ত্তী থাকিয়া, উচ্চকুলোদ্ভবের ন্যায়, নিকৃষ্ট বিষয়ের আনুগত্য স্বীকারে পরাঙ্মুখ হয় এবং অন্তঃপ্রকৃতিকেই অবলম্বন করিয়া বিষয়াবলির প্রভব নিরীক্ষণ

করিতে দৃঢ়সংকল্প হয়, তাহা হইলে ঘটনাসমূহ তৎক্ষণাৎ নতশিরে পাদপতিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করে। তাহারা প্রভুর আগমন বুঝিতে পারে; এবং অতিনিকৃষ্টতমও তদীয় গৌরব সম্বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে।

গেটে-প্রণীত "হেলেনা" নামক কাব্যগ্রন্থখানি পরিদর্শন কর, তন্মধ্যেও এই অনন্য অভিলাষ দেখিতে পাইবে—যে বাক্য বস্তুতেই পরিণত হউক! তিনি বলেন যে, "কায়রণ, গ্রীফিন, ফোর্ক্যাস্, হেলেন, লেডা প্রভৃতি রূপকাভিধানও, কথঞ্চিৎ বাস্তবিক, এবং তদনুসারে মনোমধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অভিধাও প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং তত্তৎপরিমাণে ঐ ঐ শব্দকে নিত্য-বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়; এবং অলিম্পিয়াডুৎসরের প্রারম্ভবর্ষের ন্যায় অদ্যাপিও তদ্দ্বারা অনন্ত বস্তুবোধই হইতে পারে। এইরূপ বহু-অনুশীলনের পর তিনি স্বাভিলষিতবিধানে মনোভাব রচনাবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং স্বকীয় কল্পনাদিষ্ট গঠনবিন্যাসেই তাহাদিগের মূর্ত্তিযোজনা করিয়া গেলেন। এই নিমিত্ত, হেলেনানামক কাব্যগ্রন্থখানি, স্বপ্নের ন্যায় ভূয়োবিকীর্ণ এবং কামচিত্রপূর্ণ হইলেও, গেটেপ্রণীত অন্যান্য ক্লৃপ্তবৃত্ত দৃশ্যকাব্যাপেক্ষা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী। কারণ তন্মধ্যে, নিয়ত একবিধবিষয়পরিদর্শনক্লিষ্ট মানবাত্মা অনির্ব্বচনীয় আরামসুখই অনুভব করিয়া থাকে; এবং তদীয় কল্পনার উদ্দাম-আরণ্য-প্রসার সন্দর্শন করিয়া ও তীব্রবিস্ময়াবেগে মুহুর্ম্মুহুঃ উৎকম্পিত হইয়া পাঠকেরও নিদ্রিত কল্পনা জাগরিত হইয়া থাকে।

বিষগাত্মার প্রভাব অতি দুর্দ্ধর্ষ; কবির দুর্ব্বলাত্মাকে সদ্যঃ অভিভূত করিয়া ফেলে, এবং স্কন্ধারোহী হইয়া তাহার লেখনীকে যদৃচ্ছাবিষয়ে প্রহিত করে। সুতরাং কবিগণ মনের চলোচ্ছ্বাস, বা প্রণয়াদিগাথা, উদ্গাতুকাম হইলেও, কার্য্যতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অন্যোক্তি সমূহ প্রসঙ্গীত করিয়া থাকেন। এই জন্যই প্লেটো বলিয়াছেন যে, "কবির মুখ হইতে বিশাল নীতিগর্ভবাক্য ভূরি-বিনিঃস্থত হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং তাহার অত্যল্পই অবধারণ করিতে পারেন।" এই হেতু, ইয়ুরোপীয় ইতিহাসে, যাহাকে মিডল্‌এজ বা মধ্যমকাল বলে, অর্থাৎ যে কালে নির্ব্বাপিত জ্ঞানদীপক পুনরুদ্দীপিত হইয়া কথঞ্চিৎ-ভাস্বর হইতেছিল,—তৎকালরচিত উপন্যাসসমূহ, তদানীম্ মনুষ্যমনের সাগ্রহপ্রযত্নাভিকর্ষক

আরাধ্যবিষয়গণের ছদ্ম বা হাস্যবিদ্রূপাত্মক বিবরণরূপে গৃহীত হইলেই, স্বতঃ অর্থবোধক হয়। ঐন্দ্রজাল এবং তৎসমুচিত বিষয়মণ্ডলীও ঐরূপে প্রতাপবান্ বিজ্ঞানোদয়ের প্রাক্‌সূচনা হইয়া থাকে। বেগপ্রদ উপনাৎ, বিশিতিময় শস্ত্রসমূহ, ভূতগ্রামের বশীকরণমন্ত্র, ধাতুবর্গের গুহ্যগুণ-নিষ্কর্ষণ, এবং বিহঙ্গনাদের অর্থাবগমন, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের উদ্ভাবন বা বিবিধশক্তিলাভের, প্রয়াস যথাপথে মনুষ্যবুদ্ধির অশেষ অন্ধযাত্রারই উদাহরণ প্রদান করে; এবং কোন গ্রন্থনায়কের অলৌকিক শৌর্য্য, নায়িকার স্থির-যৌবনসম্পত্তি ইত্যাদি সদৃশ-প্রসঙ্গও সেইরূপ "এই জগতচ্ছায়াকে আকাঙ্ক্ষিত দশায় পরিণমিত করিতে" মানবাত্মার অবিরাম-প্রযত্নের কথাই বলিয়া থাকে।

সেইরূপ, পার্সিফরেষ্ট এবং আমাদিস্ দি গল, নামক উপাখ্যানদ্বয়মধ্যে, স্নিগ্ধ-কুসুমদাম ও প্রফুল্ল-গোলাপকে, যথাক্রমে, সাধ্বী-শিরে প্রফুল্লিত এবং অসতীর কপোলস্পর্শে সদ্যঃ মলিন হইতেই দেখি! বালক ও অবগুণ্ঠন নামক সতীত্বপরিমায়ক উপন্যাস পাঠ করিতে করিতে অতি প্রবীণ পাঠকেরও হৃদয় যে সুশীলা জেনেলাসের সগৌরব পরীক্ষোত্তারণ সন্দর্শন করিয়া অকস্মাৎ ধর্ম্মানন্দেই উচ্ছ্বসিত হইতেছে, দেখিতে পাই! এবং পরীপ্রসঙ্গের অন্তর্গত বিবিধ স্বীকার্য্যোক্তিসমূহ—যে পরীগণ নামগ্রহণে অসন্তুষ্ট হয়; তাহাদিগের প্রসাদ যদৃচ্ছামূলক এবং অনিশ্চিত; ভাণ্ডারান্বেষণ করিতে গেলে কথা কহা উচিত নয়; ইত্যাদি—কর্ণবাল বা ব্রিটেনী যৎপ্রদেশসমুৎপন্ন ঘটনামূলক হউক না কেন, সামগ্র্যে "কংকর্ড" মধ্যেই প্রতিপন্ন দর্শন করি!

আধুনিক উপন্যাসসমূহের গতি কি অন্যরূপ? সার অবালটার স্কটরচিত "ব্রাইড্ অব্ লামারমুর" নামক উপন্যাস পাঠ করিলাম। তত্রলিখিত সার উইলিয়াম্ এষ্টনকে নিকৃষ্টপ্ররোচনার নাট্যছদ্ম বলিয়াই অনুমান হইল; রেভেন্স উড্ দুর্গকে দৃপ্তভগ্নশ্রীর মনোহর নামাভিধান জ্ঞান করিলাম; এবং রাজকার্য্যে বিদেশযাত্রাদি-কথাকে অন্যত্র সাধুপরিশ্রমে জীবনবিধানের ব্যপদেশমাত্র বুঝিতে পারিলাম! এখনও সুকৃতিবিমুখ কামাচারির পরিভাবদ্বারা সাধ্বী কামিনীর হননোন্মুখ বন্যবৃষকে আমরা প্রত্যহই নিধন করিতে পারি! কারণ উল্লিখিত উপন্যাস কথিতা লুসিএষ্টন, কেবল সতীত্বেরই

অন্যতম নামাভিধান! এবং সাধ্বীচরিত্র ইহজগতে যেমন চিরমনোজ্ঞ, তেমনি চিরদিন বিপদভাগী!

কিন্তু মানবগণের ঐ সামাজিক এবং আভ্যন্তরিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ইতিবৃত্তান্তরও সদা বিরচিত হইতেছে; তাহাকে এই বাহ্য জগতের ইতিহাস কহে—এবং এতন্মধ্যেও মনুষ্যকে অতি নিবিড়রূপে অভিলিপ্ত দেখিতে পাই। মানব যেমন কালধর্ম্মের সংক্ষিপ্তসার প্রসব; তেমনি বাহ্যপ্রকৃতিরও সহজাতবন্ধু। মনুষ্যের প্রভাব, তদীয় অসংখ্য সম্বন্ধানুবন্ধেরই উপর দণ্ডায়মান;—যাবৎ শরীরী ও অশরীরী জীবশৃঙ্খলে তাহার জীবন সন্নিবদ্ধ বলিয়াই, মানব এরূপ প্রতাপশালী। যেরূপ প্রাচীন রোমনগরের ফোরাম বা হট্টাধিকরণের সম্মুখ হইতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম প্রসারিত রাজমার্গসমূহ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের দিগ্দিগন্তবর্ত্তী প্রদেশনিচয়কেও একত্র সংলগ্ন করিয়া রাখিত; এবং পারস্য, স্পেন, ব্রিটন প্রভৃতি সুদূর-দেশান্তঃপাতি নগর-জনপদবর্গকেও রাজকীয় সৈন্যর সম্যক্ অভিযায় করিয়াছিল; সেইরূপ মনুষ্যহৃদয়হইতে সুবিশাল ইন্দ্রিয়মার্গসমূহ, যেন এই অখিল বিশ্বকে তদীয় পদানত করিতেই, বহির্গত হইয়া পরিতো প্রসারিত হইতেছে! মানব স্বভাবতঃই বিষয়সম্বন্ধের এক বিশালগ্রন্থি—মূলসংগ্রহের এক প্রকাণ্ড সন্ধিবন্ধ; এবং তদোত্থ ফলপুষ্পোদ্গমই "সংসার" নামে অভিহিত। তাহার ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিগণ বহির্জ্জগতকেই উপলক্ষিত করে, এবং তদীয় যোগ্য অবাসভূমিরই পূর্ব্বপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে; যেমন মৎস্যের ডানা দর্শন করিলেই "জলমণ্ডি" অনুমিত হয়; এবং ঈগলার্ভকের অনতিরূঢ় পক্ষপুট বিহায়সকেই প্রমাণসিদ্ধ করে। সুতরাং জগচ্ছিন্ন হইয়া জীবনধারণ করা মনুষ্যের সাধ্য নয়। নেপোলিয়ানকেও দ্বীপান্তরে করারুদ্ধ কর; তদীয় মনোবৃত্তিগণের অনুশীলনানুকূল মনুষ্যকুলকে পার্শ্ব হইতে অপসারিত কর; আল্পসোল্লঙ্ঘনাদিবৎ সুগুরুপণোদ্ধারকরণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভাবিত করিয়া দাও; এবং তিনিও, দিন দিন নিতান্ত উদ্ভ্রান্ত এবং বিমূঢ়দৃশ হইতে থাকিবেন, এবং ক্রিয়াভাবে আকুলচিত্তে আকাশকেই হস্তাভিহত করিবেন! কিন্তু তাঁহাকেই আবার সুবিস্তীর্ণ বহুজনাকীর্ণ দেশমধ্যে প্রত্যানয়ন কর; সম্মুখে জটিল-বিষয়ানুবন্ধের যোজনা করিয়া দাও; এবং অশেষ,

শত্রুকুলে পরিবৃত কর; দেখিবে এ নেপোলিয়ান, সেই পূর্ব্বোক্ত নেপোলিয়ান নহেন! দেখিতে তাঁহারই গঠনবিশিষ্ট, এবং দেহ-পরিসীমারুদ্ধ; কিন্তু অন্তঃসত্তা ঐ ক্ষুদ্র দেহসীমা অতিক্রম করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে! এবং সম্মুখে কেবল ট্যালবটের ছায়ামাত্র বিদ্যমান আছে;—

"........অন্তঃসার নাহিক হেথায়।
পুরোভাগে বিদ্যমান ক্ষুদ্রখণ্ডসার
বিপুলমানববপুরংশ লঘীয়ান্;
সমগ্রমানব যদি হেতা অধিষ্ঠান,
এমনি বিশালদেহ, উন্নত আকার,
কূটতলে হ'ত কভু, 'বেশনের স্থান।"

সেক্ষপ্যার হেন্রি ৬ম।

এই নিমিত্ত, কলম্বসের গতায়তিজন্য একটি সমগ্র গ্রহেরই প্রয়োজন; এবং নিউটন ও লাপ্লাসের সমাধানে, মন্বন্তরপরিক্রম এবং অবিরল তারকা-সমাকীর্ণ নভোবিস্তারেরই আবশ্যক। নিউটন মনের নৈসর্গিকরতিকে মিথোহকৃষ্যমাণ সৌরমণ্ডলের প্রাগ্বিভাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এবং সেইরূপ অন্যূনকল্পে, আশৈশব পরমাণুকুলের অভিমুখপরাঙ্মুখগতিনির্ণয়ন-ব্যাপৃত ডেবী ও গায়লুসাকের বুদ্ধিবৃত্তিও, জীবানুকূল শারীরবিধির পূর্ব্বসূচনা করিয়া থাকে। গর্ভস্থ শিশুর চক্ষুর্বিধান কি আলোকেরই উপলক্ষণ নহে? হ্যাণ্ডালের শ্রুতিযুগ্ম কি লয়মাধুর্য্যের পূর্ব্বঘোষ নয়? অবাট, ফুলটন, হ্বিটে-মোর, আর্করাইট প্রভৃতির নির্ম্মিৎসুকরাগ্র কি ধাতুগণের কঠিন অথচ দ্রবণ-শীল সহজবিনেয় প্রকৃতি এবং কাষ্ঠ, জল ও প্রস্তরাদির স্বভাবধর্ম্মই, প্রাগ্বিদিত করে না? এবং সুকুমারী কামিনীর কমনীয় রূপমাধুরীতে কি বিশিষ্ট সমাজোচিত বিনয়ব্যবহার এবং আচারমণ্ডনাদি পূর্ব্বোদ্দিষ্ট বোধ হয় না? ইত্যাদি বহুবিষয়ে, আমরা কেবল মনুষ্যোপরি মনুষ্যের ক্রিয়াপরতাই পুনঃ পুনঃ সন্দর্শন করিয়া থাকি। নিঃসঙ্গ মনুষ্যচিত্ত স্বীয় অনন্য চিন্তা ধ্যানরত হইয়া যুগ যুগান্তর ক্ষেপণ করিতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা, দিবসকালযাবৎ প্রেমোচ্ছ্বাসা-

ধীন হইয়া যাপন করিলে যে পরিমাণ আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তৎপরিমাণ আত্মতত্ত্বও উপলব্ধ হয় না। কারণ যতদিন হৃদয়, কোন রোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে রোষোৎক্ষিপ্ত, বা বাগ্মির বাক্যশ্রবণে উৎফুল্ল, অথবা জাতীয় হর্ষ কি বিষাদের কারণাভিপাতে মুহুরাবেগপীড়িত না হয়, ততদিন কোন্ ব্যক্তি স্বীয় প্রকৃতচরিত্র অবধারণ করিতে সমর্থ? অভিজ্ঞতা জন্মাইবার অগ্রে কে তাহার ফলানুমান করিবে? অথবা কখন কোন্ অদ্ভুত ঘটনা কোন্ বৃত্তিদ্বার উদ্ঘাটিত বা ভাবস্রোত রোধমুক্ত করিবে কে বলিতে পারে? যেমন পরদিন যে ব্যক্তির সহিত প্রথমসাক্ষাৎকার হইবে, তাহার মুখাঙ্কিত করিতে কেহই সমর্থ নয়।

এতাবদাশংসিত সর্ব্বত্র বিদ্যমান এই সাদৃশ্যানুবন্ধের কারণান্বেষণার্থ সামান্য বর্ণনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবার অভিলাষ নাই। কেবল এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম যে, জগতমধ্যে “মতি” অদ্বিতীয়া অর্থাৎ সকল মনুষ্যেই অনন্যবিধা; এবং বাহ্যপ্রকৃতিই তাহার সহজাত স্বভাববন্ধু। সুতরাং এই অভিজ্ঞাত বিষয়দ্বয়ের আলোকবর্ত্তী হইয়া পুরাবৃত্ত প্রণয়ন ও অধ্যয়ন করাই কর্ত্তব্য।

এইরূপ সর্ব্বতোভাবে, অধ্যায়িজনের আনুকুল্যার্থ, মানবাত্মা স্বকীয় ঐশ্বর্য্য পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠীকৃত এবং বহির্ব্বিতত করিতেছে। অধ্যায়িকেও স্বয়ং সমগ্র অভিজ্ঞানমণ্ডল পরিবেষ্টন করিতে হইবে। প্রকৃতির নানাস্থানাগত কিরণমালাকেও অনন্য অধিশ্রয়ণবিন্দুমধ্যে সমাহিত করিতে হইবে। ইতিহাস তখন আর বিস্বাদ বা প্রীতিহর থাকিবে না, কিন্তু প্রতি ন্যায়ানুরাগী বিজ্ঞজনের শরীরে, দেহবিশিষ্ট হইয়া ভূতলে বিচরণ করিবে। তখন তুমিও ভাষানিরূপণ বা নামগ্রহণ করিয়া অধীতপুস্তকপুঞ্জ আমাকে জ্ঞাপন করিতে আসিবে না। কোন্ কোন্ ঐতিহাসিককাল, তুমি জীবনে প্রত্যুৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছ, তখন তাহাই আমাকে অনুভাবিত করিতে প্রয়াসী হইবে। এই মানবদেহ যশোমন্দিরে পরিণত হইবে! মানবগণ, কীর্ত্তিবাসের ন্যায়, অপূর্ব্ব ঘটনাচিত্রিত ও বিবিধ অভিজ্ঞানমণ্ডিত বিচিত্র কীর্ত্তিবসন পরিধান করিয়া এই, পৃথিবীতলে বিচরণ করিবেন—এবং তাঁহাদিগের সগৌরব প্রধীমণ্ডিত দেহপ্রভাই সেই সুচিত্রিত কীর্ত্তিচ্ছদ প্রদান করিবে। তন্মধ্যেই পুরোযায়ী

জগৎ প্রত্যক্ষ করিব; তাহার বাল্যকালেই হিরণ্ময় সত্যযুগের আবির্ভাব দর্শন করিব; জ্ঞানের সুমিষ্ট রসাল, আর্গনটিক যাত্রা, এব্রাহামের সমাহ্বান, জেরুজেলম' নগরে দেবালয়ের বিনির্ম্মাণ, যিশার অবতারণ, অজ্ঞানতার সমাগম, বিজ্ঞানের পুনরুত্থান, সংস্কার, বহু অভিনবদেশের আবিষ্কার, নূতন দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয়, এবং নরপ্রকৃতিমন্দিরের নব নব প্রকোষ্ঠোদ্ঘাটনরূপ যাবতীয় বিষয় তদীয় জীবনেই দৃষ্টিলব্ধ করিব। এবং মানবও, কামদুঘা সৃষ্টিপ্রসূর পৌরহিত্য অবলম্বন করিয়া, প্রাক্কালিক নির্ম্মাল্য হস্তে, ভূলোক ও দ্যুলোকোপগত প্রসাদনিচয় পরিকীর্ত্তিত করিতে করিতে, কুটির হইতে কুটিরান্তরে কল্যাণ বহন করিবে!

এতদাশংসায় কি কিছুমাত্র প্রগল্‌ভতা দৃষ্ট হয়? তবে এতাবল্লিখিত প্রবন্ধসার সকৃৎ পরিত্যাগ করিলাম; কারণ অজ্ঞাতবিষয়ে বৃথা জ্ঞানগরিমার প্রয়োজন কি? কিন্তু আমাদিগের বাক্যকথনদোষে, কথঞ্চিৎ মতবৈষম্য জন্মিতে পারে; কারণ কথিতভাষা এরূপ অসম্পূর্ণ যে কোনও বিষয় দৃঢ় করিয়া বলিতে গেলে, বিষয়ান্তরে স্বতঃ দোষস্পর্শ হয়। মনুষ্যের বর্ত্তমান বিষয়-জ্ঞান অতিসুলভ এবং কার্য্যতঃ অকিঞ্চিৎকর। প্রাচীরগর্ভে মুষিকের শব্দ শুনিতে পাই, ক্ষেত্রবরণে সরাট উপবিষ্ট দেখি, ধরাতলে শিলীন্ধ্রোদ্গম এবং জীর্ণকাষ্ঠে ছত্রাকবিকাশ নয়নগোচর করি। কিন্তু সহানুভূতিসূত্রে বা নৈসর্গিকসম্বন্ধপরিপালনহেতু তদেকৈক প্রাণিমণ্ডলীর বিষয় কি কিছু বিদিত আছি? নোবা বা মনুর ন্যায় বয়সে প্রাচীন কিম্বা বৃদ্ধতর ঐ প্রাণিগণ স্ব স্ব বার্ত্তা এতদিন আত্মগতই রাখিয়া আসিতেছে! তাহাদিগের পরস্পর সম্ভাষণ বা ইঙ্গিতপ্রয়োগাদির কোন বিবরণই রক্ষিত হইতেছে না। রূঢ় পদার্থ-সহিত ঐতিহাসিক কালপরম্পরার যে কি সম্বন্ধ, তাহা কোন্ পুস্তক মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে? অপিচ কোন্ ইতিহাস, মনুষ্যের অধ্যাত্মিক-বিবরণ অদ্যাবধি লিপিবদ্ধ করিতেছে? মৃত্যু ও অবিনাশাদি শব্দের তিমিরগর্ভে যে সমস্ত গূঢ়রহস্য সংপ্রোথিত রহিয়াছে, তদুপরি ইতিহাস কি অধুনা বিন্দুমাত্র আলোক সমাবর্জ্জিত করিতে সমর্থ? অথচ সর্ব্ববিধ ইতিহাসপ্রণয়নও অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু এরূপ সমুন্নত জ্ঞানাসীন হইয়া রচনা বিধেয় যে, যেন তদ্দ্বারা মনুষ্যের অসীম সম্বন্ধপ্রসার কথঞ্চিৎ সম্ভাবিত হইতে পারে, এবং এই বিষয়াবলি

বহির্লক্ষণের ন্যায়ই প্রদর্শিত হয়। অধুনা-খ্যাত ইতিহাস অতি মূঢ় গ্রাম্যগল্প-স্বরূপ, পড়িতে লজ্জা বোধ হয়! রোম, প্যারিস্, কনস্তান্তিনোপল্ ইত্যাদি নাম কতবার গ্রহণ করিব? রোম, সরাট বা মুষিকের কথা, কিজানে? এই প্রত্যাসন্ন প্রাণিমণ্ডলীর সন্নিধানে, অলিম্পিয়াড্ ও প্রদেশবিভাগের কথা কহিয়া কি করিব? মৎস্যাদ এস্ফ্ুইম, কেনোবাহী কনাক, ধীবর, ভারবাহী প্রভৃতি অজ্ঞানান্ধলোক তন্মধ্যে কি শিক্ষা লাভ করিবে, বা কোন্ দুঃখের অবসান প্রাপ্ত হইবে?

মানবচক্ষুঃ এতকাল ইতিহাসভ্রমে, কেবল স্বার্থপর দাম্ভিকতার কালানুক্রম বিবরণ পাঠেই অভিনিবিষ্ট আছে। যদি এই পুরাতন বিষয় পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যের সুদূরসম্বদ্ধ আভ্যন্তরিক প্রকৃতির সত্য পরিচয় প্রদান করিতে হয়, তবে নীতিসংস্কারের আশয়ে, অভিনব সঞ্জীবন জ্ঞানালোকের সমানয়ন উদ্দেশে, পুরাবৃত্তকে সুগভীর এবং সুপ্রশস্ত করিয়া লিখিতে হইবে। এইরূপ ঐতিহাসিক অবতারণার সময়ও উপস্থিত প্রায়; এবং তাহার উষাভাসও অজ্ঞাতে শিরোপরি পতিত হইতেছে। কিন্তু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষুণ্ণপথে প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় না; এবং শারীরাস্থানবিৎ, কি পুরাবিৎ পণ্ডিতাপেক্ষা, জড়বুদ্ধি বনবাসী, ও বর্ণজ্ঞানশূন্য রাখাল, শিশু, প্রভৃতিও অধিকতর প্রকৃতির আলোকবর্ত্তী।

# আত্মলীনতা।

"নিজের বহিরে অন্বেষণ করিও না।"
লাটিন।

"স্বীয় ভাগ্যতারা নর; আত্মা যার ক্ষম
সুঠাম মানব-ছবি করিতে গঠন,
সবে আজ্ঞাধীন তার,—বিভু, লক্ষ্মী, ভাস;
সকাল, বিকাল, তার নাহি যায় পাশ।
আপনার কর্ম্ম, গ্রহ, শুভাশুভ জানি,
অদৃষ্টের ছায়া প্রায়, সদা অনুগামী।"

বোঁমণ্ট ও ফ্লেচর রচিত অনেষ্ট ম্যানস্ ফর্চ্চূন (বা সজ্জনের অভ্যুদয়) নামক দৃশ্যকাব্যের উপসংহার।

গিরিদরে করে এস শিশু নিক্ষেপণ
বাঘিনীর স্তন্য দানে করহ পোষণ ;
হিমের প্রচণ্ডকাল, শিবা বাজ সাথে,
যাপিয়া, হউক বেগ-বল, পাদ হাতে।

# দ্বিতীয় সন্দর্ভ।

—:○:—

## আত্মলীনতা।

কতিপয় দিবস অতীত হইল, কোন সুপ্রসিদ্ধ কবি-রচিত কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। কবিতাগুলি অতি অকৃত্রিম ও অভিনবভাবে পরিপূর্ণ, এবং সম্পূর্ণ লৌকিকতাদোষপরিশূন্য। প্রসঙ্গ যাহাই হউক না কেন, এরূপ রচনা-মধ্যে, চিত্ত অনুশাসনবাক্যই শ্রবণ করিয়া থাকে। তৎপাঠে যে ভাবোদ্গম হয়, তাহাই তল্লিখিত বাগার্থ অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। স্বীয় মনস্তত্ত্ববিষয়ে বদ্ধপ্রত্যয় হওয়া, নিজের নিভৃত অন্তরে যাহা স্বকীয় সম্বন্ধে সত্য বলিয়া প্রতীত, তাহা অন্যজনের পক্ষেও সম্পূর্ণ সত্য এবং উপযুজ্য, বিশ্বাস করা,—ইহাই মনস্বিতার লক্ষণ। নিজের নিগূঢ় বিশ্বাস, বাক্যে উচ্চারিত কর, উহা তৎক্ষণাৎ সার্ব্বজনীন ভাবার্থবোধক হইবে; কারণ অতি অন্তরতম বিষয়ও যথাকালে বাহ্যতম হয়,—এবং বিধাতার তারঘোষ অখণ্ডানুজ্ঞায়, আমাদিগের প্রষ্ঠচিন্তাও কালক্রমে নিজোপরি প্রতিপ্রেষিত হইয়া থাকে। চিন্তার কণ্ঠ সকলেরই বিশ্রুত সত্য; তবুও যে, মুশা, প্লেটো, মিল্টন প্রভৃতিকে এত উদারগুণ-সংযুত বলি, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা শাস্ত্রবাদ এবং জনপ্রসিদ্ধিকে তুচ্ছ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং লোকানুরোধে কথা না কহিয়া, বাক্যে কেবল স্ব স্ব চিত্তকেই উদীরিত করিতেন। বিদ্বদ্‌গগনের সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদিগের প্রভায় বিমুগ্ধ হইবার অগ্রে, স্বীয় হৃদয়মধ্যে ইতস্ততঃ স্ফূর্ত্তিমান বিভাসরশ্মিকে দৃষ্টিবিদ্ধ করিয়া, তদীয় তরঙ্গ-লীলা নিরীক্ষণ করিতে শিক্ষা করাই, মনুষ্যমাত্রের অবশ্য-কর্ত্তব্য। অথচ মানব, নিজের চিন্তাকেই, স্বকীয়জ্ঞানে, সর্ব্বাগ্রে উপেক্ষার সহিত বর্জ্জন করিয়া থাকে। এই অপবর্জ্জিত চিন্তাসমূহের সাক্ষাৎকার পুনরায় মনীষিগণের

প্রতি গ্রন্থ ও কর্ম্মমধ্যে লাভ করিয়া থাকি; কিন্তু তখন তাহারা পরকীয় গৌরবে মণ্ডিত—অনাদরের আশঙ্কা থাকে না। গরিষ্ঠ শিল্পরচনাসমূহ, ইহারই মর্ম্মভেদী দৃষ্টান্ত পদে পদে প্রদান করে, এবং আমাদিগকে আর্দ্রচিত্তে শিক্ষা দেয়:—স্ব স্ব অযত্নসিদ্ধ মনোভাব সদা প্রসন্নচিত্তে অবলম্বন করিয়া থাকিতেই, আমাদিগকে শাসন করে, এবং সমস্ত জগতের লোক চীৎকার করিয়া পরিত্যাগ করিতে বলিলেও তাহাকেই দৃঢ়তর অবলম্বনার্থ যুক্তিদান করে। নচেৎ পরদিন কোন অপরিচিত ব্যক্তি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, আমাদিগের চিরসঞ্চিত পরামর্শ, চিরাবগতবিষয়, অশেষ বিজ্ঞতা-সহকারে, এবং "অভিনব," প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া, সকলের নিকট ঘোষণা করিবে; এবং আমাদিগকেও, নিজের প্রত্যয়, নিজের উপলব্ধি, লজ্জাবনতমুখে মূকের ন্যায়, অন্যের প্রসাদসরূপ গ্রহণ করিতে হইবে!

এই সদা বিনীয়মান জীবনকালমধ্যে, এমনও সময় উপস্থিত হয়, যখন মনুষ্যমনে স্বভাবতঃ প্রতীতি জন্মে যে, অসূয়া অজ্ঞানতামাত্র; অনুচিকীর্ষা আত্মঘাতস্বরূপ; যে গুণাগুণ বিচার না করিয়া আপনাকেই লব্ধভাগসরূপ গ্রহণ করা মানবের অবশ্যকর্ত্তব্য; যে এই অখিল বিশ্বভাণ্ডার অতুলৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইলেও, স্বীয় ক্ষেত্রাংশের সম্যক্ উৎকর্ষণ ব্যতিরেকে, জীবনধর কণামাত্র অন্নও উদরস্থ হইবে না! মনুষ্যজনের হৃদয়ের বল সংসারের পক্ষে অভিনব; স্বয়ং বলী ভিন্ন অন্যব্যক্তি তাহার সামর্থ্য নিরূপণ করিতে সক্ষম নয়; এবং নিজেও কর্ম্মপ্রযুক্ত না হইলে, স্বকীয় শক্তিমর্য্যাদা নিরূপণ করিতে শক্ত নহে। একজন লোকের মুখ বা চরিত্র, অথবা অন্য কোন বস্তুবিশেষ দর্শন করিলে, মনে ভূরি ভাবান্তর উপস্থিত হয়; কিন্তু অন্যজনের মুখ বা অন্যবস্তু দর্শনে কোন ভাবেরই উদয় হয় না;—বস্তুগণের এই সম্পত্তিবিভিন্নতা নিতান্ত অমূলক মনে করিও না! কারণ এই স্মৃতিমন্দিরের অচিন্ত্যরচনা, কখনই প্রাক্তন অন্বয়বর্জ্জিত নহে! এই চক্ষুর্দ্বয় এরূপেই সন্নিবেশিত যে রেখামাত্রও কিরণ, ইহাদিগের পথ অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু সূক্ষ্মতম রশ্মিপর্য্যন্ত গোচরীকৃত হইয়া থাকে! আমরা স্ব স্ব প্রকৃতিকে কেবলমাত্র অর্দ্ধপ্রকটিত করিয়া থাকি; এবং যে বিপুল ঐশ্বরিক কল্পনার আভাসগ্রহণে, এই দেহমনঃ পরিগঠিত, তাহাকেও নিজ নিজ অঙ্গে প্রতিচ্ছায়িত

দর্শন করিতে, যেন লজ্জানুভব করি! যদি তাহাকে যথাযথ প্রতিভাতিত করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে মানবপ্রকৃতি হইতে তদনুরূপ শুভ-ফলাশংসা করিতেও, কোন শঙ্কার উদয় হইত না! কিন্তু ঐশ্বরিক ক্রিয়া কাপুরুষের জীবনে প্রকটিত হইবার নহে! কর্ম্মে সম্পূর্ণ অভিনিবেশ এবং কৃতসাধ্য যত্নপ্রকাশ করিলে, চিত্ত আপনা হইতেই ভারলঘু জ্ঞান করে, ও হর্ষোৎফুল্ল হয়; কিন্তু বাক্যে বা কার্য্যে, তাহার বিপরীতাচরণ করিলে, মনে কিছুমাত্র শান্তি থাকে না! প্রমত্ততাহেতু যে ক্লেশাবসান মনে হয়, তাহাতে বিন্দুপরিমাণ ক্লেশেরও অবসান হয় না! অনবহিতের এতাদৃশ চেষ্টা, তাহাকে কেবল মতিবিচ্ছিন্ন করে; জ্ঞান-দায়িনী তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন না; এবং তাহার মনের অভিনব বিকাশ বিলীন, ও আশা শুষ্ক হইয়া যায়!

আপনাকেই বিশ্বাস কর এবং নিজোপরি আশালীন হও:—এই অয়সতন্ত্রীর ঝঙ্কার শ্রবণ করিলে, হৃদয়তন্ত্রী তালে তালে কম্পিত হইতে থাকে! ঈশ্বরের কল্যাণবিধি তোমার জন্য যে স্থান নিরূপণ করিয়াছে, তোমাকে যে সমস্ত সমকালিকবর্গে পরিবৃত করিয়াছে, এবং যে যোগাযোগমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহাই অবনতমস্তকে গ্রহণ কর! মহাপুরুষগণ তাহাই করিয়াছেন! এবং মুগ্ধবালকের ন্যায় যুগধর্ম্মোপরি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অজ্ঞাতসারে স্ব স্ব অতুল সমীক্ষারই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন;—যে প্রতীতির পূর্ণাস্পদ, আশ্বাসের একাধারই, তাঁহাদিগের হৃদয়মধ্যে সমাসীন ছিলেন; তিনিই তাঁহাদের হস্তদ্বারা ক্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদ্বারাই তাঁহাদিগের জীবন সর্ব্বতোভাবে আরূঢ় এবং নিয়মিত হইয়াছিল! আমরাও এখন আর বালক নহি, প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়াছি; অতএব এস! আমরাও, বুদ্ধি যতই উত্তুঙ্গ হউক না কেন, সেই সর্ব্বাধিরূঢ় অতীন্দ্রিয় নিয়ন্তাকেই নায়করূপে গ্রহণ করি! এখন আর শিশু বা রুগ্ন নহি, যে সদা সুগুপ্তস্থানে বাস করিব; ভীরু কাপুরুষ নহি, যে বিপ্লব দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিব; কিন্তু, এখন সকলের পথাদেষ্টা, আর্ত্তজনের পরিত্রাতা, এবং দরিদ্রের বন্ধু হইয়া, সর্ব্বশক্তিমানের অসীম-চেষ্টাপ্রবাহের বেগবর্ত্তী হইতে হইবে, এবং বিভ্রম ও অজ্ঞান তিমির নিরাসনার্থ সদা তদভিমুখেই যাত্রা করিতে হইবে!

এই নীতিপ্রসঙ্গের প্রতিপাদনার্থ প্রকৃতি, আকাশবাণীর ন্যায় কিমপি মনোজ্ঞ বাক্যসকল, বালকবালিকা এবং ইতর প্রাণিদিগেরও ভাবভঙ্গী ও আচারব্যবহারে নিয়ত সমুচ্চারিত করিতেছে! ইহাদিগের চিত্ত এখনও সেরূপ দ্বিধাভিন্ন বা সংশয়-বিক্রুত নহে; আশয়সিদ্ধির অন্তরায় পরিগণনা করিয়া এখনও আশ্বাস্য বিষয়ে সন্দিহান হইতে শিক্ষা করে নাই; মনোবৃত্তিগণ সম্পূর্ণ অখণ্ড ও অক্ষত থাকা হেতু তাহাদিগের দৃষ্টি কুত্রাপিও পরিভব প্রাপ্ত হয় না; এবং মুখাবলোকন করিলে, বরং আমরাই অপ্রতিভ ও অপধ্বস্ত হইয়া থাকি। শৈশব কাহারও অনুগামী নয়; অন্য সকলেই তদীয় অনুগমন ও অনুকরণ করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত জনৈক শিশুর বিনোদার্থ চার পাঁচ জন বয়স্ক ব্যক্তিকেও শিশুর ভাবানুবর্ত্তী হইতে হয়। ঈশ্বর, কৌমার, যৌবন এবং প্রৌঢ়াবস্থাকেও, সেইরূপ স্ব স্ব কালোচিত তীক্ষ্মমধুর গুণসম্পদে সুসজ্জিত করিয়াছেন; এরূপ স্পৃহণীয় ও প্রীতিপ্রদভাবে অলঙ্কৃত করিয়াছেন যে, স্ব স্ব পদস্থ থাকিলে, কোনরূপেই তাহাদিগের অভিখ্যা উপেক্ষিত, বা যোগ্যতা অপবারিত, হইতে পারে না। তোমার বা আমার সম্মুখে যুবার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না বলিয়া, তাহাকে নিতান্ত স্বত্বহীন বা প্রভাশূন্য মনে করিও না। ঐ শুন, প্রকোষ্ঠান্তরে তাহার কণ্ঠধ্বনি কেমন সতেজঃ ও সমুচ্চ বিনিঃসৃত হইতেছে! ও যে, স্বকালোপগত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিতে সম্পূর্ণদক্ষ, উহার কণ্ঠস্বরই তাহার প্রভূতপ্রমাণ। অদ্য লজ্জালু বা ধৃষ্ট হইতে পারে; কিন্তু একদিন না একদিন নিশ্চয়ই, সমগ্র সাহায্যনিরপেক্ষভাবে, কর্ম্ম করিতে শিখিবে, এবং আমাদিগের ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তিকেও নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করিবে।

গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনাশূন্য বালকমনের সহজোদাসীন্যই, স্বস্থমানবপ্রকৃতির প্রকৃতাবস্থা। বালকপ্রকৃতি স্বভাবতঃ সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব ধনাঢ্যের ন্যায়; সে কখন অন্যের প্রীতিসম্পাদনার্থ কোন কর্ম্মানুষ্ঠান বা বাক্যপ্রয়োগ করিতে সম্মত নয়। আসন গৃহস্থ বালক, নাট্যালয়ের পৃষ্ঠদেশবর্ত্তী দর্শকবৃন্দের ভাবাপন্ন—নিরতিশয় স্বতন্ত্র এবং নিরবগ্রহ; গৃহপ্রান্তে বসিয়া যে ব্যক্তি বা যে কোন বস্তু সম্মুখবর্ত্তী হয়, তাহাকেই প্রখর দৃষ্টিতে দর্শন করে, এবং বালকসুলভ ক্ষীপ্র ব্যবহারবিধানে, তাহাদিগের যথাগুণানুসারে, ভাল বা মন্দ,

প্রীতিকর বা মূঢ়, বাগ্মী বা শ্রুতিপীড়, ইত্যাদি আদেশ প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলাফল বা মুখাপেক্ষা চিন্তায় আপনাকে ভারাক্রান্ত করে না। কিন্তু নিঃশেষ-স্বাধীন এবং নিরপেক্ষচিত্তে যথাযথ অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকে। তোমা-কেই তাহার প্রীতিবিধান করিতে হয়; সে তোমার প্রীতিভাজন হইবার জন্য ব্যগ্র নহে। কিন্তু বয়োন্নতিসহকারে যেমন বৃত্তিগণ পরিণত হইতে থাকে, অমনি ঐ সুখময় বাল্যসীমাতিক্রান্ত মানবও, স্বকীয় প্রবুদ্ধতাহেতু, যেন কারাক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া আসে। তখন একবার প্রসত্বরী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, বা বিরূঢ় বাক্য উচ্চারণ, করিলেই যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পড়ে; শত-সহস্র জনের অনুকম্পা ও ঘৃণার আলোকবর্ত্তী হয়; এবং তাহাদিগের মনো-ভাব সর্ব্বত্র পরিগণনা করিয়া চলা, তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। তখন কর্ম্মনাশা জলেও ঐ চিন্তানুগত্য বিস্মারিত করিতে পারে না! হায়, যদি এই পরচ্ছন্দানুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, বাল্যসুলভ নির্ভীকনিরপেক্ষতা পুনরবলম্বনের শক্তি থাকিত! যিনি এইরূপ অনপচিত শক্তিপ্রভাবে সমস্ত সমাজনিগড় ছিন্ন ও পরিহার করিতে পারেন, এবং বাল্যের ন্যায় পরি-ণত বয়সেও অক্ষুব্ধ ও অবিকৃতচিত্তে, এবং উৎকোচবিতৃষ্ণ নির্ভয় শৈশব-সার-ল্যের ক্রোড়াসীন হইয়া, সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন, তিনি সত্য সত্যই জগতের ভয়াবহ হয়েন! কারণ, তিনি স্বভাবতঃ তাবৎ গচ্ছন্ত-বিষয়ের বিচার করিয়া থাকেন; এবং তদীয়ভাষিতের নিতান্ত অনভিসন্ধি-মূলক ও বিষয়চোদিত প্রকৃতিহেতু, তাহা শিত বিশিখের ন্যায় মনুষ্যজনের শ্রুতি-বিদ্ধ করিয়া থাকে, এবং সকলকে ভয়াকুলিত করে।

প্রকৃতির নিভৃতসন্নিধানে উপবিষ্ট হইলে, নিম্নকথিত বাক্যসমূহ পুনঃ পুনঃ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; কিন্তু যেমন বিদায় লইয়া কোলাহলপূর্ণ সংসারাভি মুখে অগ্রসর হই, এবং অবশেষে তন্মধ্যে প্রবেশ করি, তদীয় কণ্ঠধ্বনিও সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও ক্ষীণতর হইয়া, শেষে বিলীন ও শ্রুতির অগোচর হইয়া যায়ঃ—যে, মনুষ্যসমাজ সর্ব্বদেশেই তদন্তর্গত জনগণের প্রৌঢ়তা বিনষ্ট করিতেই যুক্তমন্ত্র; সমাজের প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে মিশ্রমূল বণিকসমিতির সদৃশ; অন্নবস্ত্রের সৌকর্য্যার্থ ইহার অংশিবৃন্দ স্বেচ্ছাবৃত্তি ও স্বোন্নতিসাধনা-ধিকার পরিত্যাগ করিতেই পরস্পর অঙ্গীকৃত; সুতরাং আনুগত্যই এতৎ-

সমাজের স্পৃহণীয় প্রধান গুণ; আত্মলীনতা সর্ব্বতো-ঘৃণার্হ। এরূপ সমাজে সৎ ও স্রষ্টৃপ্রিয় কেহই নহে; সকলেই নাম ও অনুষ্ঠানের উপাসক মাত্র।

অতএব, যিনি "মানুষ" হইতে চাহেন, তাঁহাকে অনুগতির পথ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে! যিনি অক্ষর অভ্যুদয়লাভ করিতে অভিলাষ করেন, তিনি যেন সন্নামোচ্চারণমাত্র বিরত হয়েন না, কিন্তু সদসতের নির্ণয়ার্থ বিষয়াভ্যন্তরেই প্রবেশ করেন! কারণ পরিশেষে আত্মার পরিপুষ্টি ও অখণ্ডতাবিধান ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ই অনুল্লঙ্ঘনীয় এবং অবশ্য কর্ত্তব্য অনুভূত হইবে না। অগ্রে আত্মঋণে মুক্ত হও—তাহারি সন্নিধানে নিরাগস্কতিলাভ কর, এবং যাবৎ সংসার স্বতঃই তোমার পক্ষসমর্থন ও তোমার ক্রিয়ায় অনুমোদন করিবে! অতি বাল্যকালে কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুর উপদেশে উত্তেজিত হইয়া, তাঁহাকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম, তাহা অদ্যাপিও স্মরণ আছে। তিনি পুরাতন ধর্ম্ম ও নীতিসূত্রাদি শিখাইবার জন্য সর্ব্বদা নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতেন। কোনদিন দৈবাৎ বলিয়াছিলাম যে, "যদি সম্পূর্ণ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া কার্য্য করি, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম-শ্রুতিসার অভ্যাস করিয়া কি করিব? তিনি উত্তর করিলেন, "যদি তোমার মনোভাব স্বর্গপ্রেরিত না হইয়া নিরয়গামী হয়?" এই কথা শুনিবামাত্র তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, "নিরয়গামী অনুভব হয় না; কিন্তু যদি পুণ্যপ্রেমময় ঈশ্বরের বংশোদ্ভব না হইয়া, সত্য সত্যই দুশ্চারিতার কুলজাত হই, আমাকে অগত্যা তাহারি প্রয়োজনার অধীন হইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইবে!" স্বীয় জীবনভেদ ভিন্ন কোনধর্ম্মশাস্ত্র আমার শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারে? কারণ সদসৎ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম নামাভিধানমাত্র; ইতস্ততঃ যদৃচ্ছা-মনোনীত বস্তুপরি অতি সহজ-প্রযুজ্য; যাহা আমার স্বভাববৃত্তির অনুকূল, তাহাই সত্য সত্য সৎ ও ধর্ম্ম, এবং যাহা প্রতিকূল, তাহাই অসৎ ও অধর্ম্ম! সমস্ত সমাগত বিঘ্নবাধার সম্মুখে আপনাকেই উদ্বহন করা, মনুষ্যের একমাত্র করণীয়; যেন তদীয় সন্নিধানে অপর সমস্ত বস্তুই নিতান্ত আহ্নিক, এবং অবাস্তবিক নামশেষমাত্র! আমরা নানাবিধ নাম ও লক্ষণ, সমাজ ও সমিতি, ও গতাসু অনুষ্ঠানপদ্ধতি, এবং সাম্প্রদায়িকতার সমক্ষে যে কিরূপ পরিভব স্বীকার

করিয়া চলি, মনে হইলে ভয়ানক লজ্জা উপস্থিত হয়! যে কোন শিষ্টশীল মধুরভাষী ব্যক্তি আমাদিগকে অযথারূপে বিমুগ্ধ এবং পরিচালিত করিয়া থাকেন! কিন্তু সদা দণ্ডবৎ ঊর্দ্ধাবস্থিত, এবং সচেতন থাকাই, আমাদিগের কর্ত্তব্য; এবং সর্ব্বথা অমসৃণ নগ্ন সত্য সমুচ্চারিত করাই আমাদিগের ধর্ম্ম! যদি বিদ্বেষ ও অভিমান, হিতৈষণার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সম্মুখ দিয়া যাইতে চায়, তাহাকে কি রোধ করিব না? যদি কোন কোপন-স্বভাব ধার্ম্মিকম্মণ্য, অশেষ দাক্ষিণ্যাধার এই আন্দোলায়মান "বিমোচনের" পক্ষ অবলম্বন করে, এবং দাসত্বের নিবাসভূমি বার্ব্বেডো দ্বীপ হইতে সদ্যঃ সমাগত পত্রিকাখণ্ড হস্তে লইয়া স্পর্দ্ধার সহিত সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাকে কি বলিব না যে, "যাও অগ্রে স্বীয় শিশুর প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর; অসহায়, নিপীড়িত কাষ্ঠ-ছেত্তা দাসদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর; স্বয়ং ঋজুস্বভাব ও নম্র হও; অগ্রে নিজেই দয়ামগুনে মণ্ডিত হও; এবং সহস্রযোজনান্তরিত কৃষ্ণনিগ্রো-দাসের প্রতি অলীক অনুকম্পা-প্রদর্শনের ভাণ করিয়া, তোমার নির্ম্মম খ্যাতি-স্পৃহাকে বৃথা পরিচ্ছন্ন ও চিক্কণ করিতে প্রয়াস করিও না? তোমার দূরগত জনের প্রতি দয়া, কেবল পরিবারবর্গের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ মাত্র।" এইরূপ অভ্যর্থনা নিতান্ত কর্কশ ও বিনয়বর্জ্জিত হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রীতিভাণ অপেক্ষা সত্যবাক্ কি রুচিরতর নহে? সৌজন্য এবং সুপ্রিয়তা কিঞ্চিৎ শিতধার হওয়াই বিধেয়; নচেৎ তাহার সার্থকতা রক্ষা হয় না। যখন প্রণয়ের উপদেশ ক্ষীণস্বর নাসাপ্রেষিত বাক্যে প্রদত্ত হয়, তখন তাহার প্রতিকরণার্থ ঘৃণাসূত্রও তৎস্থলে ব্যাখান করা কর্ত্তব্য! আমার প্রকৃতি আদেশ করিলেই, পিতা মাতা, স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, এবং কারণস্থলে, দ্বারকপালে "ইচ্ছা" বাক্য লিখিয়া রাখি! বৃথা "ইচ্ছা" অপেক্ষা কোন শ্রেয়সী বৃত্তিই আমাকে প্রেরিত করিয়াছিল, ভরসা করি; কিন্তু তাবদ্দিন কারণনির্দ্দেশ করিয়া ক্ষেপণ করিতে পারি না! কেন সঙ্গলাভে উৎসুক হই এবং কেনই বা পরিহার করি, কারণ জানিতে প্রত্যাশা করিও না! অথবা, অদ্য কোন নিরীহ ব্যক্তির ন্যায়, বলিও না যে, দরিদ্রগণকে যথাযোগ্য সুপুষ্টকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া, আমার কর্ত্তব্য। ঐ নিঃসম্বল দরিদ্রগণ কি আমার? উহারা কোন্ দিকে আমার সঙ্গে সম্বন্ধ? মন্দবুদ্ধে হিতৈষিণম্মন্য, শুন! •

যাহারা আমার সঙ্গে সম্বদ্ধ নহে, এবং আমি যাহাদিগের সঙ্গে কোনও সূত্রে আবদ্ধ নহি, তাহাদিগের জন্য এক কপর্দ্দকমাত্রও বিতরণ করিতে, ক্লেশানুভব করি! কিন্তু আমারও উপকারপ্রত্যুপকারের লোক আছে; আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে সতত আত্মার নিগূঢ় পাশেই আবদ্ধ, এবং তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বতোভাবেই ক্রীত ও বিক্রীত। আবশ্যক হইলে, আমি ইহাদিগের জন্য, কারাবাসও স্বীকার করিতে পারি; কিন্তু তোমার ঐ অনির্ব্বাচিত যদৃচ্ছাদাক্ষিণ্যে,—ঐ বিদ্যালয়ে মূঢ়ের অধ্যাপনা, অশেষ বৃথা ব্যবসায়ে অধিবেশনগৃহনির্ম্মাণ, মদ্যপান বিমূঢ়ের ভরণপোষণ এবং অপর সহস্রবিধ প্রসিদ্ধ আর্ত্তোপশমন ক্রিয়ায় —যদিও, লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি, অধুনা দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত কখন কেমন দুইএক মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকি; কিন্তু এই দুরাচারী মুদ্রার প্রতিসংহার করিতে, অচিরে নিশ্চয়ই নরোচিত দাক্ষিণ্যবল লাভ করিতে পারিব।

আধুনিক গণনায়, ধর্ম্ম এখন বৈলক্ষণ্য বই, আর সামান্য নহে। ঐ পুরোভাগে মনুষ্য দণ্ডায়মান এবং পার্শ্বদেশে তাঁহার সদানুষ্ঠান বা ধর্ম্মসংগ্রহ! শিক্ষা-প্রাঙ্গণে অনুপস্থিতিজন্য সৈনিকগণ যেরূপ অর্থদণ্ড দিয়া থাকে, আধুনিকদিগের বিতরণাদি সদানুষ্ঠানও যেন, সেইরূপ দোষস্খালনার্থই আচরিত হয়। লোকে, সংসার-বাসরূপ গুরু অপরাধের অপনয়ন, বা তজ্জাত রোষাপনোদনজন্যই যেন সকল কর্ম্ম সম্পাদন করে;—যেমন আহারাশ্রমে বাস করিতে গেলে, আতুর ও উন্মাদগণ সচরাচর অধিক মূল্যই প্রদান করিয়া থাকে। তাহাদিগের তাবৎ সদানুষ্ঠান যেন, কেবল প্রায়শ্চিত্তবিধান! কিন্তু আমি প্রায়শ্চিত্ত করিতে উৎসুক নহি—কেবল যথা প্রকৃতি জীবন যাপন করিতেই অভিলাষী! জীবনের আনুকূল্যার্থই আমি জীবিত, অন্যের দৃশ্যবস্তু বা দর্শনীয় হইতে নহে! যদি সমীচীন আত্মতুল্য হয়, বরং মূর্চ্ছনা অমুচ্চ হউক, তবু যেন চঞ্চল ও ক্ষণাভিরাম না হয়! জীবন সদা স্বাস্থ্য ও সুখের আধার হউক, এই আমার প্রার্থনা; যেন নিত্য নূতন পথ্যব্যবস্থা বা রক্তমোক্ষণের প্রয়োজন হয় না! তুমি যে, "মনুষ্য", তাহাই প্রত্যক্ষ করিতে চাই; আমি তোমাকে ছাড়িয়া তোমার কৃতকর্ম্মের সাক্ষ্যগ্রহণ করিতে অভিলাষী নহি! কারণ জানি যে, লোকে যাহাকে উত্তম বা বিশিষ্ট কর্ম্মবলে, তাহা করি বা না করি উভয়তঃ সমান ফল,—

কোন তারতম্য নাই! যে বিষয়ে আমার স্বভাবস্বত্ব বর্ত্তমান, তাহাতে অলীক বিশিষ্টাধিকার পাইবার জন্য কেন বৃথা ব্যয় স্বীকার করিব ? আমার স্বাভাবিক বৃত্তিগণের সংখ্যা অল্প এবং শক্তি অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে, কিন্তু তবুও আমি প্রাণবান্ ; এবং নিজের বা অন্যের গোচরে স্বীয় "জীবাস্মি" প্রতিপন্ন করিতে প্রমাণান্তরের প্রয়োজন রাখি না !

যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাই আমার যত্নের বিষয় ; সাধারণের অনুমত বিষয়ে আস্থা বা সম্পর্ক কি ?—এই সূত্র, কর্ম্ম ও জ্ঞানক্ষেত্রে, প্রতিপাদন করা সমান দুরূহ, এবং এতন্মধ্যেই মহত্ত্ব ও ইতরতার সমগ্র ব্যবধানপরিণাহ উপলক্ষিত। তদনুযায়ী কার্য্য দুরূহতর, কারণ ত্বদীয় 'কর্ত্তব্য' নিরূপণ করিয়া দিতে, জগতে বিজ্ঞতর ব্যক্তির অভাব নাই ; ইহাঁরা তদ্বিষয়ে আপনাদিগকে তোমাপেক্ষাও ক্ষমবান্ বিবেচনা করেন! এই সংসারজ্ঞ-ব্যক্তিগণের অভিমতবিধানে জীবনযাপন করা কঠিন কর্ম্ম নহে ; এবং নিভৃতে নিজের ইচ্ছানুবর্ত্তনও তদ্রূপ সরল ; কিন্তু জনকোলাহলের মধ্যবর্ত্তী হইয়াও, অম্লান প্রসন্নতার সহিত বিজন-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হওয়াই, প্রকৃত মহীয়ানের লক্ষণ।

গতাসু আচারপদ্ধতির অনুসরণে আপত্তি এই যে, তদ্দ্বারা মনের শক্তি ভূয়ো বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে ; জীবনকাল বৃথা নষ্ট হয়, এবং চরিত্রের নিসর্গরেখা বিলুপ্ত হইয়া যায়! যদি তুমি নিয়তকাল জরা বা কালগ্রস্ত ধর্ম্মসমাজকে রক্ষা করিতেই ব্যগ্র থাক ; অপেতার্থ শাস্ত্রসমাজ প্রবর্ত্তিত রাখিতেই অর্থ বিতরণ কর ; বর্ত্তমান অমাত্যবর্গের পক্ষ সংরক্ষণ বা উৎসাদনজন্য দলভুক্ত হইয়া "ব্যাহার" প্রকাশ কর ; এবং অর্থলোলুপ ভক্ষ্যাজীবের ন্যায় যদৃচ্ছাহূত ব্যক্তিগণের ভোজনসম্বর্দ্ধনাতেই ব্যগ্রচিত্ত থাক ; তাহা হইলে এরূপ বহুবিধ ছদ্মের অভ্যন্তরহইতে তোমার প্রকৃতচরিত্র নিষ্কর্ষণ করা নিশ্চয় আমার পক্ষে কঠিন হইবে। এবং বস্তুতঃ তোমারও জীবনভাণ্ডার হইতে তৎপরিমাণ জীবনীশক্তি অপহৃত হইবে! কিন্তু সদা নিজকর্ম্মেই ব্যাপৃত থাক, তোমাকে চিনিতে পারিব! স্বকীয় নিয়োগ প্রতিপালন কর, চিত্তে বলাধান হইবে! ঐরূপ আচারানুচর্য্যা যে নিতান্ত অন্ধক্রীড়া, সকলেরই বিচার করা কর্ত্তব্য! তাহাতে তোমার সম্প্রদায় জানিলে, আর মতামত জানিতে

হয় না ; তাহা স্বতঃই প্রকাশ হইয়া থাকে। যদি কোন সাম্প্রদায়িক যাজককে উপদেশপ্রসঙ্গচ্ছলে, খ্রীষ্টধর্ম্মান্তর্গত বিবিধ শাখাবিধিমধ্যে বিধিবিশেষের উপযোগিতা প্রস্তাব করিতে শুনি, তাঁহার তর্ক ও সিদ্ধান্তের প্রকৃতিও কি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারি না ? তাঁহার মুখ হইতে যে একটিও অভিনব বা স্বয়ম্প্রেরিত বাক্য উচ্চারিত হইবে না, তাহা কি তন্মুহূর্ত্ত হৃদয়ঙ্গম হয় না ? কারণনিরূপণার্থ বহু বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও, তিনি যে তৎপ্রান্তেও গমন করিবেন না, তর্কের প্রারম্ভেই কি তাহা হৃদ্গত নহে ? এবং তিনি যে প্রস্তুতবিষয়ের পক্ষমাত্র পরিদর্শন করিতেই অঙ্গীকৃত, এবং পক্ষান্তর-সমালোচনার অধিকারী নহেন, ইহাও কি পূর্ব্ববিদিত বিষয় নয় ? বেতনভোগী গ্রামযাজকের অনুজ্ঞাত পক্ষই তিনি সমর্থন করিতে বাধ্য ; স্বাধীনচেতা মানবের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিতে তাঁহার ক্ষমতা কোথায় ? তিনি একজন নিযুক্ত ব্যবহারাজীবমাত্র ; তাঁহার মুখে বিচারকের ভাব কেবল শূন্য আড়ম্বর-সর্ব্বস্ব ! যদি বল যে, অধিকাংশ লোক এইরূপ কোন না কোন বিচিত্রপদ্ধতিবাসে স্ব স্ব চক্ষুঃ রুদ্ধ করিয়া তত্তৎ মতামত ও আচারাবলম্বী হইয়াছে ? কিন্তু এই অন্ধানুবৃত্তিহেতু তাহাদিগকে কতদিকে অনৃতের দাস হইতে হইয়াছে ?—দুই একটি বিষয় বা আচরণে নয়, কিন্তু তাবৎ আচারানুষ্ঠান, আপাদমস্তক, এখন মিথ্যারই দেহভূমিতে পরিণত হইয়াছে ! এমন কি, যাহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদের তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে ! তাহাদিগের "দুই বা চারি" ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দও যথাসংখ্যা নির্দ্দেশ করে না ! সুতরাং তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিলেই মন স্বভাবতঃ উত্যক্ত হয় ; কিন্তু সংশোধন করিবারও কোন সূত্র খুঁজিয়া পাই না ! ইত্যবসরে প্রকৃতিও, তাহাদিগকে যথাযোগ্য কারাচ্ছদে সুসজ্জিত করিতে, ক্ষণকাল অপেক্ষা করে না। কিন্তু অল্পকালমধ্যেই সকলের দেহ ও মুখাকৃতি পরস্পর অনুরূপ হইয়া আসে ; এবং বদনবিভাস অল্পে অল্পে প্রশান্ত রাসভীয় গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়া থাকে ! দৃষ্টান্ত বিশেষেই এই মূঢ়ানুবৃত্তিকে অতিশয় মর্ম্মান্তিক দেখিতে পাই ; এবং সেই গুরু অপরাধের প্রচণ্ড দণ্ড, বিস্তীর্ণ ইতিহাসপৃষ্ঠেও নয়নগোচর করি ;—আমি বলি, লোকের সেই "স্তুতিকরমূঢ়মুখবিকার," তাহাদিগের সেই 'অলীকহাস্যচেষ্টা," যদ্দারা, কোন সহবাস বা আলাপে সুখবোধ না করিয়াও

কেবল লোকানুরোধে হর্ষপ্রকাশ করিতে, তাহারা বৃথা উদ্যম করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ মুখবিকার কি হাস্য নামের যোগ্য? তাহাতে বদন-মণ্ডল কি স্বতঃ বিকশিত হয়? না তদীয় পেশীমণ্ডলী ক্ষণমাত্র অতি বিধর্ষী-জঘন্যস্পৃহার আকর্ষণে সঙ্কুচিত হইয়া, পুনরায় অতিগ্লপিতের ন্যায় মুখের চতুঃপার্শ্বে দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়!

আনুগত্যের অভাবে তুমি জগতের বিরাগভাজন হইবে, এবং তোমাকে নানাদিকে উপদ্রুত হইতে হইবে। সুতরাং রুষ্ট মুখের মূল্যনির্ণয় করিতে শিক্ষা করা, তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। রাজপথে, বা কোন বন্ধুর আলয়ে, পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ তোমার দিকে নানা কুটিলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে! কিন্তু এরূপ দৃষ্টির আকর কোথায়? যদি ত্বৎসদৃশ ঘৃণা ও প্রতিরোধস্পৃহা হইতেই তাহা উৎপন্ন, তবে অবশ্য ক্ষোভের বিষয়, এবং তোমার বদনও বিরস হইতে পারে। কিন্তু বর্ব্বর জনসঙ্ঘের রোষ বা তোষের কারণ সর্ব্বদা এরূপ গভীরমূল নহে। প্রত্যুত সমীরণচঞ্চল জনানুমতি বা সংস্কারদাতা-পত্রিকা-সম্পাদকের অনুজ্ঞানুসারে রুষ্টতুষ্টভাব সদ্যঃ পরিহিত ও অপনীত হইয়া থাকে। অথচ সুবিজ্ঞ বিদ্বৎসম্প্রদায়ের রোষাপেক্ষা জনসমূহের অসন্তোষ অধিকতর ভয়াবহ। শিষ্ট সমাজের বিরাগ বহন করা দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ কঠিন নয়। কারণ উহাদিগের ক্রোধও কখন বিবেক বা ব্যবহারমর্য্যাদা অতিক্রম করে না; এবং স্বয়ং নানাদিকে আহন্যমান বিবেচনায়, অন্যের উপর রোষপ্রকাশ করিতেও স্বভাবতঃ ভীত হয়। কিন্তু যখন শিষ্টজনের এই ভীরু কোপানলে, ইতর লোকের রোষোচ্ছ্বাস আসিয়া সম্মিলিত হয়; যখন মূর্খ ও দরিদ্রজনের ক্রোধবহ্নি উদ্দীপিত হয়; এবং সমাজ-তলস্থ অজ্ঞানান্ধ পশুপ্রকৃতি উত্তেজিত হইয়া ভীষণগম্ভীরনাদ করিতে থাকে; তখন কেবল মহীয়ান্ ঔদার্য্য ও ধর্ম্মপ্রাণতাই, দেবতার ন্যায়, উহার প্রতি অব্যাকুল-দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, এবং উহাকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারে!

আত্ম-প্রতীতি শিথিলীকরণার্থ ত্রাসান্তরও বিদ্যমান আছে—তাহাকে "সামঞ্জস্য" বা পূর্ব্বাপর আচরণের অন্বয়রক্ষণরতি বলে। এই প্রবৃত্তি-হেতু, লোকে স্ব স্ব গতকর্ম্ম ও কথিত বাক্যের প্রতি প্রগাঢ়-শ্রদ্ধা প্রদর্শন

করিয়া থাকে। কারণ সম্পাদিত কর্ম্মব্যতিরেকে, অস্মদীয় সঞ্চার-গণনানুকূল অন্য কোন স্বীকার্য্য বিষয় দ্বিতীয়জনের দৃষ্টিগোচর হয় না। এবং আমরাও অন্যজনের এতাদৃশ মনোরথ বিতথ করিতে অভিলাষী নহি।

কিন্তু তজ্জন্য শিরোদেশ সদা এরূপ দৃঢ় স্কন্ধারূঢ় রাখিবার প্রয়োজন কি? কোন প্রকাশ্যস্থলে কখন কি বলিয়াছিলে, তাহার প্রতিষেধভয়ে এই স্মৃতি-দেহ বহন করিতেছ কেন? মনে কর, বাক্যপরম্পরের সত্য সত্য বিরোধ ঘটিল, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কারণ নিতান্ত স্মরণাধীন বিষয়েও, কেবল স্মরণশক্তিরই উপর নির্ভর করা, বিবেকসম্মত বোধ হয় না; অপিতু অতীতকে সহস্রাক্ষ বর্ত্তমানের বিচারাধীন করিয়া নিত্য নূতন আসঙ্গ মধ্যে বাস করাই, যেন যুক্তিসম্মত বোধ হয়। এমন কি, যদি ত্বৎপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র-মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া থাক, তথাপি ভক্তির বেগ উচ্ছ-লিত হইলেই, তাহাতে হৃদয়প্রাণ ভাসাইয়া দিও; এবং তজ্জন্য গুণাতীত চৈতন্যস্বরূপকে আকার-বর্ণাদি গুণসম্পন্ন করিতে হইলেও, অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না! অলীক সূত্র পরিত্যাগ কর; এবং জোসেফের ন্যায় সেই বারাঙ্গনা-হস্তে অঙ্গচ্ছদ পরিত্যক্ত করিয়া তাহার মোহন সন্নিধান হইতে পলায়ন কর!

মূঢ় সামঞ্জস্য, কেবল হীনচেতসের আতঙ্কস্বরূপ; ক্ষীণহৃদয় রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, এবং যজনোপজীবী পুরুষগণ কর্ত্তৃকই সমাদৃত। উদারচেতা মনীষি-গণের সঙ্গে তাহার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নাই। প্রাচীরপৃষ্ঠে স্বকীয়ছায়া দর্শনেও, তাঁহারা তদ্রূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। অদ্য যাহা চিন্তা কর, অদ্য তাহাই ঘাতপিষ্ট সান্দ্রীকৃত বাক্যে প্রকাশ কর; এবং পরদিন যাহা আনয়ন করিবে, পরদিন তাহাও সেইরূপ ঘনীভূতবাক্যে ব্যক্ত করিও; এবং উভয়-দিনকথিত বাক্যসমূহ সম্পূর্ণ অন্যোন্য প্রতিরোধী হইলেও, কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইও না।—"ওহে এরূপ আচরণে, লোক নিশ্চয়ই অযথার্থ পরিগ্রহ করিবে! অযথা পরিজ্ঞাত হওয়া, তবে এমনি দুর্ভাগ্য? পিথেগোরাস সর্ব্বত্রই বিপ্রচিত্ত হইয়াছিলেন! সক্রেটিস, যিশা, লুথার, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতি যে কোন বিশুদ্ধজ্ঞানোজ্জ্বলপুরুষ দেহপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারও সেইরূপ অযথা পরিচয় লাভ করিয়া গিয়াছেন! বিপ্রতীত হওয়াই মহানু-ভাবের লক্ষণ!

আমার অনুমান, কোন ব্যক্তিই স্বীয় স্বভাবোল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে পারে না। তদীয় জীবনবিধি অত্যুদ্ধত চিত্তবৃত্তিকেও সন্নমিত করিতে শক্য হইয়া থাকে; যেমন পৃথিবীর বিশালপৃষ্ঠে আন্দিস্‌ হিমালয়াদি ভূধরবন্ধুরতাও স্বভাবতঃ অবসাদিত দৃষ্ট হয়। স্বৎপ্রযুক্ত পরিমাণ ও পরীক্ষাপদ্ধতি হইতেও তাহার কোন ব্যত্যয় জন্মে না। কারণ মনুষ্যচরিত্র স্বভাবতঃ গোত্রাঙ্কবদ্ধপয়ার বা চিত্রপদী ছন্দের ন্যায়, সম্মুখ পশ্চাৎ যদৃচ্ছাভাগ হইতে পাঠ কর, অনন্য বস্তুই বাচিত হইবে! ঈশ্বর কৃপায়, এই মনোহর তপোবনমধ্যে বাস করিয়া, প্রত্যহ যাহা চিন্তা করি, তাহাই যদি অবিকৃত-ভাবে এবং পূর্ব্বাপর শোচনাশূন্য বিমলচিত্তে নিত্য নিত্য লিপিবদ্ধ করিয়া যাই, আমার স্থিরবিশ্বাস তাহাও, অদৃষ্ট এবং অনভিপ্রেতরূপে, নিতান্ত সুষ্ঠু এবং সমগ্র অভিন্নপর্য্যায়-সন্নদ্ধ দৃষ্ট হইবে। এই পুস্তক সর্জ্জঘ্রাণে সুরভিত এবং ভ্রমরাদির মধুরগুঞ্জনে সদা অনুগুঞ্জিতই অনুভব করিব! এবং বাতায়নপ্রান্তে কুলায়নির্ম্মাণপর ঐ ক্ষুদ্র চটক-মুখস্থ তৃণগুচ্ছটিও এতচ্চিন্তাপটে পরিবাপিত দর্শন করিব! আমরা স্ব স্ব সত্ত্বানুসারেই সকলের নিকট পরিগৃহীত হইয়া থাকি। কারণ চরিত্রের উপদেশ অভিলাষেরও অতিযায়ী,—সহস্রধা-সংবর্দ্ধিত হইবার অভিলাষ করিলেও চরিত্র লুক্কায়িত থাকে না! কিন্তু লোকের ধারণা, যে কেবল কৃতকর্ম্মদ্বারাই তাহারা স্বকীয় দোষগুণ অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহা যে প্রতি নিঃশ্বাসেই প্রশ্বসিত হইতেছে, তাহাদিগের একবারও জ্ঞান হয় না;

আচরণ বহুধা প্রকার-ভিন্ন হইলেও, যদি স্ব স্ব কালে সম্পূর্ণ বিশদ এবং স্বভাবজ হয়, তবে পরস্পর সদৃশ হইবেই হইবে, সন্দেহ কি? কারণ অনন্য-চিত্তের ক্রিয়াকলাপ যতই বিকীর্ণ এবং বিসদৃশ দৃষ্ট হউক না কেন, কথনই অন্বয়বর্জ্জিত হইতে পারে না। কিঞ্চিৎ দুর হইতে দর্শন করিলে, কথঞ্চিৎ সমুন্নত চিন্তাধিরূঢ় হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলে, যাবৎ প্রকারভেদ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন অনন্য বন্ধনীতেই সমগ্র সংযত, এবং, অনন্য প্রবণতাবশেই সমূহ প্রধাবিত দৃষ্ট হয়। অতি সুষ্ঠু নির্ম্মাণ, সুসজ্জিত অর্ণবযানও কখন ঋজুভাবে গমন করিতে সমর্থ নয়; এদিক ওদিক সহস্রবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে করিতে বক্রগতিতেই চলিয়া থাকে; কিন্তু সম্যক

ঘুরে গিয়া উহার গতি অবলোকন কর, দেখিবে বক্রপন্থা ক্রমশঃ সরলীভূত হইয়া আভিমুখ্যমার্গ—ঋজুতাই অবলম্বন করিতেছে। সরলচিত্তে তদ্ভাবাপন্ন হইয়া, যখন যে কার্য্য করিবে, সেই ক্রিয়াতেই ক্রিয়ার ব্যাখ্যানও নিষ্পন্ন হইবে; এবং স্বদীয় অন্যান্য অকৃত্রিম চেষ্টাকেও কারণসংযুক্ত করিবে। আনুগত্যহেতু অর্থাৎ লোকানুরোধে কোন কর্ম্ম করিলে, তোমার অর্থপ্রকাশ হইবে না। স্বয়ং কর্ম্মকর, এবং তোমার আনুপূর্ব্বিক যাবতীয় স্বাধীনচেষ্টাও স্বতঃ উপপন্ন হইবে! মাহাত্ম্য কেবল ভবিষ্যতের নিকট বিচার প্রার্থনা করে! অদ্য যদি বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান, বা লোকপ্রশংসা তুচ্ছ, করিতে সম্যক্ বলীয়ান্ অনুভব করি, নিশ্চয় জানিও, পূর্ব্বে প্রচুর সদানুষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়াই সম্প্রতি এই বলাধান হইল। পরে যাহাই হউক, এই মুহূর্ত্ত যাহা বিহিত বলিয়া জান, তাহাই যথাবিধান সম্পাদন কর। বাহ্যিক ভ্রমরক্ষা করিতে ব্যগ্র হইও না, বরং তৎপ্রতি ঘৃণাপ্রকাশ কর, এবং তুমি নিয়তই লোকভ্রমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে সাহসী হইবে। কারণ আচরিতের প্রভাব স্বভাবতঃ সঞ্চীয়মান। সদাচরিত গতাহগণ, নিঃশব্দে এই গচ্ছদ্দিবসদেহেই, স্ব স্ব নীরোগিতা অনুপ্রেষিত করিয়া থাকে! আবার নীতিরঙ্গ বা রণভূমি প্রকটিত মহাবীরগণের আপূর্য্যমাণ শৌর্য্যগৌরবের আকর কোথায়? তাহাও ঐ পশ্চাদ্গত গরীয়ান্ দিবসাবলি এবং বিশাল-ক্রিয়াজনিত জাগর্ত্তিগর্ভেই সন্নিহিত! তাহারা যেন স্ব স্ব গৌরব একত্র সমাবর্জ্জিত করিয়া ঐ অগ্রেসর বীরবরের শিরোপরি কিরণবর্ষণ করে! এবং তিনিও যেন দৃশ্যমান দিব্য পার্শ্বরক্ষকগণে পরিবৃত হইয়া সম্মুখে আগমন করিতে থাকেন! এই সমুপচিত আত্মজ্ঞানই চ্যাথামের কণ্ঠে গম্ভীরবজ্রনির্ঘোষ সন্নিবদ্ধ করিয়াছিল; অবাসিংটনের ব্যবহারক্রমে অসীম গতিগাম্ভীর্য্য ব্যারোপিত করিয়াছিল; এবং আদামসের নয়নপথে বিশাল আমেরিকাখণ্ডকে সদা আলম্বিত রাখিয়াছিল! আমরা স্ব স্ব মর্য্যাদাজনিত গৌরবের প্রতি বৃদ্ধানুরাগ প্রদর্শন করি; কারণ এরূপ গৌরব কোন অহমহীয়ান্ সামগ্রী নহে! ইহা অতি প্রাচীন ঐশ্বর্য্য! আমরা অদ্য ইহার উপাসনা করি, কারণ স্বমর্য্যাদা সদ্যঃজাত বা দৈনিক বিষয় নহে! তৎপ্রতি অনুরাগ প্রকাশ করি, তাহাকে অভিবাদন করি, কেননা আমাদিগের অনুরাগ বা অভিবাদন সমাহ্বানার্থ স্বকৃতগৌরব কোন

অহিতকৌশল নহে! কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মলীন এবং স্বয়ম্ভব; এবং তৎস্পৃহা অতি নবীন যুবকের হৃদয়াসীনা হইলেও, নির্ম্মলপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন কুল-লক্ষণেই সদা সমাকীর্ণা!

. ভরসা করি, এখন আনুগত্য ও সামঞ্জস্যের কথা সমাপ্ত হইল; আজ কাল আর লোকমুখে উহাদিগের নাম শ্রবণ করিতে হইবে না। সংবাদপত্রে ঐ নামদ্বয় বিজ্ঞাপিত করিয়া দাও, এবং অদ্যাবধি উহারা সকলের নিকট অবজ্ঞাত ও উপহাসাস্পদ হউক! সায়ংকালিক আহারঘণ্টার বিরতি হউক; এবং তৎপরিবর্ত্তে তীব্র স্পার্টান বংশী নিনাদিত কর! পদে পদে ভূয়ো অলীক নমস্করণ, অনুনয়ন এবং দীনবাচনাদির দীর্ঘ পর্য্যবসান হউক; যেন আর আমাদিগকে তদাচরণ না করিতে হয়! কোন সুগরিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অদ্য আমার বাটীতে আহার করিতে আসিবেন; কিন্তু তজ্জন্য আমি তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে পারিব না; বরং ইচ্ছা করি, তিনিই আমার প্রীতিসাধন করুন! আমি এই গৃহমধ্যে সমুদয় মানবজাতির প্রতিনিধি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিব; এবং আমার ব্যবহার সম্যক্ শিষ্ট ও বিনীত হইলেও, কখন সত্যচ্যুত হইবে না! এস, অধুনা-প্রচলিত ঐ মসৃণমাধ্যস্থ্য এবং পঙ্কিল তুষ্টিপ্রকাশের ভূরি অবমাননা ও তিরস্কার করি; এবং ইতিহাস-সংগ্রহের সমুখফলস্বরূপ নিম্নকথিতবাক্য, দেশাচার বাণিজ্য ও রাজকার্য্যাদি শৃঙ্খলিত ব্যবসায়ের মুখোপরি সশক্তি নিক্ষেপ করি;—যে এই জগত মধ্যে একজন মহান্ সর্ব্বভা-রাক্রান্ত চিন্ময়কর্ত্তা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া, মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে সহকারির ন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন; যে সত্যনিষ্ঠ স্বভাবাস্থিত পুরুষ, কোন কালবিশেষ বা স্থানবিশেষর প্রসূত নহেন; প্রত্যুত তিনি যাবৎ সংসারের কেন্দ্রবর্ত্তী; যেখানে তিনি বর্ত্তমান, সেই থানেই সৃষ্টি স্থিতিশীলা; এবং তিনিই, তোমার আমার ও মানবজাতির এবং অনন্তঘটনাপ্রবাহেরও একমাত্র মানদণ্ড! কিন্তু সচরাচর মানুষকে দেখিলে, বিষয়ান্তর বা পুরুষান্তরের প্রতিই চিত্ত প্রধাবিত হয়! অথচ চরিত্র বা মানবীয় গুণগ্রহ,—প্রকৃত পুরুষ,—কখন বিষয়ান্তরের ভাব সমাহৃত করে না; স্বয়ং সমস্ত জগতকে আপূরিত করিয়া অধিষ্ঠান করিতে থাকে! মানবের আয়তন এইরূপ বিশাল হওয়াই উচিত, যেন যাবৎ বিষয়বেষ্টন স্বভাবতঃ গণনার অন্তরালে চলিয়া যায়। যিনি

এইরূপ প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন, তিনি নিজেই দেশ ও কাল ও হেতুসঙ্গতির আধারভূমি হইয়া থাকেন! তাঁহার কল্পনা সম্পাদনার্থ অখিল বিশ্ববিস্তার, অনন্ত কাল, ও গণনাতীত সংখ্যাপাতের প্রয়োজন হয়;—এবং উত্তরবংশীয়গণ, সুদূরপশ্চাতে, অনুচর অর্থিবর্গের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে! সিজার নামধেয় এইরূপ একজন পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং কত শতাব্দি ব্যাপিয়া রোমসাম্রাজ্যের প্রাদুর্ভাব দর্শন করিলাম! সেইরূপ খ্রীষ্ট জন্মিলেন, এবং তাহার বিপুল মনস্বিতার দৃঢ়াশ্রয় লাভ করিয়া কোটি কোটি মনুষ্যাত্মা এতাবৎ এরূপ প্রসভপরিবর্দ্ধন প্রাপ্ত হইতেছে যে তদ্দর্শনে, তাঁহার "অস্তি" পর্য্যন্তও মানবীয় গুণোৎকর্ষ্য এবং ভবিতব্যতাভ্রমে নিমজ্জিতপ্রায় হইয়াছে! বস্তুতঃ সমাজ বা সম্প্রদায় এইরূপ কোন জনৈক পুরুষেরই সুদীর্ঘচ্ছায়া; এবং তাহার উদাহরণও জগতমধ্যে অতীব অবিরল; যেমন বিজনতাপসসম্প্রদায় সন্ন্যাসী আন্তোনির ছায়া; সংস্কার লুথারেরই প্রতিভাস; বন্ধুসঙ্গত ফক্স নামক জনৈক ব্যক্তির প্রতিবিম্ব; নৈষ্ঠিকশাখা অবেলেস্লির প্রতিচ্ছায়া; এবং বিমোচন ক্লার্কসনেরই ছায়ারূপ! এই নিমিত্ত মিল্টন, সিপিওকে "রোমরাজ্যের শিখর" বলিয়া, বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; এবং এইরূপ, অনায়াসেই, ইতিহাসপুঞ্জও কতিপয় বলিষ্ঠ সাহগ্রাচেতার জীবনচরিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে!

অতএব মনুষ্য স্বকীয় মর্য্যাদা অবধারণ করুক, এবং অপর যাবতীয় বস্তুকে স্বীয় পদতলস্থ করিয়া রাখুক! যে জগত তদীয় হিতার্থই বর্ত্তমান, তন্মধ্যে অনাথভিক্ষুক বা অনধিকারপ্রবিষ্টের বেশে ইতস্ততঃ গুপ্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বিচরণ কেন? কিন্তু রাজপথের জনশ্রেণী, উচ্চগৃহচূড়া এবং মর্ম্মরখোদিত দিব্যপ্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতেও, কেমন অভিভূত হইয়া পড়ে; এবং স্ব স্ব প্রকৃতিমধ্যে তদুপযোগী কোন বিশিষ্ট গুণের সন্দর্শনলাভে অশক্ত হইয়া, তত্তৎবস্তুপ্রতি অতি করুণভাবেই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে! তাহাদিগের নয়নে, রাজপ্রাসাদ, প্রতিমূর্ত্তি, এবং মূল্যবান্ পুস্তকও যেন, ধনাঢ্যের সমুজ্জ্বলপরিচ্ছদপরিহিত অনুচরবর্গের ন্যায়, সহজবিদ্বেষী নিষিদ্ধদর্শন বস্তুরূপেই প্রতিত হয়; এবং যেন তাহাদিগকে পদে পদে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, "মহাশয়গণ আপনারা কে!" কিন্তু এই অভিভাবী বস্তুগণেও, সেই দীনহৃদয়-

দিগের সম্পূর্ণ অধিকার ;তাঁহারা তাহাদেরই দৃষ্টিলাভার্থ নিয়ত সমুৎসুক ; এবং তাহাদিগের বৃত্তিনিচয়কে একবার বহির্গত হইয়া স্বাধিকার গ্রহণার্থ অশেষ অনুনয় করিতেই সদা নিযুক্ত ! পুরোবর্ত্তী ঐ চিত্রখানি আমারই আদেশপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ! আমাকে আদেশ করে, উহার শক্তি কি ! প্রত্যুত উহারই যশোভাগ একান্ত আমারই মীমাংসাধীন ! পানবিমূঢ় মদ্যপায়ির যে গল্প শুনিতে পাওয়া যায়,—যাহাকে সুরাপানে হতচেতন এবং রাজপথে পতিত দেখিয়া, বহনপূর্ব্বক ডিয়ুকের প্রাসাদে আনয়ন করে ; , প্রক্ষালিত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া ডিয়ুকের শয্যায় শয়ন করায় ; এবং পরদিন নিদ্রোত্থিত হইলে ডিয়ুকের ন্যায় বিনীতাভিবাদনাদিতে সম্ভাবিত করে ইত্যাদি ;—তাহা নিরতিশয়রূপে মানবের বর্ত্তমানাবস্থাকেই অন্যোক্তিবদ্ধ করিয়াছে ; এবং এইহেতু তাহার জনপ্রিয়তা ও সমাদৃতি সর্ব্বত্র এরূপ প্রগাঢ় ! সংসারমধ্যে মানবগণ, বস্তুতঃ, হতচেতন মদ্যপায়ির ব্যবহারই করিয়া থাকে ; কেবল যখন মধ্যে মধ্যে দুই একবার প্রবুদ্ধ হইয়া বিবেকের অনুশীলন করে, তখন আপনাকেও যথার্থ রাজেন্দ্র অবলোকন করিয়া থাকে !

আমরা পাঠ করিবার সময়, ভিক্ষুক ও চাটুকারের ব্যবহার করি ! ইতিহাসপাঠে, কল্পনাকর্ত্তৃক পদে পদে বিপ্রলব্ধ হই ! এইহেতু, রাজ্য ও সাম্রাজ্য, প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি শব্দ যে, ক্ষুদ্রকুটীরবাসী শ্রমজীবিদিগের জন, এড্বার্ড প্রভৃতি নিরলঙ্কৃতনামাপেক্ষা কেবল চাক্‌চিক্যতর অভিধানসর্ব্বস্ব, বুঝিতে পারি না ; কিন্তু বস্তুতঃ, জীবনানুকূল বিষয়সমষ্টি উভয়ত্রই সমান ; এবং উভয়ের যোগফলও অনন্যসংখ্যক। অতএব আলফ্রেড্, গাস্তাভাসাদি নামশ্রবণে এরূপ সম্ভ্রমবিজড় হও কেন ? তাঁহারা নিজে গুণবান্ ছিলেন সত্য ; কিন্তু তদ্দ্বারা কি গুণরাশি পর্য্যবসিত, বা গুণাব্ধির চরমসীমা প্রাপ্ত, হইয়াছিল ? তাঁহাদিগের প্রখ্যাত সার্ব্বজনীন ক্রিয়াসমূহের ন্যায়, অদ্য তোমার এই নিভৃত পারিবারিক কর্ম্মমধ্যেও অনুরূপ সুগুরু সংকল্পসমূহ সুবিহিত হইতেছে। এবং অপ্রসিদ্ধ গৃহস্থলোক, লৌকিকের ক্ষুণ্ণপথ পরিত্যাগ করতঃ স্ব স্ব অভিনববুদ্ধির অনুবর্ত্তী হইয়া, কর্ম্ম করিতে শিখিলেই রাজকীয় ক্রিয়া-গৌরবও তাহাদিগের সামান্য অনুষ্ঠানোপরি পরিক্ষিপ্ত হইবে।

মর্য্যাদামার্গে নৃপতিগণই এই ভূমণ্ডলের উপদেষ্টা, এবং তাঁহারাই সকলের চক্ষুঃকে এরূপ চৌম্বকগুণশ্লিষ্ট অর্থাৎ মর্য্যাদাদির সহজগ্রাহী করিয়াছেন। মানবগৌরবের ঐ নৃপতিরূপ বিপুল-নিদর্শনের সন্নিধানেই, মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা শিক্ষা করিয়াছে। কারণ, জনসমাজ সর্ব্বদেশেই, নরপতি ও বহুমান্যভূস্বামী এবং বিশিষ্ট জনগণের প্রতি, স্বভাবতঃ অতি প্রহর্ষ প্রসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে; অতি প্রগাঢ়ানুরাগের সহিত তাঁহাদিগের যদৃচ্ছাবিধানে অনুমোদন করে; তাঁহাদিগকে অবাধে স্বাভিমত মান নিরূপণ ও সর্ব্বসম্মতগণনার তিরস্করণাদি কর্ম্ম করিতে দেয়; এবং তাঁহাদিগের কৃতোপকারের পরিশোধে শ্লাঘ্যসম্মাননা প্রদান করে এবং তাঁহাদিগকেই সমাজবিধির প্রতিনিবিম্বরূপ গণ্য করিয়া লয়। কিন্তু ফলতঃ, এই প্রহর্ষ অর্ঘ্যানুরাগ প্রকাশরূপ চিত্রভাষণ দ্বারা, তাহারা মানবীয় স্বভাবমর্য্যাদা ও শ্লাঘনীয়তাবিষয়ক চিরজাগরূক সংস্কারকেই কেবল অনতিব্যক্ত করিয়া থাকে!

সম্পূর্ণ অকৃতপূর্ব্ব অভিনব কর্ম্মসমূহ যে কি আকর্ষণ বিস্তার করিয়া থাকে, আত্মপ্রতীতির প্রয়োজনানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই, তাহা সম্যগ্ ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। কারণ, জগতমধ্যে যথার্থ বিশ্বাসভাজন কে? কোন্ প্রাচীনাহম্ উপরেই নির্ভর আশাশায়িত হইবার সম্ভাবনা? বিজ্ঞান-পরিভাবী, ব্যতিক্রান্তিবিহীন, গণেয়রাশিবিবর্জ্জিত সেই নক্ষত্রের প্রকৃতি এবং প্রভা কিরূপ, যাহার সমুজ্জল রশ্মি, বিন্দুপরিমাণ স্বৌজস্বিতাধার, অতিহীনপঙ্কিল, কর্ম্মমধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাকে গৌরবপ্রভায় ভাস্বর করিয়া থাকে? ইত্যাদি গবেষণাদ্বারা আমরা অচিরেই তন্নির্ঝরপ্রদেশে সমানীত হইয়া থাকি, যেখানে উপনীত হইলে, বুদ্ধি ধর্ম্ম ও জীবন প্রভৃতির জীবননির্য্যাসকে, অনন্য উৎসমুখ হইতেই যুগপৎ উৎপন্ন এবং প্রসৃত হইতে দেখিতে পাই; এবং যাহার অজস্র নির্ঝরধারাকে আমরা স্বয়ঙ্কৃতজ্ঞাননামেই অভিহিত করিয়া থাকি। প্রাগ্বোধশব্দে আমরা এই আদ্যজ্ঞানেরই সূচনা করি; এবং তাহার তুলনায় অন্যান্য উপায়লব্ধ বিষয়জ্ঞানকে, শিক্ষা বলিয়া থাকি! এই গম্ভীর তেজোময় খনিগর্ভে; জ্ঞানদৃষ্টির পর্য্যন্তবর্ত্তী এই চরমবিষয়ের অভ্যন্তরে; বিচারের বিশ্লেষণী গতি যাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইতে কখন সমর্থা নয়, তাহারি গূঢ় জরায়ুমধ্যে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি! কারণ, সুস্থির প্রশান্ত মুহূর্ত্তে,

মনোমধ্যে যে "জীবাস্মি" জ্ঞান, না জানি কি প্রকারে, পুনঃ পুনঃ সমুদিত হইয়া থাকে, তাহা দেশ, কাল, আলোক, মনুষ্যাদি সম্মুখবর্ত্তী বস্তুজ্ঞান হইতে কোনরূপে বিভিন্ন নহে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবেই অভিন্নপ্রকৃতি; এবং সমুদায় সংসার যে আকর হইতে সৃষ্টিস্থিতি লাভ করিতেছে, তাহাও দৃষ্টতঃ তথাহইতেই উৎপত্তি লাভ করিতেছে। আমরা সর্ব্বোদা বিশ্ব-প্রাণের সংস্পর্শেই জীবন লাভ করি; কিন্তু কালক্রমে অন্যান্য সৃষ্টবস্তুর সামসম্ভবিকতা বিস্মৃত হইয়া, আত্মা ব্যতিরেকে অপর সমুদয় পদার্থকেই, কেবল আবির্ভাবের ন্যায় দর্শন করিয়া থাকি। এবং এই সহজ প্রবৃত্তি মূলেই, আমাদিগের যাবতীয় চিন্তা ও ক্রিয়ার উৎস সন্নিহিত। এইস্থলেই জ্ঞানশ্বাস নির্ব্বহণানুকূল বায়ুনালের সন্নিধান; যদীয় বহমান শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারাই মনুষ্যমনে প্রজ্ঞানের সমুদয়! এবং যাহার বিদ্যমানতা ভ্রমেও অস্বীকার করিলে, নাস্তিকতাদি ঘোরনিরয়পঙ্কে সদ্যঃ নিমগ্ন হইতে হয়! এই ইয়ত্তাহীন বিশ্বপ্রিভার ক্রোড়দেশেই আমরা সর্ব্বদা শয়ান; তদীয় জ্ঞানালোক আমাদিগের উপরেই আপাতিত! এবং আমরা তাহারি অবিরাম চেষ্টার সাধনমাত্র! যখন ন্যায়ান্যায় অবধারণ করিতে পারি; যখন সত্যা সত্য নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হই; তখন স্বীয় ইচ্ছায়ত্ত কোন কর্ম্মই সম্পাদিত করি না; কেবল স্বচ্ছকাচখণ্ডের ন্যায় ঐ জ্ঞানালোকের অবাধ মার্গ প্রদান করিয়া থাকি! যদি তাহার আগমন জিজ্ঞাসু হই; যদি তৎ প্রভব-বিবস্থানের অন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে অভিলিপ্সু হই; কোন দর্শন শাস্ত্রই তাহার সম্যগ্ বার্ত্তা বিদিত, বা সেই অভিলাষ পূর্ণ, করিতে সমর্থ হইবে না! কেবল তাহার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিমাত্রই আমরা উদাহৃত করিতে সমর্থ! মনুষ্যমাত্রই মনের স্বেচ্ছক্রিয়া ও স্বয়ম্প্রেষণার সুদূর অন্তর অবগমন করিতে পারে, এবং অযত্নসিদ্ধ ভাবোদয়ের প্রতি অবিতর্কিত বিশ্বাসস্থাপন করাও সুবিহিত, বিদিত আছে। তাহারা এই পরিজ্ঞাত বিষয় সম্যক্ পরিশুদ্ধভাবে বাক্যে প্রকাশ করিতে না পারিলেও, তদববোধের বাস্তবিকতা-বিষয়ে কখন সন্দিহান হয় না; অথবা রাত্রিন্দিবের ন্যায় সদা জাজ্বল্যমান সেই স্বভাবজ্ঞানের প্রতিবাদ করাও সম্ভাবিত বিবেচনা করে না। কারণ ইচ্ছা করিয়া যাহা চিন্তা করি, বা ইচ্ছাদ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাদিগের প্রকৃতি অতি চঞ্চল এবং ভ্রাম্যমাণ; কিন্তু স্বভাবতঃ ভাসমানকল্পনা

অতি তুচ্ছ হইলেও; স্বাভাবিক হৃদোচ্ছ্বাস, অতি লঘুতম হইলেও; আমার কৌতূহল এবং শ্রদ্ধাবেগ স্বতঃ আকর্ষণ করিয়া থাকে। অবিবেকী লোক, পরিজ্ঞানলব্ধ এবং যাদৃচ্ছাবিশ্বাস সমানীত বিষয়দ্বয়ের অন্তর বুঝিতে না পারিয়া, উভয়কেই সমান অবিলম্বিতভাবে প্রত্যাখ্যাত করে; অপিচ অনেকস্থলে বোধাধীন বিষয়কে অস্বীকার করিতেই, অধিকতর তৎপর দৃষ্ট হয়; এবং তাহাকে নিতান্ত ছন্দমূলক বিবেচনা করিয়া সদ্যঃ পরিহার করিয়া থাকে। কিন্তু প্রবোধ বা স্বয়ঙ্করজ্ঞান ছন্দবৎ যদৃচ্ছাচারী নহে; প্রত্যুত অদৃষ্টচর এবং অবশ্যম্ভাবী। আমি অদ্য যদি তাহার কোন রেখা অবধারিত করিতে পারি, তাহা আমার উত্তরবংশীয়গণও জ্ঞানগোচর করিতে পারিবে, এবং আমার পূর্ব্বে কোনজনের বিদিত বিষয় না হইলেও, কালক্রমে তাহা সমুদায় মানবজাতির বোধমার্গেই আনীত হইবে। কারণ, আমার অদ্যকার পরিজ্ঞান, চন্দ্র সূর্য্যেরন্যায় চির প্রকাশিত এবং বর্ত্তমান।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ এরূপ সুবিমল, যে তন্মধ্যে সহায় ব্যবধান করিতে চেষ্টা করাও, মহা অধর্ম্মের কারণ! তিনি যখন বাগুচ্চারণ করেন, তখন কখনই অনন্য বিষয় জ্ঞাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না; স্বভাবতঃ অখিলবিশ্বতত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন। তাঁহার গম্ভীরস্বরে ব্রহ্মাণ্ড আপূরিত হইয়া যায়; কিরণ ও সৃষ্টি, কাল ও চৈতন্য, এই ধ্যেয় বর্ত্তমানের গভীর কেন্দ্র হইতে পরিতো বিক্ষিপ্ত ও বিকীর্ণ হইতে থাকে; এবং নিখিল বিশ্ব, অভিনব প্রারম্ভ এবং অভ্যুদয় প্রপাদিত হয়! যখন হৃদয় সরল ও সুনির্ম্মল হইয়া ঐশিক জ্ঞানপ্রবাহ ধারণ করিতে থাকে, তখন পুরাতন সৃষ্টি নিঃশেষে তিরোহিত হইয়া যায়;—সাধন-সম্বল, শিক্ষা-শিক্ষক সূত্রনীতি, দেবদেবালয়াদি সমস্ত বস্তুই ভূমিসাৎ হয়; এবং বর্ত্তমান, আরও জাজ্জ্বল্যমান হইয়া, ভূত ও ভবিষ্যৎ উভয়কেই যুগপৎ বিশোষিত এবং উদরস্থ করে! তদীয় সম্বন্ধলাভে সমুদায় বিশুদ্ধ এবং পবিত্র হইয়া আসে;—এবং বিষয়বিষয়ান্তরেও কোন শুদ্ধিভেদ দৃষ্ট হয় না! নিখিলবস্তু সেই কারণ প্রভাবে কেন্দ্র পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়, এবং বিশ্বকৃতের বিশ্বচাতুর্য্যমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৃষ্টিচাতুরী মিলাইয়া কোথায় অদৃশ্য হইতে থাকে! অতএব, যদি কোন ব্যক্তি, আপনাকে ঈশ্বরদর্শী জ্ঞান করিয়া, তোমাকে ঐশ্বরিকশিক্ষা

প্রদান করিতে আসে, এবং তদ্ব্যপদেশে, দূরাতীতকালগত কোন জরাপচিত বিদেশীয়ভাষায় বাক্যবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রত্যয় করিও না.। বীজ কখন, স্বীয় সম্পন্নকলেবর প্রৌঢ়বৃক্ষ অপেক্ষা রুচিরতর হইতে পারে ? পিতার পরিপক্কতা পুত্ররূপেই পরিষ্ঠ্যূত ; সুতরাং সম্ভবাত্মা, স্বকীয় পরিণতীভূত আত্মসম্ভবাপেক্ষা কি কখন উৎকৃষ্ট হইতে সমর্থ ? যদি না হয়, তবে এই অতীতারাধনার প্রাদুর্ভাব কেন ? গচ্ছংশ্ছতাব্দি-পরম্পরা যে, আত্মার প্রভাব ও স্বাস্থ্যনাশার্থই সদা যুক্ত-মন্ত্র, কেহই স্মরণ রাখে না ! তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পায় না, যে ‘দেশ বা কাল’ স্বভাবতঃ কোন বস্তুবাচক নহে ; কেবল চক্ষুর্কল্পিত শরীরিবিলেপনমাত্র ! যে এক আত্মাই কেবল সদা জ্যোতির্ম্ময় ; যেথানে সেই চৈতন্যসূর্য্য সমাক্রান্ত, সেইখানেই দিবা বর্ত্তমান, এবং যথায় অস্তমিত, তথায় অন্ধকাররজনীরই অধিষ্ঠান ! যে সুমিষ্ট এবং স্বাস্থ্যকর ইতিহাস, কেবল মনুষ্যের বর্ত্তমান জীবন ও ভবিতব্যতার সরল নীতিপ্রসঙ্গরূপেই সঙ্কলিত ; অন্যথা অধিকতর বিষয়ে প্রয়াস করিতে গিয়া সম্পূর্ণ স্বপদভ্রষ্ট এবং অপকারমূলক হইয়া থাকে !

কিন্তু আধুনিক মনুষ্য ব্যবহারতঃ অতি ভীরু এবং অনুনয়িষ্ণু ; তাহার এখন পূর্ব্বের ন্যায় ঋজু, উন্নমিত প্রকৃতি নাই ; “আমি আছি” “আমি বিবেচনা করি” ইত্যাদি বাক্য মুখ হইতে বহির্গত করিতেও সাহসী নহে ; এবং পদে পদে কেবল কোন না কোন ঋষি বা মুনিকেই সমুদ্ধৃত করিয়া থাকে ! অতি ক্ষুদ্র তৃণাঙ্কুর বা বিকস্বর পুষ্প সন্নিধানেও তাহাকে লজ্জিত এবং তিরস্কৃত হইতে হয়। বাতায়ন পৃষ্ঠে ঐ যে গোলাপনিচয় প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, উহারা ত পূর্ব্ববিকসিত বা চারুতর গোলাপের কথা উদাহৃত করিতেছে না ! কেবল স্ব স্ব স্বভাবাভিখ্যাই প্রকটিত করিতেছে ; এবং বিশ্বকর্ত্তা যেরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অবিকল সেই ভাবেই, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ! উহাদিগের সম্বন্ধে, কালাকাল বা ভূতভবিষ্যৎ কই কিছুই ত দৃষ্ট হয় না ! পুরোভাগে, কেবল ঐ গোলাপটিই নিরন্তর দৃশ্যমান ; এবং জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তই সুভগ ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন। অতি ক্ষুদ্রকোরক, সম্পূর্ণ পত্রভিন্ন হইবারও অগ্রে, উহার জীবনীশক্তি যেরূপ সমগ্র ক্রিয়াবতী ছিল.

অধুনা ঐ পূর্ণ বিকসিত কুসুমমধ্যেও তদ্রূপ ক্রিয়াবতী রহিয়াছে,—ক্রিয়াধিক্যের কোন প্রয়োজন হইতেছ না; এবং কিসলয়ভ্রষ্ট বৃন্তশেষ হইলেও, তাহার কিছুমাত্র হ্রাস দৃষ্ট হইবে না! জীবনের প্রতিক্ষণ উহার তাবৎ স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ সম্পাদিত, এবং নিজেও যাবৎ স্বভাবনিয়োগ নিঃশেষে সম্পাদন করিতেই অভিরত; অণুক্ষণ জন্য তাহার ব্যতিক্রম বা হ্রাসবৃদ্ধি নয়নগোচর হয় না! কিন্তু মানবীয় আচরণ অন্যরূপ; দীর্ঘসূত্রতা এবং স্মরণাধিগতিই তাহার কার্য্যলক্ষণ। মনুষ্য তিলার্দ্ধজন্য আপনাকে বর্ত্তমান জীব অনুভব করে না; কেবল, পরাবর্জ্জিত দৃষ্টিতে অতীতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর বিলাপ করিয়া থাকে; অথবা সমন্তাৎবিকীর্ণ ঐশ্বর্য্যরাশি অনপেক্ষমাণ ও পাদাগ্রস্থিত হইয়া, ভবিষ্যতের গর্ভে দৃষ্টি পাতিত করিতেই যত্নপ্রকাশ করে। এরূপ মনুষ্য কি সুখী বা সরল হইতে পারে? স্বভাবসহচর হইয়া, সম্পূর্ণ কালাতিবর্ত্তিভাবে বর্ত্তমান জীবন অতিবাহিত করিতে না শিখিলে, তাহার সুখাপত্তি ও বলাধানের আশা কোথায়?

এতদ্বিষয় স্বভাবতঃ সুগম হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যতঃ কয়জন ধীমান্ ব্যক্তিও, অদ্যাবধি স্বয়ং ঈশ্বরের ভাষায়, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে সাহসী হইয়াছেন; অথবা, না জানি, কোন ডেভিড্, জেরিমিয়া, কি পল নামধেয় ব্যক্তিগণের বাগ্বসনে সমাচ্ছাদিত না হইলে, তাঁহার অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? কয়েকটি নীতিসূত্র বা কতিপয় ব্যক্তির এরূপ মহার্ঘ নিরূপণ করা, মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে! কারণ, মনুষ্য স্বভাবতঃ শিশুর ন্যায় সদা বিনীয়মান;—আদৌ গৃহবৃদ্ধা ও শিক্ষকের বাক্যই পুনরুচ্চারিত করিতে শিক্ষা করে; এং পরে বয়োন্নতিসহকারে, যদৃচ্ছাসঙ্গত বিশিষ্টজনের ভাষানুকরণ করে ও তাঁহাদিগের প্রযুক্ত শব্দগুলিই অভ্যস্ত রাখিতে অশেষ যত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু কালক্রমে যখন তাঁহাদিগেরও ভাবাগ্রবর্ত্তী হয়, এবং কথিত বিষয়সমূহ সম্যক্ আলোকন করিতে শক্তিলাভ করে, তখন পূর্ব্বাভ্যস্ত নিরধিকৃত শব্দসমূহ অনুবাদন করিবার আর প্রয়োজন থাকে না; তখন তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিলেও, অর্থপ্রকাশের কোন আশঙ্কা হয় না; কারণ আবশ্যক হইলে, সদৃশকুশলশব্দ তন্মুহূর্ত্ত সঙ্কলিত ও ব্যবহৃত হইতে পারে। অতএব, যদি যথাপ্রকৃতি জীবনযাপন করিতে চেষ্টা করি,

সম্যগ্ দর্শন এবং অবধারণক্ষমও হইতে পারিব। কারণ দুর্ব্বলের পক্ষে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ যেরূপ সহজ, বলিষ্ঠের পক্ষে বলীয়ান্ হওয়াও তদ্রূপ। অভিনব আলোকমার্গে সমারূঢ় হইলেই, স্মৃতির চিরসঞ্চিত লোষ্ট্রভার অবতারিত করিতে, স্বভাবতঃ আনন্দ হয়। এবং এইরূপ, মনুষ্য ঈশ্বরসহবাসে জীবনযাপন করিতে শিখিলেও, তাঁহার কণ্ঠ-স্বর নির্ঝরকল্লোল ও শস্যবিস্বনের-ন্যায় স্বভাবতঃই শ্রুতি-মধুর হইয়া থাকে!

এখন, এতদূর আসিয়াও এতদ্বিষয়ক চরমসত্যের উল্লেখপর্য্যন্ত করিতে পারিলাম না; হয়তঃ তাহাকে বাক্যে প্রকাশ করাও সেরূপ সাধ্যায়ত্ত নহে; কারণ আমরা তৎসম্বন্ধে যাহা বলি, বা বলিতে পারি, তাহা ঐ প্রাগ্বোধেরই সুদূরসমাগত স্মৃতিধ্বনিমাত্র। কেবল নিম্নপ্রদর্শিত অনুধাবনদ্বারাই তাহার কথঞ্চিৎ সন্নিকৃষ্ট হইতে পারি:—যখন কল্যাণ সমাসন্ন হয়; যখন তুমি হৃদয়-মধ্যে প্রাণনের বিপুলবেগ উপায়াত অনুভব কর; তখন তাহাদিগকে কি কোন পরিচিত বা ক্ষুণ্ণমার্গ দিয়া, আসিতে দেখ? তাহাদিগের আগমনপথে জনান্তরেরও পদাঙ্ক দৃষ্ট হয় না; জনৈক ব্যক্তিরও মুখাবলোকন বা নাম-শ্রবণ করিতে পাও না;—কিন্তু সেই পথ, সেই ভাবানুবন্ধ, এবং সেই লব্ধকল্যা-ণকে সর্ব্বতোভাবেই অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অভিনব দর্শন করিয়া থাক। দৃষ্টান্ত এবং পূর্ব্বোপলব্ধিও তদন্তরে স্থান মাত্র প্রাপ্ত হয় না। তুমিও মানবকুল পরিহার করিয়া গমন কর, তাহাদিগের সন্নিধানে যাইতে বাসনা কর না। এতাবৎ যে সমস্ত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও উহার বিস্মারিতনামা নিয়োগহররূপে প্রতীয়মান হয়। ভয় ও ভরসা উভয়কেই সমান উহার পদ-তলস্থ দর্শন করি। এবং সদাশামধ্যেও জঘন্যতার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া থাকি। এই সমীক্ষার আবির্ভাবকালে, হর্ষ বা কৃতজ্ঞতা নামে কোন বস্তুই দর্শন করি না। আত্মা, তখন শোকমোহাদির ঊর্দ্ধাবস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র অদ্বিতীয়তা এবং অনন্তকারণসঙ্গতিই অবলোকন করিতে থাকে; সত্য এবং ন্যায়কে স্বতঃসিদ্ধ দর্শন করে; এবং সমস্ত জগতের অবিতথ মনোজ্ঞগতি নেত্রস্থ করিয়া চিত্তে অপার প্রশান্তি লাভ করিয়া থাকে। প্রকৃতিরাজ্যের, আত্‌লান্তিক ও দক্ষিণ মহাসাগরাদি বিস্তীর্ণ প্রদেশ,—বর্ষশতাব্দিরূপ সুদীর্ঘ-কালব্যবধানও, তখন গণনার বাহির হইয়া যায়! এই চিন্তা এবং অনুভূতিময় বহমানপ্রবাহ, যাহা

অদ্য আমার এই জীবনক্ষেত্রের অভ্যন্তরে নিঃশব্দে প্রবাহিত হইতেছে, অতীতজীবনবিধান ও জীবনানুষঙ্গের অভ্যন্তরেও এইরূপ একদা প্রবাহিত হইয়াছিল; এবং ইহারই স্রোতোমধ্যে, লোকে যাহাকে জীবন বলে, এবং যাহাকে মৃত্যু নামে অভিহিত করে, তাহারাও সদা ভাসমান!

অতএব জীবন হইতেই কেবল ফললাভ হয়, জীবিত ছিলাম কথা কোন কার্য্যকারক নহে! কারণ, শক্তির প্রকাশ, কেবল পুরাতন হইতে নূতন বস্তু সংক্রামণ—পশ্চাৎ পাদ উদ্ধৃত করিয়া সম্মুখে ক্ষেপণ ইত্যাদি,—কার্য্যকালেই হইয়া থাকে। দুস্তর সাগর উল্লম্ফন কর, শক্তির প্রকাশ হইবে; অশেষ বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া অভিলক্ষ্যের প্রতি প্রধাবিত হও, তাহারই বিকাশ দেখিবে। কেবল অভিসর্পণদ্বারাই শক্তি অনুমিতা। কিন্তু আত্মা অভিসর্পণশীল,—অধিরোহণই তাহার প্রকৃতি, ইত্যাদি কথা জগতের শ্রবণ মধুর হয় না; প্রত্যুত শুনিলে ঘৃণারই উদ্রেক হইয়া থাকে। কারণ, তদ্দারা অতীত চিরাবধ্বস্তি প্রাপিত হয়; ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্যে পরিণত হয়; যশঃ ও সম্ভ্রম লজ্জার কারণ হয়; সাধু ও শঠের প্রভেদ লোপ হইয়া যায়; সুতরাং যিশা ও যুডা সদৃশ অবমাননার সহিত তাড়িত ও পার্শ্বপ্রদিষ্ট হইয়া থাকেন। এই জন্যই না "আত্মলীনতা" বাক্য পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিয়া এত বাগাড়ম্বর করিতেছি? যে আত্মা স্বভাবতঃ সদা বর্ত্তমান—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই কেবল প্রতিপাদনীয়; এবং কর্ত্তা ব্যতীত, কখন আধারমধ্যে শক্তির সংশ্রয় হইতে পারে না। "লীনতা" শব্দের প্রয়োগ সমগ্র মনোভাব প্রকাশের অতি হীন এবং অকিঞ্চন অবলম্বনমাত্র; বরং লীন বা সমাশয় কর্ত্তার নাম গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য; কারণ সেই কর্ত্তাই কেবল অনুক্ষণ ক্রিয়াপর ও অস্তিত্বসম্পন্ন। এই মুহূর্ত্ত যিনি আমাপেক্ষা প্রভাবশালী, তিনি অঙ্গুলী উত্তোলন না করিলেও আমাকে বশ্যতানীত করিবেন। আত্মাকৃষ্ট হইয়া আমাকে তাঁহারই চতুর্দ্দিকে গ্রহের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে হইবে। গুণোন্নতির কথা বলিলে আমরা অধুনা বাক্যালঙ্কার কল্পনা করি। গুণ বা উৎকর্ষ শব্দও, উন্নতির ন্যায়, যে উচ্চতা বাচক, আমাদিগের অবধারণ হয় না। কিন্তু স্রষ্টারও এরূপ অখণ্ড নিয়ম যে, যে ব্যক্তি বা জনসমাজ তদীয় বিধির সম্যগ্ বিনেয় ও পরিবিদ্ধনীয় হইবে, সেই ব্যক্তি বা সমাজই অপরসাধারণ লোক ও জনপদাদির উপর প্রভুত্ব

লাভ এবং আধিপত্য করিবে ; অবিনীত বশীকৃতগণ কথনই তাঁহার স্বভাব নিয়মন এড়াইতে পারিবেনা ।

. আবার, বক্ষ্যমাণ বিষয়ই জীবনের চরমবিজ্ঞান—আত্মলীনতা বা যে কোন প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া অতি অবিলম্বিতভাবেই তাহার সন্নিধানে উপনীত হওয়া যায়,—যে সমস্ত জগত লঘূকৃত হইয়া অবশেষে চিরানন্দ অদ্বৈতরাশিতেই পরিণত হইয়া থাকে। এবং স্বায়ম্ভবিকতাই এই প্রধান বা আনাদি কারণের লক্ষণ ; সুতরাং তদীয় তদ্ গুণবিশেষ যে পরিমাণে ক্ষুদ্র দেহিমধ্যে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে তাহাদিগেরও গুণোৎকর্ষ সমাহিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত, বস্তুগণের বাস্তবিকতা কেবল তদনন্য তুলারই পরিমেয়। কৃষি, বাণিজ্য, মৃগয়া, তিমিঙ্গ্রাহ, যুদ্ধ, বাগ্মিতা এবং চারিত্রিক গৌরব প্রতিপত্তি প্রভৃতি বিষয় তজ্জন্যই কথঞ্চিৎ বাস্তবিক ; এবং তদীয় নিত্যসত্ত্বা ও শাসনখণ্ডিতের যুগপদ্দৃষ্টান্তরূপেই তাহারা আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। সর্গরাজ্যের সর্ব্বত্র যে সঙ্কম্বন ও বর্দ্ধনপ্রবৃত্তি নয়নগোচর হয় তন্মধ্যেও, ঐ স্বয়ম্ভবের বিধিকেই ক্রিয়াশীল দেখিতে পাই। প্রকৃতিরাজ্যে শক্তিই স্বত্বের প্রথম তুলা ; স্বকীয় প্রযত্নে যে বস্তু স্থিতিলাভ করিতে অসমর্থ, সৃষ্টিমধ্যে তাহার নিবাসের স্থান নাই। গ্রহগণের উৎপত্তি ও পরিণতি, আলম্বন ও কক্ষনিরূপণ ; বাত্যাহত তির্য্যক্ প্রেরিত বৃক্ষের পুনরুত্থান ; উদ্ভিদ্ ও প্রাণিমণ্ডলীর অশেষ জীবন-সাধন এবং নিসর্গশক্তি ; ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় কেবল, স্বভাবসম্পন্ন স্বয়ংকুশল, অতএব আত্মলীন আত্মারই পরিচয়, পদে পদে প্রদান করিয়া থাকে !

এইরূপে অখিল বিশ্বমণ্ডল অনন্য কেন্দ্রাভিমুখেই পরিভ্রমণ করিতেছে ! তবে, কেবল আমরা মানবগণ, কেন আকুলপ্লবক্ষিপ্তের ন্যায় নিরভিলক্ষ্যভাবে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হই ! এস সেই কারণাতীত সর্ব্বসম্ভবের সহবাসেই নিশ্চিন্ত গৃহাশ্রয় লাভ করি ! এবং ঐ বিশদ ঐশ্বরিক জ্ঞানের নিরলঙ্কার ঘোষণাদ্বারা, বিশ্বব্যবসায়ী, দাম্ভিক, উন্মার্গ মনুষ্যকুলকে, যাবতীয় পুস্তক ও সাম্প্রদায়িকতার সহিত, স্তব্ধ এবং চমৎকৃত করিয়া ফেলি ! প্রবেশোন্মুখ ঐ বিধর্ষিগণকে পাদুকোন্মোচন করিতে আদেশ কর, স্বয়ং ঈশ্বর যে এই গৃহমধ্যে সমাসীন ! আমাদিগের অবিমিশ্র সরলতাই সকল বস্তুর তুলামান

হউক! এবং আত্মনীন শাসনবিধির প্রতি আমাদিগের সুধীর বশ্যবৃত্তিই মানবীয় স্বভাবসমৃদ্ধির তুলনায় সংসার ও বিষয়সম্পদের অকিঞ্চনত্ব, সর্ব্বদা প্রমাণীকৃত করুক!

কিন্তু অধুনা, আমরা অতি উৎপ্রস্থিত জনসমাকুলের তুল্য হইয়াছি! মনুষ্য আর মনুষ্যকে দেখিয়া শ্রদ্ধাত্রস্ত হয় না! তাহার সহজাতা বুদ্ধিও এখন গৃহাসীনা থাকিতে অনুশাসিতা, বা চিদার্ণবের সঙ্গমবাসনায় পুনঃ পুনঃ অন্তঃপ্রেষিতা হয় না! এখন পিপাসিতা হইলে, অন্যের কুম্ভ হইতে জলযাচ্ঞা করিতে, পাত্রহস্তে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া থাকে! কিন্তু সদা নিরপেক্ষভাবে একাকী বিচরণ করাই, আমাদিগের কর্ত্তব্য! উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, নিস্তব্ধ গীর্জাগৃহই আমার অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়ঃ সমবেত ব্যক্তিগণকে কিরূপ দূরবর্ত্তী, কি প্রশান্তিস্নিগ্ধ, এবং কিরূপ অপূর্ব্ব বৈশদ্যমণ্ডিত অনুভব করি! প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন প্রভাপরিবিষ্ট বা অনুল্লঙ্ঘনীয় পরিধিমধ্যবর্ত্তী! এবং এইরূপ অধৃষ্যপরিবেশবর্ত্তী হইয়া সতত অবস্থান করাই, আমাদিগের বিধেয়! এক গৃহে বাস বা অনন্য বংশজাত্যের অনুরোধে কেন বৃথা, পিতা-পুত্র, পত্নী বন্ধু প্রভৃতি পরিবারবর্গের দোষ পরিগ্রহ করি! শোণিতবন্ধের অনুরোধ? কেন, সকল মনুষ্যদেহেই ত আমার শোণিত বহমান, এবং মনুষ্যজাতিরও শোণিত আমার ধমনীস্থ। কিন্তু তজ্জন্যই কি আমাকে, তাঁহাদিগের কোপনশীলতা, বা নির্ব্বুদ্ধির সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে? তাহা আমার কর্ম্ম নয়; আমি বিন্দুপরিমাণে পরদোষস্পৃষ্ট হইয়া মনুষ্য-কুলের অগৌরব করিতে পারিব না! কিন্তু তোমার এই একাকিনিবাস কেবল বাহ্যিক নিভৃতাবস্থানসর্ব্বস্ব, মনে করিও না; অধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যই তাহার প্রকৃত অর্থ, এবং তাহা সম্পূর্ণ চিদোন্নতিমূলক হওয়াই কর্ত্তব্য। এমনও সময় আসিয়া থাকে, যখন সমস্ত জগত একমন্ত্র হইয়া বাহ্বাড়ম্বরপূর্ণ অলীক ব্যাপারে সহযোগিতাজন্য তোমাকে অতিদীনভাবে বারম্বার অনুনয় করিয়া থাকে; যখন বন্ধু ও পুত্র ও অনুজীবিবর্গ, ব্যাধি ও আশঙ্কা, অভাব ও দাক্ষিণ্য, সকলে সমাগত হইয়া দ্বারে আঘাত করতঃ তোমাকে মুহুর্মুহুঃ বাহিরে আহ্বান করিতে থাকে। কিন্তু তদ্দ্বারা ক্ষুব্ধ বা অনুরুদ্ধ হইয়া স্বীয় প্রভাবপরিবেষ্টন পরিত্যাগ করিও না; অথবা বহিরে আসিয়া তাহাদিগের

বিপুল ভ্রমে আপনাকেও হারাইও না! তোমাকে বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত করে, অন্যজনের শক্তি কি! কেবল যদি তুমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সুযোগ দাও, তবেই তাহারা তোমাকে বিক্ষিপ্ত করিতে শক্ত। তোমার নিজের কর্ম্মসূত্র অবলম্বন না করিয়া কোন্ ব্যক্তি তোমার অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে? স্মরণ রাখিও যে "যাঁহাতে আমাদিগের বিমলপ্রীতি হয়, তাহাই আমাদিগের আত্মকীয়; এবং তদন্তর বিষয়ের অভিলাষ করিতে গেলেই, নিজের প্রীতির বস্তুও হারাইতে হয়।"

যদি এই মুহূর্ত্তই বিশ্রব্ধস্বভাবশাসনীয়তা এবং বিশ্বাসের পবিত্রমার্গে আরোহণ করিতে অসক্ষম হই, অন্ততঃ প্রলোভন-প্রতিরোধার্থ কেন না সাধ্যমত যত্ন করি? কেন না যোদ্ধৃব্রত অবলম্বন করিয়া, আমার স্যাক্সানহৃদয়ে থর ও ওডেন—বিক্রম ও দৃঢ়ব্রতকে—জাগরিত করি? আমাদিগের এই সুমসৃণকালে কেবল সত্যব্রতের অবলম্বনদ্বারাই তদ্‌ব্রত অবলম্বিত হইবে! ঐ অলীক আতিথ্য, ঐ মিথ্যা প্রেমালাপের, গতি রোধ কর! ঐ যে সদা বিপ্রলব্ধ এবং বিপ্রলম্ভী ব্যক্তিগণের সহবাসে, আমাদিগকে নিরন্তর বাস করিতে হয়, উহাদিগের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া আর কোনও কার্য্য করিও না! উহাদিগকে আহ্বান করিয়া বল, পিতঃ, মাতঃ, পত্নি, ভ্রাতঃ এবং বন্ধুগণ! আমি বহুদিন তোমাদিগের সঙ্গে বাহ্যব্যবসায়ী হইয়া কালযাপন করিলাম; এখন তোমারা আমাকে সত্যেরই দাস হইতে দাও! অদ্যাবধি, তোমরা সকলে স্মরণ রাখিও, যে অনন্তের বিধি ভিন্ন আমি অন্য শাসনের অনুবর্ত্তী হইব না! চিত্তসান্নিধ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন সম্বন্ধাকর্ষণ স্বীকার করিব না! আমি পিতামাতার ভরণপোষণার্থ সাধ্যমত চেষ্টা করিব; পরিবার-প্রতিপালনে যথাসাধ্য যত্ন প্রকাশ করিব; অনন্যরতি হইয়া এক ভার্য্যাতেই সদা অনুরক্ত থাকিব; কিন্তু এতাবৎ সম্বন্ধনিয়োগ আমি অদ্য হইতে সম্পূর্ণ অভিনব এবং অকৃতপূর্ব্ব বিধানেই সম্পন্ন করিব! আমি অধুনা তোমাদিগের কৌলিকের হস্ত হইতে মুক্তি প্রার্থনা করি! এখন আমাকে নিজের মতই হইতে দাও! আমি তোমাদিগের অনুরোধে আত্মাকে আর শতধা ভগ্ন করিতে পারি না; অথবা তোমাদিগকেও ক্ষতবিক্ষত করিতে সমর্থ নই! আমার এই স্বভাবসম্পত্তি লইয়া যদি তোমরা আমাকে ভালবাসিতে পার, সকলে সুখী হইব; নচেৎ স্বকীয় যথাগুণদ্বারাই তোমাদিগের প্রণয়াস্পদ

হইতে যত্ন করিব ! আমার রুচিবিরুচি আর গোপন করিয়া চলিতে পারিব না ! সুতরাং যাহা গভীর বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহাকেই পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিব ; এবং যাহাতে হৃদয়ের প্রীতি হইবে, হৃদয় যাহার প্রতি আদেশ করিবে, সেই কার্য্যই চন্দ্রসূর্য্য-সম্মুখে অকুতোভয়ে সম্পাদন করিব ! যদি তোমাকে সত্যসত্যই উদার দেখিতে পাই, স্নেহ সমর্পণ করিব ; যদি অন্যথা মনে হয়, কৃত্রিমানুরাগ প্রকাশ করিয়া তোমার বা আত্মার অপকার করিব না ! যদি তুমি সত্যনিষ্ঠ হও, বিধানের অনৈক্যতাসত্ত্বেও সহচরের ন্যায় তোমারই সঙ্গে সদা পরিষক্ত থাকিব ! নিজের সহচর নিজেই অন্বেষণ করিয়া লইব ! স্বার্থপর হইয়া এরূপ আচরণ করিব, মনে করিও না ; কিন্তু, অতি দীনের ন্যায় যথাপ্রকৃতি জীবনযাপনের জন্যই জানিবে ! অলীকাচার চিরপরিচিত হইলেও, সত্যপথে বিচরণ, তোমার, আমার, এবং মনুষ্যসাধারণের, অবশ্য কর্ত্তব্য ; এবং সকলের পক্ষেই সমান হিতকর। আজ এই কথা শুনিতে কর্কশ হইতে পারে, কিন্তু অল্পদিনমধ্যেই স্বভাবের আদেশ নিশ্চয় মধুরায়মাণ হইবে ; এবং যদি অবিচলিতভাবে তাহাকেই অনুসরণ করি, নিশ্চয় সমস্ত বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া শেষে অভিলক্ষিত কূলেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব ! তবে কি বন্ধুজনের হৃদয়ে আঘাত করিতে হইবে ? যদি কর্ত্তব্য হয়, নিঃসন্দেহ ! কারণ, আমি তাঁহাদিগের ব্যথা—প্রবণতার পরিরক্ষণার্থ, স্বচ্ছন্দবৃত্তি ও স্বভাবশক্তির বিনিময় করিতে পারিব না ! অপিচ, মনুষ্যজীবনেও বোধোদয়ের অবকাশ আছে, যখন তাহারা অবিমিশ্র সত্যরাজ্যে নিরবচ্ছিন্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে ; এবং তখন তাহারাও, আমার অবলম্বিতমার্গকে ন্যায়ানুগত পরিদর্শন করিয়া, স্বয়ং নিশ্চয় তৎপন্থা অবলম্বন করিবে !

কিন্তু সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, লোকপদ্ধতির পরিহারদ্বারা যাবতীয় পদ্ধতিরই পরিহার হয় ; মনুষ্যগণ নিতান্ত বিধি-বৈরী হইয়া দাঁড়ায় ; এবং অতি নির্লজ্জ ব্যভিচারীও, আত্মদর্শনাদির নামগ্রহণ করিয়া, স্বীয় দুষ্ক্রিয়া-নিচয়কে অনুরঞ্জিত করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু, মানবের সদা-জাগরূক সংস্কার কিছুতেই সমাচ্ছন্ন হইবার নহে; এবং তদীয় বিধিও সকল অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। দুষ্কৃতিনিচয় স্বীকরণার্থ দুইটি বেদিকা নিয়তই মুক্তমার্গ রহিয়াছে ;

তাহাদিগের কোন একটির সন্নিধানে সকল মনুষ্যকেই মস্তক মুণ্ডন করাইতে হয়। কর্ত্তব্যপর্য্যায়ের সম্পাদন, এক সম্পূর্ণ আত্মনীন ঋজুপদ্ধতির অবলম্বনদ্বারাই হইতে পারে; অথবা কৃতকর্ম্মসমূহের হিতৈষণাপর্য্যালোচনারূপ বিপরীত পন্থার অনুসরণদ্বারাই, তাহাদিগকে সম্পাদিত জ্ঞান করিতে পারি। পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, প্রতিবেশী, স্বজানপদবর্গ, কুক্কুর ও বিড়াল ইত্যাদি অসংখ্য ব্যক্তি ও জীব সমূহের প্রতি আমার স্বভাব-সম্বন্ধ সম্যক্ প্রতিপালন করিয়াছি কি না; তন্মধ্যে কাহারও নিকট তিরস্কারভাজন হইয়াছি কি না; ইত্যাদি মনে মনে আলোচনা করিতে পারি। কিন্তু এই বক্রছায়ামানের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াও আপনাকে সর্ব্বঋণমুক্ত জ্ঞান করা যায়। কারণ, আমার আত্মনীন কর্ত্তব্যনিচয় স্বভাবতঃ অতি অখণ্ড্য; এবং আমার স্বানুকূল ক্রিয়ামণ্ডলও অতি অপরিক্ষত বা বস্ত্বন্তর-ব্যবধানশূন্য! এতত্তু-লারোপিত করিয়া দেখিতে গেলে, বহুশঃ লৌকিকনিয়োগের নিয়োগত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়; এবং তাহার যথামান পরিশোধ করিয়া যাইতে পারিলে, লোকবিধির সমগ্র উৎসর্জন হইতেও, কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। যদ্যপি কেহ ইহার নিয়মনকে শিথিল ও অব্যবস্থিত জ্ঞান করেন, তাঁহার প্রতি আমার অনুরোধ যে, তিনি দিবসকালমাত্র এতদধীন হইয়া কার্য্য করুন!

এবং বস্তুতঃ, এইরূপে মানবীয়ক্রিয়ার পরিচিতমার্গ দূর উৎসৃষ্ট করিয়া অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত আপনাকেই নিয়ন্তারূপে গ্রহণ করিতে সাহস করা, কেবল অমানুষিক গুণেরই কর্ম্ম। হৃদয় সমুন্নত, চিত্ত গভীরবিশ্বাসপূর্ণ এবং সদা স্বকর্ম্মরত, ও বুদ্ধি নিরতিশয় পরিমার্জ্জিত না হইলে, কোন ব্যক্তিই সত্য সত্য নিজের সূত্রাদেষ্টা, সমাজ ও শাস্তা, হইতে পারেন না; অথবা স্বীয় বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যাভিলাষকেই, নিয়তির কঠোরানুজ্ঞাবৎ, দুর্লঙ্ঘ্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়েন না।

মর্য্যাদা করিয়া অধুনা যাহাকে সমাজ বলি, যদি কোন ব্যক্তি তাহার বর্ত্তমানাবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন, তিনি নিশ্চয় এতদাচারনীতি প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। মনুষ্যগণের আধুনিক আচরণ দর্শন করিলে মনে হয়, যেন তাহাদিগের শিরামণ্ডল ও হৃৎপিণ্ড কেহ নিষ্কা-শিত করিয়াছে; এবং মানবগণ অতি সন্ত্রস্ত, হতাশ্বাস, করুণস্বর, নির্জীব

নরসমূহেই পরিণত হইয়াছে। তাহারা এখন সত্য বলিতে ভীত, সম্পদে ভীত, মরিতে ভীত, এবং পরস্পরকে দেখিতেও ভীত হয়! অধুনা সমুদার-স্বভাব, নিরবদ্য পুরুষগণও জন্মগ্রহণ করেন না! জীবনকে পুনরুজ্জীবিত এবং সমাজস্থলীকে নবীনীকৃত করিতে, ক্ষমবান্ নরনারীকুল এখন কোথায়? আধুনিক নরনারীগণ অতীব হতশ্রী এবং গতসর্ব্বস্ব; স্ব স্ব অভাব সঙ্কুলান করিতেই অসমর্থ; কার্য্যকারিতা ও শক্তিমত্তার তুলনায় অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষারই বাসস্থলী; এবং শীর্ণভিক্ষাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই দিবারাত্রি ব্যগ্রচিত্ত। আধুনিক গার্হস্থ্যও অতিশয় ব্যবসায়দীন। সমাজের অনুজ্ঞা-নুসারেই আমরা বিবাহ করি; শিল্পচর্চ্চা ও জীবিকাবলম্বন করিয়া থাকি; এবং তন্মধ্যে বিন্দুপরিমাণে স্বাভিলষিত প্রকাশের অবকাশ প্রাপ্ত হই না। আমরা সকলেই এখন গৃহশূর হইয়াছি। জীবনের সঙ্কুল সংগ্রাম পরিহার করিয়া, দূরেই অবস্থান করিতেছি; সুতরাং বলাধান কিরূপে হইতে পারে?

আধুনিক যুবকবৃন্দের প্রথমোদ্যম কোনরূপে একবার বিতথ হইলে, তাহারা একেবারে উৎসাহহীন হইয়া পড়ে। যদি নব্যবণিকের একবার পণ্যায়বিপর্য্যয় ঘটে, লোকে তাহাকে সপদি হতস্ব জ্ঞান করে! যদি কোন সুধী-মান্ নাগরিক যুবা, বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া, বৎসরকালমধ্যে বোস্তন, নিউয়ার্ক, কি তন্নগরোপান্তে, কোন উচ্চপদারূঢ় হইতে না পারে, তৎক্ষণাৎ বন্ধুগণসহ ভগ্নাশ হইয়া, আপনাকে নিতান্ত উপেক্ষিত জ্ঞান করতঃ, কতই খেদ করিয়া থাকে! এইরূপ নাগরিক পুত্তলিকার তুলনায়, নিউ হ্যাম্প্সায়ার বা ভার্মণ্টনিবাসী দৃঢ়মনা যুবকবৃন্দ,—যাহারা বৎসরান্বয়ে কৃষি, বাণিজ্য, যাজন, অধ্যাপনা, পত্রিকাসম্পাদন, কংগ্রেসগমন, নগরসমিতি পরিগ্রহণাদি অশেষবিধ জীবিকা, পর্য্যায়ক্রমে অবলম্বন করিয়া ভূয়ো বিফলপ্রযত্ন হইয়াও, বিড়ালের ন্যায় সহস্রবার পতিত ও উত্থিত হইতে থাকে,—কি শতশঃ বহুমান্য এবং আদ্রিয় নহে? এরূপ যুবক স্বীয় দিবসপরম্পরার সমকক্ষবর্ত্তী হইয়াই গমন করে; এবং কোন বহুমান্য আজীবশিক্ষার অভাবেও, অণুমাত্র লজ্জানুভব করে না। কারণ তদীয় জীবন কখন ক্ষণকালপরিমাণেও পর্য্যুষিত থাকে না: কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তেই অনুষ্ঠিত ও ক্রিয়াপাদিত হয়। সুতরাং তাহার

অভ্যুদয়ের অবকাশও অনন্য সংখ্যক নহে, কিন্তু সাহস্র ! স্তোয়িক পণ্ডিতগণ ! একবার অনুগ্রহ করিয়া মনুষ্যের অসীমশক্তিভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিয়া দিন ; এবং তাহাকে বিজ্ঞাপিত করুন যে বৈতসীবৃত্তি তাহার নয় ; প্রত্যুত নিরবলম্ব-ভাবে স্বয়ং প্ররূঢ় থাকাই তাহার স্বভাবধর্ম্ম ! আত্মপ্রতীতির অনুশীলন-সহকারে অভিনব-শক্তিমত্তারও যে বিকাশ হয়, তাহাকে বিদিত করুন, এবং বুঝাইয়া দিন, যে "মনুষ্য" নামধেয় কেবল "মন বা আত্মা" শব্দেরই মাংস-ময় গঠনপরিণাম ; স্বজাতিকুলের মঙ্গলবিধানার্থই জগতমধ্যে অবতীর্ণ ; সুতরাং সকলের অনুকম্পাভাজন হওয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত লজ্জস্কর ! অপিতু, যে মুহূর্ত্ত গ্রন্থ ও ব্যবস্থা, মূঢ়ানুরতি এবং লোকাচার, বাতায়নাৎক্ষিপ্ত করিয়া, স্বয়ম্প্রেষিতভাবে কর্ম্ম করিতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্ত জনসমাজ অলীকা-নুকম্পাপ্রকাশ পরিত্যাগ করতঃ তাহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে আসিবে !—এবং এইরূপ অসামান্য বিনেতাই কেবল মনুষ্যজীবনকে পুনরায় স্বগৌরবপ্রতিষ্ঠিত করিতে ক্ষমবান্ ; এবং তাঁহারি নাম সর্ব্ব কাল ও পুরা-বৃত্তমধ্যে সমাদৃত হইয়া থাকে !

আত্মলীনতার পরিমাণ ঈষন্মাত্রও পরিবর্দ্ধিত হইলে যে, ধর্ম্ম, শিক্ষা, ব্যবসায়, গৃহাচার, আসঙ্গালাপ, বিষয়সম্পত্তি, এবং চিন্তাবিজ্ঞানাদি যাবতীয় বর্ত্তমান মানুষি ব্যাপার ও সম্বন্ধান্বয়ের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিবে, অতি অল্পায়া-সেই অবধারণ হইতে পারে। কারণ :—

১। মনুষ্যের বর্ত্তমান পূজাবিধি বা উপাসনাপদ্ধতির প্রকৃতি কিরূপ ? তাহারা অধুনা যাহা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করে, তাহা পুণ্য হওয়া দূরে থাকুক, সম্যক্ নির্ভীক বলিষ্ঠচিত্তেরও সমুচিত নহে। আরাধনা বাহ্যোপ-করণ সংগ্রহ করিতেই সদা ব্যগ্র ; অন্যদীয় গুণসংশ্রবে অস্বাভাবিক পরা-কর্ষলাভার্থই লালায়িত ; এবং নৈসর্গিক ও নিসর্গাতীত, প্রাশমনিক ও ও লোকাতীত, ব্যাপারসমূহের বিচারধ্বান্তমধ্যেই নিয়ত উদ্ভ্রান্ত। যে অর্চ্চনা বিষয়বিশেষের কামনা করে,—পূর্ণ শিবময়কে পরিত্যাগ করিয়া, খণ্ড অসমগ্র সম্পদের জন্যই লোলুপ হয়—তাহা কি অর্চ্চনা নামের যোগ্য ? তাহা নিতান্ত পঙ্কিল এবং অহিত কর্ম্ম ! প্রকৃত উপাসনা কেবল, সমুচ্চধ্যানা-সীন হইয়া, সমগ্র জীবনপরিধির সমাহার সমালোকনদ্বারাই সম্পাদিত.

হইতে পারে। আলোকনশীল উচ্ছলিতাত্মার আত্মগত ভাষণদ্বারাই তাহার অবয়ব সংরচিত হয়। এবং অখিল সৃষ্টোপরি "স্বস্তি" প্রযুঞ্জান ভূমা পরমাত্মাই যেন তন্মধ্যে বিকাশ লাভ করেন। যথার্থ প্রার্থনা এইরূপ; তদ্ব্যতীত কোন গুপ্তাভিলাষ সাধনীভূতা প্রার্থনা, আর তন্নামের যোগ্যা নহে; তাহা কেবল অপহ্নব ও নিচাশয়ের পরিচয় মাত্র। তদ্দ্বারা বাহ্য ও অন্তর্জ্জগতমধ্যে দ্বৈত ভিন্ন অদ্বৈত উপলক্ষিত হয় না। কিন্তু মনুষ্য সত্য সত্য ঈশ্বরে বিলীন হউক, তৎক্ষণাৎ তাহার লালসারও নিবৃত্তি হইবে। তখন সে জগতের সমস্ত কর্ম্মমধ্যেই ঈশ্বরকে অর্চ্চিত দর্শন করিবে। ক্ষেত্রমধ্যে তৃণোৎপাটনশীল কৃষকের জানুপাত; নদীবক্ষে নৌচালনার্থ নাবিকের বাহিক দণ্ডক্ষেপ; ইত্যাদি বিমলস্তোত্র অতি অকিঞ্চনার্থ হইলেও যে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র বিশ্রুত, তখন জ্ঞানোদয় হইবে! কবি ফ্লেচর, বন্দুকানামক কাব্যগ্রন্থমধ্যে এই মনোহর বিজ্ঞান কি রমণীয়ভাবেই কারাটকের মুখে ঘোষণা করিয়াছেন! তত্রকথিত কারাটক, পূজার্চ্চনা দ্বারা দেব আদেতের চিত্তানুসন্ধানার্থ অনুশাসিত হইয়া, উত্তর করিয়াছিলেন,—

"তাঁহার গভীর ভাব, স্বীয় কর্ম্মে লেখা;
স্বকীয় বিশালক্রম, নিজ দৈব সখা!"

অলীক প্রার্থনার অন্যতর বিধি খেদপ্রকাশ। খেদ বা অসন্তোষ, আত্মলীনতার অভাব হইতেই উৎপন্ন, এবং ক্ষীণচিত্তেরই পরিণাম। যদি খেদ প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও আপদের শান্তি করিতে পার, কোন আপত্তি নাই, বিপদ আসিলেই খেদ করিও। যদি তাহাতে অসমর্থ হও, নিজ কর্ম্মেই মনোনিবেশ কর, এবং বিপদপ্রতিকারের সদ্যঃ উপক্রম হইবে। সহানুভূতি প্রকাশের বর্ত্তমানপদ্ধতিও এতদ্রূপ অপকৃষ্ট। আমরা সঙ্গ রাখিবার জন্যই মূঢ় রোদনকারিদিগের নিকট আগমন করি, এবং পার্শ্বে বসিয়া স্বরে স্বর মিলাইয়া রোদন করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাদিগের সমাচ্ছন্নবুদ্ধিকে পুনরুজ্জ্বল করিতে, বা সমাকুলিত চিত্তকে প্রশমিত ও বলিষ্ঠ করণের অভিপ্রায়ে, তাড়িততীব্র হৃৎকম্পী বাক্যে সারবান্ সত্যোপদেশ প্রদান করা ভ্রমেও কর্ত্তব্য বিবেচনা করি না। কিন্তু স্বাধিগত আনন্দ, বা বিপদসম্পদে অমুহ্যমান উৎফুল্ল প্রকৃতিই ভাগ্যোদয়ের গূঢ়সূত্র! আত্মকুশল উদ্যমশীল

ব্যক্তিই চিরকাল মনুষ্য ও দেবলোকের অর্ঘ্যভাজন। তাঁহার অভ্যর্থনা এবং আতিথ্যজন্য সকল গৃহস্থলীই বিমুক্তদ্বার। নিখিলরসনা তাঁহাকেই স্বাগত জিজ্ঞাসা করে; অখিলসম্মান তাঁহারি শিরোদেশ বিমণ্ডিত করে; এবং নেত্রশ্রেণী তৃষিতের ন্যায় তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া থাকে। তিনি অন্য-জনের প্রেমাকাঙ্ক্ষা করেন না বলিয়াই, সকলের প্রেম উন্মুখ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যায়। তিনি জগতের তিরস্কার ও নিন্দাবাদ তুচ্ছ করিয়া সদা অবিচলিতভাবে স্বপথে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া, আমরা এরূপ উপযাচক এবং অনুনয়িষ্ণু হইয়া, তাঁহাকে ক্রোড়স্থ ও পরিকীর্ত্তিত করিতে ব্যগ্র হই। তিনি মনুষ্যলোকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, এইজন্য অমর-লোকের অনুরাগ লাভ করেন। এবং ঝোরস্তার বলেন যে, "সেই অধ্যবসায়ী মর্ত্ত্যজনের হিতাকাঙ্ক্ষায়, অপবর্গভাগী অমর্ত্ত্যগণও তৎপর হইয়া থাকেন।"

বস্তুতঃ মানবগণের বর্ত্তমান প্রার্থনাপদ্ধতি, কেবল বাসনারই ব্যাধিমাত্র! তাহাদিগের ধর্ম্মসূত্রসমূহও সেইরূপ বুদ্ধিবিকারেরই পরিচয়! নির্ব্বোধ য়িহুদীদিগের বাক্যই কেবল তাহাদিগের মুখে শুনিতে পাই, যে "আমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মুখে কোন কথাই শুনিতে চাহি না; কি জানি, যদি নিকটে আসিলে প্রাণ হারাইতে হয়। যাহা বলিতে হয় তুমি বল, অন্য কেহ বলুন; আমরা তাহাই পালন করিব।" সুতরাং ভ্রাতৃদেহে এখন ঈশ্বরসন্দর্শন করিতে গেলে, পদে পদে অন্তরায় প্রাপ্ত হইতে হয়। কারণ ভ্রাতা স্বকীয় মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া, ভ্রাতান্তর বা তদীয় ভ্রাতার আরাধ্য দেবতারই উপাখ্যান পুনরুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক মানবচিত্তই, এক একটি স্বতন্ত্র আগমবিভাগ। কেবল যে চিত্তের প্রভাব ও ক্রিয়াচেষ্টা অসামান্য হয়; যাহা লক্ ল্যাভয়সিয়ার, হটন, বেন্থাম, বা ফুরিয়ার নামা কোন ধীমান্ ব্যক্তির দেহপরিগ্রহ করিয়া, স্বীয় অসাধারণশক্তি প্রকটিত করিতে পারে; সেই চিত্তই অন্যোপরি স্বকীয় আগমসমাহার সমারোপিত করিতে সমর্থ হয়; এবং দেখিতে দেখিতে এক নূতন বিধি বা তন্ত্রের অভ্যু-থান হইয়া থাকে। ইত্যেবম্ সমুৎপন্ন বিধিসমূহ স্ব স্ব অনুশীলনের গভীরতা ও অন্তর্গত পরামৃষ্টবিষয়গণের সংখ্যাবাহুল্য ও ব্যাখ্যাসরলতার পরিমাণানুসারেই জনসমাজের হৃদয়গ্রাহী হয় এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এই বিচিত্রক্রিয়ার প্রভূত উদাহরণ, বিশেষতঃ, ধর্ম্মক্ষেত্রমধ্যেই নয়নগোচর হয়; তথায় প্রত্যেক আচার, প্রত্যেক সূত্রই, কোন না কোন বিশিষ্টজনের চিৎসমাহার। কারণ বিবিধ ধর্ম্মপ্রকরণ, মানবের জীবননিয়োগ ও পরাৎপরের সহিত তদীয় সম্বন্ধবিষয়ক স্বভাবচিন্তানিমগ্ন, বহুশঃ তীক্ষ্ণধী, তেজস্বিমনের সমাহৃত বিশ্বাসক্রম হইতেই সমুৎপন্ন! ক্যালভিনিজম্, কোয়েকারিজম্ সুইডেনবোর্জিজম্ প্রভৃতি সম্প্রদায়ভেদ এইরূপেই সমুদ্ভূত। আদৌ অভিনব সম্প্রদায়ের অভিনব নাম শিষ্যকুলের চিত্তহরণ করে, এবং তাহারা জীবনকে সম্পূর্ণরূপে তদধীন করিতেই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে; যেমন বালিকাকুল নূতন নূতন উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিক্ষা করিলে, পৃথিবী ও ঋতুপর্য্যায়কে তদালোকে দর্শন করিতেই স্বভাবতঃ হর্ষোৎফুল্লা হয়। কিয়ৎকাল শিক্ষকের চিত্তবৃত্তি অধ্যয়ন হইতেও, শিষ্যগণের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত এবং পুষ্টীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ, তুলাবিপর্য্যস্ত মনে তন্নির্ণীত বিধিমালা অচিরেই দেবত্ব লাভ করে; এবং লঘু পর্য্যবসায্য উপাদানস্থলে, অভ্যর্থিত ফলরূপেই পরিগৃহীত হয়! সুতরাং তখন তাহাদিগের নয়নে, ঐ সম্প্রদায়তন্ত্রের বহিঃপ্রাকার, দূরবর্ত্তী দিগাঙ্গনে যেন বিশ্বপ্রাকারের সহিত মিলাইয়া এক হইতে থাকে, এবং তদীয় ছাদতলে গগনের জ্যোতিষ্কমণ্ডল যেন আলম্বমান বোধ হয়। বিদেশীয় বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক যে অবিকল ঈশ্বর এবং প্রকৃতি তত্ত্ব অবগমন করিতে সমর্থ, তখন তাহাদিগের কল্পনাও হয় না; সুতরাং অন্যসম্প্রদায় বা বিজাতীয় ধর্ম্ম মধ্যে তাহার দর্শনলাভ হইলে অপহরণবিশ্বাস স্বভাবতঃ দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু ধর্ম্মের আলোক সম্প্রদায়শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে; তাহা স্বভাবতঃ অতি নিরর্গল এবং দুর্দ্দমনীয়; যথা তথা, যার তার গৃহেই প্রসভপ্রবেশক্ষম—ইহা সাম্প্রদায়িকগণ বুঝিতেও অসমর্থ। অতএব ঐ নির্ব্বোধ সাম্প্রদায়িকগণ যদি কিছুকাল "আমাদের ধর্ম্ম" "আমাদের বিশ্বাস" ইত্যাদি মিথ্যা কলরব করিতে উদ্যত হয়, করিতে দাও। কারণ তাহাদিগের জীবন ও অনুষ্ঠান সম্যঙ্ নির্ম্মল এবং শুভাবহ হইলে, ধর্ম্মাদেশ কখনই চিক্কণ সম্প্রদায়বেষ্টনমধ্যে পরিরুদ্ধ রহিবে না; তাহার উদ্বেলিত আলোকশিখা, সেই সঙ্কীর্ণ অবরোধের অত্যুচ্চ-প্রাকার উল্লঙ্ঘন ও বিদারিত করতঃ প্রচণ্ড প্রবাহে বহির্গত হইবে; এবং জাজ্জ্বল্যমান অনন্ত জ্যোতিঃ—চির কমনীয় ও

প্রহ্লাদন, লক্ষমণ্ডলবিস্ফুরিত, এবং লক্ষবর্ণানুরঞ্জিত—সৃষ্টির প্রথম উষায় যেমন, এখনও তেমনি, বিশ্বমণ্ডলের দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইতে থাকিবে!

২। সর্ব্বাঙ্গীন আত্মকুশল শিক্ষার অভাবেই, উপাত্তবিদ্য, আমেরিকাবাসিগণের মনে, এরূপ অযথা ভ্রমণানুরাগের উদ্ভব হইয়াছে, এবং প্রিয়বিহারস্থলী ইংলণ্ড, ইতালি, মিসর প্রভৃতি দেশ, তাহাদিগের চিত্তকে এরূপ সদা মোহনরজ্জুবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড, ইতালি, বা গ্রীস যাঁহাদিগের কীর্ত্তিগৌরবে এইরূপ চিত্তরঞ্জন এবং মুগ্ধকর, তাঁহারা ত কখন অনাহূত পর্য্যটনশীল ছিলেন না? কিন্তু পৃথিবীর অক্ষদণ্ডের ন্যায় অবিচলিতভাবে স্ব স্ব স্থানলগ্ন থাকিয়াই, স্বদেশকে যশোভাজন করিয়া গিয়াছেন! অতি প্রশান্ত মুহূর্ত্তে, যখন মনোমধ্যে উদার ভাবের সমুদয় হয়, তখন আমরাও বুঝিতে পারি যে, স্বপদে অধিষ্ঠান করাই জীবনের অখণ্ড নিয়োগ। আত্মা পর্য্যটনশীল নহে। জ্ঞানিগণও স্বগৃহ এবং স্বদেশমধ্যেই কালাতিপাত করেন; এবং কখন কেমন প্রয়োজন বা কর্ত্তব্যানুরোধে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিতে হইলেও, তাঁহারা গার্হ্যভাবচ্যুত হয়েন না। তখনও তাঁহাদিগের মুখচ্ছায়া দর্শন করিলে মনে হয়, যেন জ্ঞান ও ধর্ম্মের আহরণ এবং প্রচারব্রতেই ব্রতী হইয়া, সম্রাটের ন্যায়, দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ ও নগরজনপদাদি পরিদর্শন করিতেছেন। বিহারলিপ্সু পরিব্রাজক বা অনুচরবর্গের মূঢ়কৌতুকাবেশ তন্মধ্যে বিন্দুমাত্রও উপলক্ষিত হয় না।

এবং এইরূপ সর্ব্বাগ্রে গার্হ্যভাবসমারূঢ় হইয়া যদি ব্যক্তিগণ, শিক্ষা, শিল্পোন্নতি, অথবা হিতৈষণার উদ্দেশে, সমগ্রধরামণ্ডল পরিবেষ্টনকরে, আমি তাহাতে কোনও কর্কশ আপত্তি করিব না। কিন্তু অধুনা প্রায় সকলেই, স্বীয় অভিজ্ঞাতবিষয় হইতে মহত্তর বস্তুর সন্দর্শনাশয়ে, দেশান্তর গমন করিয়া থাকেন। যিনি, এইরূপ প্রমোদ বা স্বয়মসমানীত কোন বিষয়ের উপাপ্তি কামনায়, বিদেশযাত্রা করেন, তাঁহাকে সপদি আত্মভ্রষ্ট হইতে হয়; প্রাচীন বস্তুর সহবাসে, তিনি যৌবনসত্ত্বেও জরাভাগী হইয়া থাকেন। থীবস ও প্যালমিরা নগরীর ভগ্নাবশেষমধ্যে তাঁহার চিত্তবৃত্তি ও মনঃশক্তি বয়োজীর্ণ এবং বিধ্বংসিত হইয়া যায়, এবং তিনি ধ্বংসের নিকট ধ্বংস সমানয়ন করেন।

বস্তুতঃ পর্য্যটন, মূঢ়েরই স্বর্গস্বরূপ! নচেৎ প্রথম যাত্রাতেই স্থানভেদের নিরর্থকতা অবধারিত হইয়া যায়। গৃহে বসিয়া কল্পনা করি যে, হয়তঃ রোম বা নেপল্‌স নগরে গমন করিলে, তত্রত্য অশেষবিধ সুন্দর সুন্দর বস্তু-দর্শনে, যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিব, এবং সকল দুঃখবিষাদ নিঃশেষে ভুলিয়া যাইব। তদনুসারে দ্রব্যজাত পিটকরুদ্ধ, ও বন্ধুবর্গকে আলিঙ্গন করিয়া, পোতারোহণ করি, এবং অবশেষে নেপল্‌স নগরে আসিয়া নিদ্রো-খিত হই; কিন্তু এখানেও সেই উগ্রদর্শন সহচর সঙ্গে বর্ত্তমান! এখানেও সেই অননুনেয় অভাবান্তরিত বিষণ্ণাত্মা—যাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভার্থ এতদূর পলায়িত হইয়াছি—আমার পার্শ্ববর্ত্তী! সুতরাং ব্যাকুল হইয়া, ভেটিকান্ ও অন্যান্য প্রাসাদনিচয় দর্শন করিতে যাই; এবং নানা রমণীয় বস্তুদর্শনে ও তদুদ্ভূত আবেগাদিতে আবিষ্ট হইয়া, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে হর্ষোন্মত্ত কল্পনা করিতে থাকি! কিন্তু বস্তুতঃ হর্ষাবেগমাত্রও অনুভব করি না! কারণ যেখানে যাই, সেইখানেই আমার আত্মদৈত্যও সঙ্গে সঙ্গে গমন করে!

৩। কিন্তু ঐ ভ্রমণতৃষা এতদপেক্ষা প্রবলতর বায়ুরোগেরই বাহ্যলক্ষণ; যদ্দ্বারা মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি সামগ্র্যে আক্রান্ত ও বিকারপ্রাপিত হইতেছে! আধুনিক বুদ্ধির প্রকৃতি অত্যন্ত অব্যবস্থিত; এবং বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী হইতে, তাহার চাঞ্চল্য প্রতিনিয়তই বর্দ্ধমান! এমন কি! যখন বাধ্য হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে হয় তখনও, মনঃ যে কোথায় বিচরণ করে, কিছুই নিশ্চয় থাকে না। আমরা—আমেরিকাবাসিগণ—সকল বিষয়েই অন্যের অনুকরণ করিতে ব্যগ্র হই; এবং অনুচিকীর্ষা, কেবল মনের অস্থিরতাই, পরিব্যক্ত করে। আমরা বিদেশীয় রুচি অনুসারে গৃহনির্ম্মাণ করি, এবং বিদেশীয় দ্রব্যজাত দ্বারাই তাহাদিগকে সুসজ্জিত করি। আমা-দিগের বিচার ও মতামত, রুচি ও অভিলাষ এবং মনোবৃত্তিগণও, অতীত ও দূরগত বিষয়ের বাহুলীন হইয়া, অন্ধবৎ পশ্চাৎ পশ্চাদ্ গমন করিয়া থাকে। কিন্তু শিল্পাদি কর্ম্ম যেখানেই প্রাদুর্ভূত হউক না কেন, এই আত্মাই তাহার সৃজন করিয়াছিল! শিল্পকার স্বীয় হৃদয়ভাণ্ডার হইতেই যাবতীয় আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যবিষয়ে, তাঁহার একান্ত চিত্তপ্রবেশ,

এবং তদনুষঙ্গী যাবৎ প্রতিপালনীয় বিধির সম্যক্ প্রণিধান হইতেই, শিল্প-কৌশল সমুদ্ভূত হইয়াছিল! অতএব গথিক, দোরিক, ইত্যাদি নানা প্রণালীর কেন বৃথা অনুকরণ করি? অন্যত্রের ন্যায় অস্মদ্দেশেও সৌন্দর্য্য, উপযোগিতা, কল্পনামাধুর্য্য ও বিন্যাসবিচিত্র্যাদি তাবৎ শিল্পচাতুর্য্য প্রতি-পাদিত হইতে পারে, যদি কেবল আমেরিকাবাসী শিল্পিগণ, স্বদেশের উপপ্লবাধিগতি, অভাবাভিলাষ, আচার ও ব্যবহারনীতি প্রভৃতি, বিবিধ-বিষয়ের অনুধাবন করিয়া, আশা ও অনুরাগের সহিত শিল্পানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়! তাহা হইলে তাহারাও, এরূপ সুদৃশ্যগঠন গৃহাদি-নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইবে, যে তদীয় দেহেও, ঐ সমস্ত শিল্পকৌশলকে ভূয়ো সমুৎপাদিত, এবং রুচি ও কল্পনাকে যুগপৎ পরিতৃপ্ত, দর্শন করিব!

সদা নিজোপরি উপবিষ্ট থাক; এবং কখন অন্যের অনুকরণ করিও না। কারণ, যে গুণ নিজহৃদয়ে বর্ত্তমান তাহাকেই, পুর্ব্বানুশীলনজনিত সমগ্র পরিপক্কতার সহিত, প্রতিক্ষণ অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে; কিন্তু আদত্ত পরকীয় গুণ, কখন সম্যক্ সমায়ত্ত করিতেও সমর্থ হইবে না; কেবল গ্রহণকালোপেত অযত্নলব্ধ অর্দ্ধাধিকারমাত্র চিরদিন রহিয়া যাইবে। যে ব্যক্তি যে কার্য্য চারুতমভাবে সম্পন্ন করিতে পারে, কেবল ধাতাই তাহাকে সেই কার্য্যকৌশল শিখাইতে সমর্থ; অন্যের নিকট সে কখন স্বকীয় বিশিষ্ট গুণাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। অথবা কার্য্যে প্রকটিত না হইলে, লোকেও তাহার বিশিষ্ট গুণগ্রাম নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় না। কোন্ সুপণ্ডিত শিক্ষক, শিক্ষা ও উপদেশদ্বারা, সেক্ষপ্যারকে অধ্যাপিত করিতে পারিতেন? কোন্ পণ্ডিতাগ্রগণ্য গুরু, ফ্রাঙ্কলিন, অবাসিংটন, বেকন বা নিউটনকে, শিক্ষা-সংগঠিত করিতে সমর্থ হইতেন? প্রত্যেক উদারধী ব্যক্তিই জগতমধ্যে অনন্য অর্থাৎ তাঁহার দ্বিতীয় বা সমতুল কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কারণ যে গুণগ্রামের বর্ত্তমানতাহেতু, সিপিয়োর সিপিয়োত্ব সঞ্জাত, তাহা কি তিনি অন্যের নিকট ঋণপ্রাপ্ত হইতেন? সেক্ষপ্যারের কাব্যাবলি পাঠ করিয়াই কেহ তাঁহার প্রতিভাসম্পন্ন হইতে পারে না! অতএব স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মভাগই সম্পাদন কর; কারণ তদধিক সম্পাদনের আশা বা সাহস করিতেও, তুমি ক্ষমবান্ নহ। আবার এই মুহূর্ত্ত অতি সমুদারবাক্ তোমারও মুখাপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে;

যাহা তেজোগৌরবে কথনই, ফিডিয়াসের বিশাল ছিত্তি, মৈসরীয়গণের প্রশস্ত কণিক, অথবা মুশা কি দান্তের লেখনীবিনির্গত ব্যাহৃতি সন্নিধানে, পরাস্ত হইবে না! তবে তাহার বিষয় স্বতন্ত্র। সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী, সহস্ররসনাক্ষরিতোদারবাক্ আত্মা, প্রায় উক্ত বিষয়ের, দ্বিতীয়োক্তি করিতে প্রসন্ন হয় না। কেবল কোন উপায়ে ঐ কুলপতিদিগের বাক্য শ্রবণ গোচর করিতে পারিলেই, সমসমুচ্চস্বরে তাঁহাদিগের প্রত্যুত্তরও প্রদান করিতে পারা যায়। কারণ শ্রবণ ও রসনা অনন্য আত্মারই দ্বিবিধ সাধন। সদা জীবনের পরিশুদ্ধ এবং সমুন্নত প্রদেশেই অবস্থান কর, একাগ্রচিত্তে যথাবিহিত হৃদয়াদেশ বহন কর, এবং তুমিও পুরোজগতকে পুনরুৎপাদিত করিতে সমর্থ হইবে।

৪। ধর্ম্ম, শিক্ষা, ও শিল্পাদির ন্যায় আমাদিগের সামাজিক প্রবৃত্তিও কেবল বিষয়ের বহির্দ্দেশেই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। সকলেই সমাজোন্নতির গর্ব্ব করেন; অথচ কোন ব্যক্তিকেই উন্নত দর্শন করি না।

কারণ, সমাজ কখন অগ্রসর হয় না। যদি কোন দিকে বিস্তারলাভ করে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সমাজমধ্যে অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে সত্য,—কখন সভ্য, কখন অসভ্য, খ্রীষ্টধর্ম্মান্বিত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন বা বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি—কিন্তু এরূপ অবস্থাপরিবর্ত্তনকে, কি ঔৎকর্ষ্যসাধন বা উন্নতি বলে? তাহাতে একদিকে যেমন প্রাপ্তি হয়, অন্যদিকে তেমনি হানি সংবিহিত হইয়া থাকে। সমাজমধ্যে অভিনব শিল্পাবিষ্কার হইল কিন্তু বিনিময়ে কত প্রাচীনবৃত্তি হারাইতে লাগিলাম। সুপরিচ্ছন্ন লেখন ও অধ্যয়নপর আমেরিকাবাসী এবং অজ্ঞ বিবস্ত্র নিউঝিলেণ্ডার—এই উভয়ের অবস্থামধ্যে দেখ কি দূর অন্তর! একজনের পরিচ্ছদকক্ষে ঘটিকা, পেন্সীল, হুণ্ডী প্রভৃতি যাবতীয় সভ্যসম্পত্তি বিদ্যমান; কিন্তু অন্যজনের গদা, ভল্ল, মাতুর ও ক্ষুদ্র কুটিরাংশ ভিন্ন অন্য কোন সম্পদই ধরামধ্যে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু উভয়ের স্বাস্থ্যাদি প্রাকৃতিক অবস্থার তুলনা কর, দেখিবে শ্বেতাঙ্গপুরুষের আদিমশক্তি কতদূর হ্রাস হইয়াছে! যদি পর্য্যটকদিগের গল্প সত্য হয়, অসভ্য নিউঝিলেণ্ডারদেহ কুঠারাহত হইলে দিবসদ্বয় মধ্যেই মাংস উদ্‌গ্রথিত হইয়া, ক্ষতপূরণ হইয়া যায়, যেন কুঠার অঙ্গারতৈলমধ্যেই

আহত হইয়াছিল; কিন্তু সেই আঘাতে গুরুপুরুষের কবরিত হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

সুসভ্য জাতি গতায়তিজন্য যান নির্ম্মাণ করিয়াছে, কিন্তু পরিবর্ত্তে চলচ্ছক্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে। দাঁড়াইতে হইলে দণ্ডোপরি নির্ভর করে, কিন্তু তজ্জন্য পেশিগণের উদ্ধরণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া যায়। জেনিভা নগরী নির্ম্মিত সুদৃশ্যঘটিকা সঙ্গে লইয়া সদা বিচরণ করে, কিন্তু সূর্য্যের গতিনিরীক্ষণদ্বারা দণ্ডগণনা করিবার অভ্যাস তদ্দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। গ্রীন্বিচ মানমন্দির প্রণীত নাব্যপঞ্জিকা তাহার সহচর; সুতরাং প্রয়োজনমত যাবতীয় জ্যোতিষি সংবাদ অতি সুলভ; কিন্তু তজ্জন্য কোন্ নাগরিক লোক গগনের গ্রহনক্ষত্রাদি যথানির্দ্দেশ করিতে সক্ষম? সূর্য্যের "গতিবিরাম" সে কখন নেত্রগোচর করে না; কখন দিবারাত্রির কালপরিমাণ সমান হয়, সে অবগত নহে; এবং ঐ সমুজ্জ্বল বর্ষ-পঞ্জিকার সূচীপত্রপর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ফলকে অঙ্কলাভ করে না। স্মৃতিজ্ঞাপনীর ব্যবহার দ্বারা স্মরণশক্তি অবসাদিত হয়; পুস্তকপুঞ্জ বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করে; এবং বিমাসমিতিসমূহ দুর্ব্বিপাকের সংখ্যাই পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকে; এবং, নানাযন্ত্রের প্রচলন হইতে ক্রিয়াভারবৃদ্ধি হইয়াছে কি না; ব্যবহারবিশিষ্টতা রক্ষা করিতে গিয়া মনস্তেজস্বিতা হারাইতেছি কি না; এবং অনুষ্ঠানসমারূঢ়, পরিচারকপরিবৃত খ্রীষ্টধর্ম্মের আচরণ হইতে স্বাভাবিক সত্যবিক্রম ও ধর্ম্মভাবুকতা লঘু হইতেছে কি না; ইত্যাদি প্রশ্নও মধ্যে মধ্যে সঞ্জাত হয়! কারণ প্রাচীন স্তোয়িকগণ সত্য সত্যই স্তোয়িকগুণাশ্রিত ছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমান খ্রীষ্টান জগতমধ্যে যথার্থ খ্রীষ্টান কোথায়?

সমাজের উচ্চতা বা আয়তি পরিমাণে যেমন কোন হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয় না, তাহার নীতিমর্য্যাদারও সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। আধুনিকগণ, কোন অংশে প্রাচীন লোকদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। উভয়কালগত মহোদয়গণের মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য গুণসাম্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রয়ো বা চতুর্ব্বিংশতি শতাব্দি পূর্ব্বে, কেবল প্লুটার্ক-রচিত বীররচিত পাঠ করিয়া, মনুষ্যহৃদয়ে যে সমস্ত উদারগুণের সমাবেশ হইত, উনবিংশ শতাব্দির তাবৎ বিজ্ঞান, শিল্প, ধর্ম্ম ও দর্শনাদি তদপেক্ষা মহত্তরগুণ কি সমাহৃত করিতে সমর্থ?

এবং কালাত্যয় হইলেই কিছু জাতীয় চিত্তোন্নতি সম্পাদিত হয় না! ফোসায়ন্, সক্রেটিস, এনেক্ষগোরাস্, দায়োজিনিস্, প্রভৃতি সকলেই মহান্ ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের শ্রেণী কোথায়? যাঁহারা যথার্থই তাঁহাদিগের সমশ্রেণীস্থ, তাঁহারা তাঁহাদিগের নামধেয় নহেন, প্রত্যুত স্ব স্ব নামপ্রসিদ্ধ, এবং যথাকালে এক এক স্বাভিমত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। শিল্পাবিষ্কারাদি যাবতীয় বিষয় সমাজের তৎকালিক পরিচ্ছদ মাত্র; তদ্দ্বারা মনুষ্যের আন্তরিক বল পরিবর্দ্ধিত হয় না। এবং অতি পরিশুদ্ধনির্ম্মাণ যন্ত্রেরও অপকারিতা প্রায় তাহার উপকারিতার তুল্য হইয়া থাকে। বেরিঙ ও হড়সন ধীবরতরিমাত্র আরোহণ করিয়া, সে সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহাতে প্যারি এবং ফ্রাঙ্কলিনকেও চমৎকৃত হইতে হইয়াছিল; যদিও ইহাঁদিগের অর্ণবসজ্জায় শিল্প ও বিজ্ঞানের তাবৎ বলবুদ্ধি একত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল! গ্যালিলিও এক নাট্যাবীক্ষণ লইয়া, যেরূপ অসংখ্য জ্যোতির্ম্মণ্ডল অবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সুতীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণসাহায্যে তদপেক্ষা অধিক-সংখ্যক বা ভাস্বরতর গ্রহনক্ষত্রাদি এপর্য্যন্ত কে আবিষ্কার করিতে, সমর্থ হইয়াছে? এক অনন্যতল অর্ণবযান মাত্র অবলম্বন করিয়াই কলম্বস এই আমেরিকাখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন! একদা যে সকল যন্ত্রের এত গৌরব হয়, এবং উপযোগিতার এরূপ উচ্চৈঃ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, কতিপয় বর্ষ বা শতাব্দি পরে, পুনরায় তাহাদিগের অপ্রসিদ্ধি ও অবসান দর্শন করিলে, কৌতুকেরই উদয় হয়! বিপুল বুদ্ধি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তখন স্বীয় স্বভাবসংশ্রয় মানবকেই আশ্রয় করে! একদা আমরা যুদ্ধোপকরণ-সমূহের অশেষ প্রকৃষ্টতাকে বৈজ্ঞানিক অত্যুন্নতির প্রমাণ মধ্যেই গণনা করিতাম। কিন্তু নেপোলিয়ান, তদীয় সহায়ভূত উপকার্য্যাদি দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া নির্ব্বর্ম্মসাহসাধিরূঢ় অনাবৃত সন্নিবেশ দ্বারাই সমস্ত ইয়ুরোপখণ্ডকে বিজিত করিয়াছিলেন! "সম্রাটের ধারণা ছিল," লাঃ কাসাস্ নামক তাঁহার ইতিবেত্তা বলিয়াছেন, "যে এই সমস্ত অস্ত্র, কামান, গুলি গোলাদি উপকরণ পরিত্যাগ করতঃ সৈন্যগণ, যত দিন না রোমান সৈনিকদিগের ন্যায় নিজহস্তে গোধূমচূর্ণ, খাদ্যপ্রস্তুত, করণাদি যাবতীয় জীবনব্যাপার সম্পাদন করিয়া, যুদ্ধ করিতে শিখিবে, ততদিন তাহাদিগের দুর্জ্জেয় হওয়া কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে।"

বলিতে কি, সমাজ জীবনাব্ধির এক প্রকাণ্ড তরঙ্গমাত্র। তরঙ্গ দেখিতে, সদাই উপসর্পিত; কিন্তু তদ্বিধায়ক জলরাশি বিন্দুমাত্রও অগ্রসর নহে। সেই অনন্য জলকণাই কিছু কন্দর হইতে শিখরে উত্থিত হয় না। তবে তরঙ্গের অবিচ্ছেদ, কেবল নয়নেরই ভ্রান্তি। অদ্য যে সমস্ত লোক জাতিমধ্যে পরিগণিত, কল্য তাহারা মৃত হইবে, এবং সেই সঙ্গে তাহাদিগের জ্ঞানোপলব্ধিও চিরসম্পপ্তি প্রাপ্ত হইবে।

এবং এইরূপ, নিজোপরি নির্ভরের অভাবেই লোকে বিষয়-সম্পত্তির উপর এরূপ নির্ভর করে, এবং তদ্রক্ষক শাসনতন্ত্রের ঈদৃশ মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। তাহারা এরূপ সুদীর্ঘকাল দৃষ্টিকে আত্মান্তর্হিত করিয়া অন্যবস্তু পরিনিবিষ্ট রাখিয়াছে, যে এখন অভ্যাসতঃ ধর্ম্মাদি অশেষ সমাজবন্ধনকেই ধনগোপ্তারূপে দর্শন* করে এবং ধনহানির আশঙ্কাতেই, প্রচলিত সমাজবিধির আক্রমণ দর্শন করিলে এতাদৃশ ব্যাকুল কৃপণতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কারণ অধুনা, ধনসম্পত্তির পরিমাণই মর্য্যাদার তুলা; স্বভাবসত্ত্বা গণনামধ্যেও আসিতে পায় না। কিন্তু উৎকর্ষবৃত্তিসম্পন্ন জ্ঞানিজন ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যসম্পদে কেবল লজ্জানুভব করেন; কারণ স্বীয় স্বভাবসম্পদেই তাঁহার নবানুরাগ একান্ত মুগ্ধ। উত্তরাধিকার, দান বা দুষ্কৃতাদি দৈবানীত ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ স্বভাবতঃ বিজাতীয়! তিনি ঈদৃশ অধিকারকে অধিকারমধ্যেই গণ্য করেন না; তাহাতে কোন স্বামিত্বই অনুভব করেন না; তাহার কোনও মূল নিজোপরি বিস্তৃত দেখেন না; এবং তাহাকে বিপ্লব বা তস্করের অভাবেই যেন সম্মুখে বর্ত্তমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতিজ গুণাবলম্বী হইয়া অতি অবশ্যবিধানে, মনুষ্যকে যাহা উপার্জ্জন করিতে হয়, তন্মধ্যে এতদ্রূপ গ্লানি প্রবেশও করিতে পায় না; তাহাতে ক্ষয়ের আশঙ্কা দূরে থাকুক, তাহা সদা সঞ্চীয়মান; রাজতস্করাদি ঈতয়ও তাহার পার্শ্ব দিয়া গমন করে না; এবং অধিকর্ত্তা যেখানে বর্ত্তমান, সেইখানেই ঐ অক্ষয়্য-সমৃদ্ধিরাশিও তাঁহার প্রতিশ্বাসেই অভিনব উপচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই কালিফ আলি বলিয়াছেন "তোমার ভাগ্য বা নির্দ্দিষ্ট ভাগ, নিয়তই তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে; অতএব তুমি তাহার অন্বেষণ হইতে বিরত হও।" আত্মবহির্ভূত বিষয়ে, অযথা আস্থা,

স্থাপন করিতে গেলেই, সংখ্যাবহুলতার প্রতি দাস্যানুরাগ সঞ্জাত হয়। রাজনৈতিক পুরুষগণ অসংখ্যসভায় অধিবেশন করিলেন; জনতার বৃদ্ধি হইতে লাগিল; "ঈসেক্স প্রদেশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত" "নিউ হ্যাম্প সায়ারের প্রাকৃতিকবর্গ সমাগত" ইত্যাদি সংবাদ মুহুর্মুহুঃ প্রচার হইতে লাগিল; এবং দেশানুরাগী নবীন যুবকও আপনাকে সহস্রচক্ষুঃ ও সহস্র ভুজসম্পন্ন জ্ঞান করিতে লাগিলেন! সমাজ সংস্কার করিতে হইবে? বহুল সভার আহ্বান কর! দলবদ্ধ হইয়া ব্যাহার প্রকাশ কর! মন্তব্য নির্ণয় কর! কিন্তু বন্ধুগণ! এইরূপ আচরণ দর্শনে, ঈশ্বর কি প্রসন্ন হইয়া তোমাদিগের হৃদয়নিবাস স্বীকার করিবেন? প্রত্যুত বিপরীতপন্থার অবলম্বন ভিন্ন, তিনি তোমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশও করিবেন না! যতই আভ্যন্তর আশ্রয়াবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া, স্বয়ং সমুত্থিত থাকিতে সক্ষম হইবে, ততই তোমাকে বলিষ্ঠ দর্শন করিব এবং তোমার পারগতারও বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু সহায়সংখ্যার বৃদ্ধিসহকারে তুমি স্বয়ং দুর্ব্বল হইয়া যাইবে। জনৈক স্বস্থ মানব, কি সুবৃহৎ নগরাপেক্ষা গরীয়ান্ নয়? তবে জনানীর নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থী হইও না; এবং সদ্যই দেখিতে পাইবে যে, অশেষ সামাজিক পরিবর্ত্তন, বিতণ্ডা ও গণ্ডগোলমধ্যে, তুমিই কেবল, দৃঢ়স্তম্ভের ন্যায়, এই সমাজপ্রাসাদকে ধারণ করিয়া আছ! যে মানব, শক্তিকে নিসর্গ বলিয়া বিদিত; যাঁহার বিশ্বাস যে আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের সাহায্যাপেক্ষী হইতে গেলেই, দুর্ব্বল এবং অসহায় হইতে হয়; এবং যিনি তদনুসারে নিঃসন্দিগ্ধ সমগ্রচিত্তে আপনাকে আত্মোপরি নিক্ষেপ করেন, তিনি, মুহূর্ত্তমধ্যে, পূর্ব্বোপগত যাবতীয় বিপর্য্যয় সংবরণ করিয়া, ঋজুতা অবলম্বন করিতে পারেন; তাঁহার দেহস্থিতি উন্নত হইয়া আসে; অঙ্গাদির উপর অসীম প্রভুত্ব জন্মে; এবং তাহার কর্ম্ম হইতে অলৌকিক ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়। কারণ, পাদোপরি দণ্ডায়মান ব্যক্তির বলবিক্রম ও কার্য্যদক্ষতা, ঊর্দ্ধপাদাবস্থিত ব্যক্তির অপেক্ষা স্বভাবতঃ অধিক।

অতএব লোকে যাহাকে "অদৃষ্ট" বলে, তাহার এইরূপেই অর্থনিষ্পন্ন কর। অনেকেই অদৃষ্টের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে, এবং তাহার চক্রের আবর্ত্তনানুসারে লাভ বা হানির ভাজন হয়। কিন্তু এরূপ লাভালাভ নিতান্ত

অবৈধ বিবেচনা করিয়া পরিহার করিও, এবং ঈশ্বরের বিধাননায়িকা "সঙ্গতি" বা কার্য্যকারণ চর্চ্চাতেই অভিনিবিষ্ট থাকিও। তাঁহারি আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পাদন ও সমস্ত বিষয় উপলব্ধ করিও; এবং দেখিবে দৈবের চক্র সপদি রুদ্ধগতি হইবে, এবং তুমিও তাহার আবর্ত্তনের আশঙ্কা-শূন্য স্বস্থচিত্তে অবস্থান করিতে পারিবে! কোন রাজনৈতিক বিতণ্ডায় বিজয় লাভ, প্রজাগণের নিকট ভূরি রাজস্বপ্রাপ্তি, পীড়িত বন্ধুর আরোগ্য লাভ, প্রোষিতমিত্রের প্রত্যাগমন, ইত্যাদি অনুকূলসংঘটনা হইলেই, তোমার হৃদয় উল্লসিত হয়, এবং তুমি সুখের দিন উপনীত জ্ঞান কর। কিন্তু এরূপ বিষয়ে কোন প্রত্যয় স্থাপন করিও না। আত্মপ্রসাদ ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তুই, তোমার নিকট কুশল আনয়ন করিবে না। এবং অখণ্ড বিধির বিজয় সম্পাদন ভিন্ন কেহই তোমাকে শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম হইবে না!

## তুলা বিধান।

বিমলবিভাস উষা, প্রদোষ ধূসর,
কালের বিচিত্র পক্ষ শ্বেত শুক্লেতর।
উন্নত ভূধরবর, জলধি গভীর,
কম্পমান তুলাদণ্ড রাখিছে সুস্থির।
পীয়মান চন্দ্রমায়, গুরু সিন্ধুপুরে,
ঐশ্বর্য্য-অভাব দ্বন্দ্ববহ্নি ধূধূ করে।
তাড়িতপ্রভাস তারা, কিরণের মালা,—
অল্পতা আধিক্য মান—নভে করে খেলা।
অনন্ত আকাশ তলে সদা বেগবান,
জগত মণ্ডল মাঝে তৌলিক সমান,
ছুটিছে নিভৃত ধরা শূন্যের উদ্দেশে,
গ্রহক পূরণকৃৎ, কত তার পাশে,
অথবা সুতুলীকর কত ক্ষিপ্রতারা,
নিরপেক্ষ অন্ধকারে ছুটে দিশেহারা।

মানব এলেম তরু, ঋদ্ধি দ্রাক্ষালতা,
দৃঢ়বাঁধে কত ছাঁদে বাঁধে তন্তু সূতা ঃ
যদিও সুক্ষীণ তন্তু দেখি চিত্ত ডরে,
কার সাধ্য লতিকায় কাণ্ডছিন্ন করে।
কি ভয় কর রে, তবে, বালক দুর্ব্বল,
দেবতাও শক্ত নয় হিংসে কীট-দল ?
বিজয়কিরীট সদা গুণি-শিরোশোভা ;
শক্তির সঞ্চয় যথা শক্তি পায় প্রভা।
অনাগত লব্ধ-ভাগ ? অই পক্ষ মেলি
ধাইছে তোমার পানে, দেখ ! কুতূহলী ;
আরো যা তোমার হিতে ধাতা নিয়োজিলা,
আকাশে উড্ডীন কিম্বা রুদ্ধ দিয়া শিলা,
বিদারি ভূধর বাঁধ, সাঁতারি সাগর,
অচিরে ছায়ার ন্যায় হবে অনুচর।

---

# তৃতীয় সন্দর্ভ।

---

## তুলাবিধান।

তুলাবিধানবিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা বাল্যাবধিই পোষণ করিয়া আসিতেছি: কারণ যখন নিতান্ত বালক, তখনও আমার মনে প্রতীতি জন্মিয়াছিল, যে এতদ্বিষয়ে মনুষ্যের দৈনিক জীবন, তাহাদিগের ধর্ম্মবিধানেরও অগ্রবর্ত্তী; এবং লোকে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা হইতে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছে, তাহাও পৌরহিত্যশিক্ষার অতীত। যে সমস্ত অভিজ্ঞের বিষয় হইতে ইহার সূত্র সমাহার করিতে হয়, তাহাদিগের সংখ্যা এবং বিস্তারবহুলতাও আমার চিত্তমুগ্ধ করিয়াছিল; এবং আমি তাহাদিগকে নিরন্তর—স্বপ্নেও—সম্মুখবর্ত্তী দর্শন করিতাম; কারণ, হস্তের কুঠার, থালার অন্ন, রাজপথের কার্য্যকলাপ, ক্ষেত্রে কর্ষণ, গৃহে গার্হস্থ্যবিধান, বন্ধুজনের পরস্পর সম্ভাষণ ও সম্বন্ধবিনিময়, ঋণদান ও প্রতিগ্রহ, মানবচরিত্রের নিসর্গপ্রভাব, সর্গরাজ্য ও মানবীয় গুণগ্রাম, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় তৎস্থলীয় দর্শন করিতাম, এবং এখনও করিতেছি। আমার আরও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এতদ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও ঐশ্বরিকজ্ঞান মনুষ্যের নিকট আনয়ন করিতে সক্ষম হইব; এই জগদাত্মার বর্ত্তমান ক্রিয়া-কলাপ, জনপ্রসিদ্ধির সংসর্গশূন্য নিরক্ষতাবস্থায় তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী করিতে সমর্থ হইব; এবং হয়তঃ, এইরূপে মনুষ্যহৃদয়কেও অনন্তপ্রেমের বিপুলস্রোতে আপ্লুত করিতে পরিব;—প্রেম, যাহার উদ্বেলিত প্রবাহে মানবজীবন চিরকালই পরিপ্লুত হইয়াছে ও হইবে, কারণ এখনও হইতেছে! অধিকন্তু, এরূপ জ্ঞানও জন্মিয়াছিল যে, যদি তুলাবিধানের মূলসূত্রসমূহ, তদ্বিষয়ক স্বয়ঙ্কৃতি বা প্রজ্ঞানের সম্যক্ সাদৃশ্যান্বয়ে, লিপিনিবদ্ধ করিতে সক্ষম হই, তদীয় সমুজ্জ্বল রশ্মি, ধ্রুবতারার ন্যায়, নিশ্চয়

মনুষ্যকুলকে, জীবনের দুর্দ্দিনান্ধকারে এবং গহনপথে, সদা রক্ষা করিবে এবং আমাদিগকেও ক্ষণকালজন্য পথভ্রান্ত হইতে হইবে না।

ইতিমধ্যে একদিন, কোন গীর্জ্জায় ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া, আমার বাল্যের অভিলাষ দৃঢ়মূল হইয়া আসিল। কারণ, সেই বক্তা, লোকে যাঁহার বিশ্বাসপ্রগাঢ়তার বিশেষ সুখ্যাতি করিত, অন্তিম বিচারের কথা প্রসঙ্গ করিয়া, অতি লৌকিকবিধানে তাহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি সর্ব্বাদৌ স্বীকার করিয়া লইলেন, যে ইহজীবনে পাপপুণ্যের বিচার হয় না; এখানে দুরাচারেরই বৃদ্ধি, এবং সজ্জনের অবনতি ও দুরবস্থা, হয়; এবং এই স্বীকৃত বিষয় অবলম্বন করিয়া যুক্তিপ্রয়োগ ও শাস্ত্রীয় উদাহরণ সহায়তায় সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন, যে কেবল পরলোকেই এই দৃষ্টতঃ অসঙ্গতবিষয়ের যোগ্যতা সমর্থিত হয় এবং পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড ইত্যাদির তুলানির্ণয় হইয়া থাকে। সমবেত শ্রোতৃবর্গমধ্যে তদ্বক্তৃতায় অসন্তোষের লেশমাত্রও দৃষ্ট হইল না; এবং যতদূর দেখিতে পাইলাম, উপাসনা সমাপ্ত হইবামাত্র, কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু এই উপদেশের প্রকৃতমর্ম্ম কি? ইহজীবনে সতের দুর্গতি হয়, বলিয়া বক্তা কি বুঝাইলেন? তাঁহার কি অভিপ্রায় যে ইহ লোকে দুর্নীত লোক যেরূপ ভূমি, অট্টালিকা, পণ্যাদি বহুবিধ ধনসম্পত্তি সম্ভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ সাধুগণও, যাঁহারা অধুনা অর্থাভাবে সকলের নিকট ঘৃণিত হইতেছেন, পরলোকে সমতুল্য সম্ভোগের অধিকারী হইবেন, সমান উপভোগ প্রাপ্ত হইবেন,—কোম্পানীর কাগজ সুরম্য পরিচ্ছদ, ও উত্তম আহারপানীয়াদিও তাঁহাদিগের হইবে? এতদ্ব্যতীত অন্য কোন্ তুলাবিধান তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে? অতএব তাহার কি মর্ম্ম যে, ইহাঁরাও একদিন স্তোত্র ও প্রশংসার অধিকার পাইবেন? মনুষ্যকুলকে প্রীত ও উপসেবিত করিবেন? কেন, তাহা ত ইহলোকেও হইতে পারে; এবং তজ্জন্য লোকান্তর ব্যবধানের আবশ্যকতা কি? এইরূপ উপদেশের উহ্যমর্ম্ম যথাযথ সংগ্রহ করিতে হইলে বলিতে হইবে—"পাপীদিগের ন্যায় আমাদেরও একদিন এইরূপ সুখের সময় উপস্থিত হইবে।"—অথবা চরমসিদ্ধান্তের অধ্যাহার করিতে গেলে

স্বীকার করিতে হইবে—"তুমি এখন পাপাচার করিতেছ, আমরা কালক্রমে করিব; আমরা এখনও করিতে পারি, যদি কেবল কৃতকার্য্য হই; এবং সম্প্রতি মনোরথ সফল হয় না বলিয়াই, প্রতিশোধার্থ দিনান্তরের অপেক্ষা করিতেছি।"

কিন্তু এইরূপ ভ্রম কেবল, "জগতে পাপের জয়," "ন্যায়ান্যায় বিচার হয় না," ইত্যাদি সুবৃহৎ বিষয় অমূলক সিদ্ধান্তগ্রাহ্য করণ হইতেই উৎপন্ন। মানবীয় বুদ্ধি কাহাকে বলে—তদীয় জীবনের সার্থকতা কি—এতদ্বিষয়ক জঘন্য বাজার পরিসংখ্যান প্রতি অভিবাদন প্রকাশ হইতেই বক্তার অন্ধতা সঞ্জাত। যদি তিনি যথাযোগ্য প্রস্তুত করিতেন, বা সমুচিত যুক্তি অবলম্বন করিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তিনি সত্যের হৃদয়স্থ হইয়া এবং জগৎ ও লৌকিকতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ইহাদিগের ভূরি অপরাধ ও ভ্রম প্রমাণনিরস্ত করিতেই যত্নবান্ হইতেন। তিনি আত্মার বিদ্যমানতা ও চিত্তের স্বর্ব্বশক্তিমত্তাই ঘোষণা করিতেন। এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে, শুভাশুভ, জয়াজয়, আমমানৃতের মাননিরূপণ করাও স্বীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেন।

প্রচলিত ধর্ম্মগ্রন্থমধ্যেও ঐরূপ জঘন্য যুক্তির বহুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে; এবং বিদ্বান্ গ্রন্থকর্ত্তামহোদয়গণ যখনি সদৃশ বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদিগকেও অনুরূপ যুক্তি ও মতামত অবলম্বন করিতে দেখি। আমার বিবেচনা, আধুনিক ধর্ম্মবিধান, পূর্ব্বের নিরাকৃত উপধর্ম্মাদি অপেক্ষা, কোন দিকে বিধিপ্রকৃষ্টতা বা বিশ্বাসপ্রগাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই; তবে তাহার অনুষ্ঠানাদি পূর্ব্বাপেক্ষা ভূয়ো শোভনতর হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক ব্যক্তিগণকে, তাহাদিগের শোভন ধর্ম্মাচারাপেক্ষা অনেক অংশেই শ্রেষ্ঠ দেখিতে পাই। তাহাদিগের দৈনিক জীবন উহারি অলীকতা স্বাব্যস্ত করে। প্রত্যেক ঋজু-স্বভাব, উন্নতিঞ্চু ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম্মজাতে ধর্ম্মসূত্রসমূহকে পশ্চাৎ পরিত্যক্ত করিয়া যান; এবং সকল ব্যক্তিই কোন না কোন সময় প্রসিদ্ধধর্ম্মের মিথ্যাচারিতা অনুভব করিয়া থাকেন; যদিও সর্ব্বত্র তাহা প্রমাণ ও ঘোষণা করিবার শক্তি লাভ করেন না। কারণ মনুষ্যের প্রজ্ঞা-গভীরতা তাহাদিগের বুদ্ধি ও অনুভূতিরও অতীত। বিদ্যালয় বা উপাসনাগৃহে যে কথা শুনিয়া, পরে তাহাদিগের মনে কোনও চিন্তার উদয়

হয় না, তাহা সামান্য কথোপকথনে কথিত হইলে, অন্ততঃ নীরব প্রশ্ন জন্মাইবারও সম্ভাবনা। যদি কোন ব্যক্তি সভায় বসিয়া বিধি ও বিধাতৃশাসন বিষয়ক স্পর্দ্ধাবাদ করিতে থাকেন, সকলের মৌনাবলোকন করিলে তদীয় বাক্যের নিরর্থকতা অনায়াসেই উপলব্ধ হয়, এবং কথিতবিষয় ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার অসামর্থ্যই মুহুঃ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান ও পরবর্ত্তী অধ্যায়মধ্যে তুলাবিধানবিধির মার্গনির্দ্দেশক কতিপয় বিষয় বর্ণীত করিবার প্রয়াস করিব; এবং যদি তৎপরিধির বৃত্তাংশমাত্রও সমীচীনভাবে অঙ্কিত করিতে শক্য হই, আপনাকে আশাতীতরূপে সুখী এবং সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিব।

মেরু-ভাজিকতা বা ক্রিয়া ও বিক্রিয়া প্রকৃতিরাজ্যের সর্ব্বত্রই নয়নগোচর হয়; আলোক ও অন্ধকার, তাপ ও অনুত্তাপ; জোয়ার ও ভাটা; স্ত্রী ও পুরুষ; নিশ্বাস ও প্রশ্বাস; গুণ ও সংখ্যার সমীকরণ; প্রাণী শরীরে তরল পদার্থের অবস্থিতি; হৃদয়ের সঙ্কোচ ও প্রসারণ; বায়ু ও শব্দের তরঙ্গগতি; আকর্ষণের মধ্যাদর্ষী ও মধ্যাশয়ী প্রবৃত্তি; তাড়িত ও রাসায়নিক গুণসন্নিপাত; ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাহারি বিদ্যমানতা নিরীক্ষণ করি। চৌম্বকশলাকার একপ্রান্তে চৌম্বকগুণবিশেষ সমাহৃত কর, অপর প্রান্ত তৎক্ষণাৎ বিপরীত গুণে সমাক্রান্ত হইবে। যদি কুমেরু আকর্ষণ করে, সুমেরুকে নিরস্ত করিতেই দেখিবে। একস্থান বস্তুশূন্যকর, স্থানান্তর সঙ্গে সঙ্গে সমাকীর্ণ ও নিবিড়ীকৃত হইবে। অতি অনিবার্য্য দ্বিধাভাগেই সমস্ত সৃষ্টি বিভক্তা; সুতরাং বস্তুমাত্রকেই বিষয়ার্দ্ধ বলিয়া প্রতীতি হয়, এবং সামগ্র্য পরিপূরণার্থ অর্দ্ধান্তরের ভাব সদ্যঃ উৎপ্রেরিত হইয়া থাকে; যথা চেতন—অচেতন; নর—নারী; যুগ্ম—অযুগ্ম; কর্ত্তা—কর্ম্ম; ভিতর—বাহির; ঊর্দ্ধ—অধঃ; গতি—নিবৃত্তি; হাঁ—না ইত্যাদি; একের উল্লেখ করিলেই দ্বিতীয়ও চিত্তবর্ত্তী হইয়া থাকে।

কেবল একা জগতের প্রকৃতি ঐরূপ দ্বিধাভিন্না নহে; তদংশীভূত প্রত্যেক বস্তুরও প্রকৃতি তদ্রূপ। অখিল বিশ্বমণ্ডলের ভাব অতি ক্ষুদ্র পরমাণুমধ্যেও বর্ত্তমান। তন্মধ্যেও জলধির উপসর্পণ ও অপসর্পণের ন্যায় দ্বিবিধ গতি নিরীক্ষিত হয়; দিবারাত্রির ন্যায় কালপর্য্যায় এবং নরনারীর ন্যায়

পুরুষপ্রকৃতিভেদও উপলক্ষিত হইয়া থাকে। পার্ব্বতীয় সরলদ্রুমের সূচী-পল্লবমধ্যে, ক্ষুদ্রশস্যবীজের অভ্যন্তরে, এবং প্রতি প্রাণীবিভাগের প্রত্যেক জন্তুমধ্যেও, এই দ্বৈধপ্রকৃতি অবলোকনীয়। তাহাদিগেরও সঙ্কীর্ণ পরিসীমা-মধ্যে, বিস্তীর্ণ ভূতগ্রামের মনোহর ক্রিয়া ও বিপর্য্যয়াপ্তি সন্দর্শিত হয়। উদাহরণস্থলে, প্রাণীরাজ্যমধ্যে, শারীরবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, কোনও প্রাণী প্রকৃতির প্রিয়পাত্র নহে; কোন না কোন সমতুল দোষগুণের সমাবেশদ্বারা তাহাদিগের প্রকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা সমীকৃত হইতেছে, এবং তদীয় সন্নিধানে সমতুল্যতা লাভ করিতেছে। এইহেতু যদি কোন জন্তুর বৃত্তি-বিশেষে পরাকর্ষ দেখিতে পাও, তাহার বৃত্ত্যন্তরের অপকর্ষ বা লঘূকরণ দ্বারাই তাহা সংঘটিত দর্শন করিবে। এবং মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও গ্রীবা দীর্ঘ হইলেই হস্ত, পদ ও দেহকাণ্ডাদিও সেই পরিমাণে হ্রস্বীকৃত হইয়া থাকে।

মূঢ়শক্তিসমূহের অনুশীলন দ্বারাও জাগতিক দ্বৈধভাজিকতার অন্যতর উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেগের বৃদ্ধি হইলেই সময়ের হ্রাস হয়; এবং সেইরূপ কালাধিক্যের আবশ্যকতা হইলে বেগেরও অল্পতা জন্মে। কক্ষমধ্যে গ্রহগণের ইতস্ততঃ অতিক্রান্তি ও অভিক্রান্তি সাম্যও তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। জাতীয়-জীবনোপরি ভূপ্রকৃতি ও বায়ূাদির ক্রিয়া তাহারি অন্যবিধ উদাহরণ। শীতপ্রধান দেশের লোক স্বভাবতঃ বলশালী হয়; এবং অনুর্ব্বর প্রদেশে জ্বর ও কুম্ভীর, শার্দ্দূল ও বৃশ্চিকের ভয় থাকে না।

ঐ অনন্যা দ্বিগুণাপ্রকৃতি মনুষ্যের স্বভাব এবং অবস্থা মূলেও বর্ত্তমান। কুত্রাপি আধিক্য জন্মিলেই অন্যত্র দোষস্পর্শ করে; এবং অভাবের পরি-পূরণার্থ স্থানান্তরে প্রতুলতাই নয়নগোচর হয়। মিষ্ট বস্তুতেও অম্লরস আছে, এবং দোষমধ্যেও গুণের সমাবেশ দেখিতে পাই। যে রসনাদি ইন্দ্রিয়গণদ্বারা নানাবিধ সুখানুভব করি, তাহাদিগেরও অমিতাচারজন্য কষ্টভোগ করিতে হয়; এবং গর্হিতাচারের দণ্ডে প্রাণপর্য্যন্ত হারাইতে হয়। তাহাদিগের মিতচারিতা এইরূপ প্রাণের আশঙ্কাদ্বারাই সুরক্ষিত। প্রতিমাত্রা বুদ্ধি-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে তুল্যপরিমাণ বিমূঢ়তাও অনুপ্রেষিত হয়। কোন বস্তু হারাইলে কোন না কোন দিকে তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়, এবং লাভে বস্ত্বন্তরেরই হানি হয়। ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হইলে ভোক্তার সংখ্যাও পরিবর্দ্ধিত

হয়। যদি আহর্ত্তার আহরণ তদপেক্ষাও অধিক হয়, প্রকৃতি সমৃদ্ধি বাড়াইয়া মনুষ্যকে নির্ধন করিয়া ফেলে; একদিকে সিন্দুকে অর্থ বাড়ে, অন্য দিকে নিজে নিরুদ্যম ও জড় হইয়া আসে। প্রকৃতির নিকট আত্মম্ভরিতা ও অবকরণ স্থান প্রাপ্ত হয় না। যেরূপ বেগে মানবগণের অবস্থাপদ সমান হয়, তাহার তুলনায় উত্তুঙ্গ জলক্ষোভেরও সমতলস্থ হইতে সময় লাগে। অত্যুদ্ধত, বলবান্, ঐশ্বর্য্যশালী, বা প্রসন্নভাগ্য ব্যক্তিকেও ফলতঃ সমক্ষেত্রবর্ত্তী রাখিতে, কোথাও না কোথাও অভিশায়ী বিষয়সংযোগ বর্ত্তমান দেখিতে পাইবে। যদি কোনব্যক্তি অতি দুর্দ্দান্ত হয়, এবং সাধারণের ভয়াবহ হইয়া উঠে; যদি স্বভাব ও অবস্থাহেতু সকলের পীড়াকর হয়; ব্যবহারজন্য অতিনির্ম্মম ক্লেশ-দায়ক, অথবা দুর্ম্মদ পরধনলুব্ধ প্রতিবেশী বলিয়া পরিগণিত হয়; প্রকৃতি তৎক্ষণাৎ তাহাকে কতকগুলি সুকুমার সন্তানসন্ততি প্রেরণ করে, যাহাদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাদির ভাবনায় এবং দুষ্প্রবৃত্তির আশঙ্কায়, তাহার সদা-রুষ্ট বন্ধুর মুখ সদ্যঃ মসৃণীকৃত হইয়া শিষ্টাচারে পরিণত হয়। এইরূপ নানা উপায়ে প্রকৃতি কঠিন দগ্ধপ্রস্তরকেও বিক্ষিপ্ত এবং বিকীর্ণ করিয়া থাকে; দুরন্ত বরাহকে অপসারিত করিয়া শান্ত মেষশাবককে তাহার স্থানে রাখিয়া যায়; এবং স্বীয় তুলাদণ্ডকে যথাভাগ লম্বিত করিয়া রাখে।

কৃষকের মনে হয় প্রভুত্ব এবং উচ্চপদ কি মনোহর বস্তু। কিন্তু আমা-দিগের তন্ত্রাধ্যক্ষকে ঐ সুরম্য শুভ্রপ্রাসাদজন্য কি মহার্ঘই প্রদান করিতে হই-য়াছে! ঐ সর্ব্বপ্রধান দেশনায়কত্ব লাভ করিতে গিয়া, তাঁহার মনের শান্তি নিঃশেষে নষ্ট এবং তাঁহার বিশিষ্ট গুণনিচয় নিষ্ক্রীত, হইয়াছে! দিন কয়েক মাত্র জগতের নিকট দর্শনীয় ও গৌরবভাজন হইবার জন্য, তিনি স্বীয় সিংহা-সনের পশ্চাদ্ভাগবর্ত্তী, অনুচরের ন্যায় দণ্ডায়মান, প্রকৃত প্রভুদিগের পদধূলি লইতেও সম্মত! অথবা মনুষ্য কি বুদ্ধির অক্ষয় গৌরবে মণ্ডিত হইতে চায়? সেখানেও ক্রিয়া ও বিপর্য্যয়ের হস্ত হইতে মুক্তি নাই! কারণ যিনি, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনদ্বারা গরিষ্ঠতা এবং উন্নতিলাভ করিয়াছেন, সুতরাং শিখরাসীন ব্যক্তির ন্যায় জনসমাজকে পদতলস্থবৎ দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহাকেও সেই অত্যুন্নতির ভার বহন করিতে হয়। অভিনব জ্ঞান উচ্ছৃলিত হইলেই অভিনব বিপদেরও আশঙ্কা জন্মে! তিনি কি সত্য সত্যই জ্ঞানালোক

প্রাপ্ত হইয়াছেন? তবে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করাও তাঁহার অপরিহার্য্য হইবে? সদা জাগরূক শাশ্বত আত্মার নিত্যনির্ম্মুক্ত জ্ঞানবিভাস অনুরক্ত হৃদয়ে ধারণ করিতে গিয়া তাঁহাকে স্বজনবান্ধবগণের চির প্রহর্ষিণী প্রণয়ানুরক্তি হইতেও বঞ্চিত হইতে হইবে! তিনি পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, সকলকেই পীড়াকর জ্ঞান করিবেন। জগতের প্রীতি, প্রশংসা, বা লিপ্সার আস্পদ যাবতীয় বস্তুর অধিকারী হইলেও, তাহাদিগকে পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত করিতে হইবে; লোকের প্রশংসা তাঁহার কর্ণেও প্রবেশ করিবে না; তাঁহার সত্যানুরাগ সকলের যন্ত্রণামূল হইবে; এবং তাঁহার নাম জগতের মুখে উপহাসোক্তি ও অবজ্ঞাবাদেই পরিণত হইবে!

এই তুলারক্ষণবিধিই নগরজনপদাদির স্থিতিবিধায়ক ব্যবস্থাপনা লিপিনিবদ্ধ করে। উহার বিরুদ্ধে মন্ত্রপ্রয়োগ বা ক্রিয়াযোজনা করিয়া কোন ফলপ্রত্যাশা করা বৃথা। সংসার কখনই চিরকাল বিধর্ষিত বা কদাচারিত হইবার নহে। "বিষয়াবলি কুশাসিত বা কুরক্ষিত হইতে অভিলাষী নয়!" অন্যায়াচরণের প্রতীকার তন্মুহূর্ত্ত প্রকটিত না হইলেও প্রতীকারের অভাব নাই, এবং একদিন না একদিন নিশ্চয় প্রকটিত হইয়া থাকে। যদি শাসনপ্রণালী নৃশংস হয়,—শাসনকর্ত্তার প্রাণের আশঙ্কা জন্মে। যদি শুল্ক গুরু হয়,—রাজস্ব আদায় হয় না। যদি দণ্ডবিধান অন্যায়রূপে কঠোর কর, জুরিগণ "অপরাধী" নির্ণয় করিবেন না। এবং বিধান মৃদু হইলে, বৈরনির্য্যাতন অগ্রসর হইয়া থাকে। দেশমধ্যে ভয়াবহ প্রাকৃততন্ত্রের অধিবেশন হউক, নাগরিকগণের প্রজ্বলিত বিক্রমশিখা তৎক্ষণাৎ হৃদয় আপূরিত করিয়া, তাহার প্রতাপ রোধ করিবে, এবং জাতীয় জীবনবহ্নি প্রচণ্ড হুতাশনের ন্যায় ইতস্ততঃ শিখা বিস্তার করিতে থাকিবে। এইরূপে, মানবগণের প্রকৃত জীবন ও বিষয়নির্ব্বৃতি, যেন অবস্থাভেদের অসীম কঠোরতা বা বিলাসিতা নিয়তই পরিহার করিয়া নিতান্ত অনপেক্ষমাণের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার অবস্থাপদেই আপনাকে অবস্থাপিত এবং সর্ব্বপ্রকার বিষয়সঙ্গমেই আপনাকে প্রকৃতিস্থ জ্ঞান করিতেছে! শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি যেরূপ হউক না কেন, চরিত্রের প্রভাব সর্ব্বত্রই সমান অক্ষত! তুরস্ক বা নিউইংলণ্ড ইত্যাদি দেশভেদে তাহার কোনই বৈষম্য ঘটে না। ইতিহাসে কথিত আছে যে, অতি প্রাচীনকালে,

যথেচ্ছাচারী রাজাদিগের রাজত্ব সময়েও, মিসরদেশবাসিগণ, শিক্ষা ও অনুশীলন বলে, যতদুর চিত্তস্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, করিয়াছিল।

উপরোক্ত বিবিধ ঘটনাদর্শনে, ইহাই সূচনালব্ধ হয় যে, এই ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যেক পরমাণু মধ্যেও সন্নিবিষ্ট, অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুই ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। সর্গরাজ্যের প্রত্যেক বস্তুমধ্যেই যাবতীয় নিসর্গ-শক্তি বর্ত্তমান। সমস্ত বস্তু অনন্য অব্যক্ত সামগ্রীতেই নির্ম্মিত; এবং এক অদ্বিতীয় আদর্শানুসারেই বিগঠিত। অসংখ্য আকারভেদ ও রূপান্তরমধ্যে, পদার্থবিৎ কোনরূপেই দ্বিতীয় আদর্শের উপলব্ধি করিতে পারেন না। তিনি অশ্বকে ধাবমান মনুষ্যরূপেই দর্শন করেন; মৎস্য, তাঁহার নয়নে, সন্তরণ-শীল মনুষ্য; এবং পক্ষী উড্ডীন মনুষ্যরূপেই পতিত হয়; এবং বৃক্ষ, রুদ্ধ পাদ মনুষ্যবৎ, সদা সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে। প্রতি অভিনব গঠনে, আদর্শের কেবল স্থূললক্ষণ কয়েকটি পুনরুক্ত হয় না; কিন্তু অঙ্গাঙ্গীনভাবে তাহার যাবতীয় সূক্ষ্মবিস্তার, সমগ্র আরাধ্য, সহায় ও অন্তরায়, বিক্রম ও জীবন-মণ্ডল পুনরুৎপাদিত হইয়া থাকে। মানবগণের প্রত্যেক ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প এবং ক্রিয়াও সেইরূপ স্ব স্ব ক্ষুদ্রদেহমধ্যে এই অখিলজগতকে সংক্ষিপ্ত এবং সন্নিবদ্ধ করিতেছে, এবং সমজাতত্বাৎ তদীয় অন্যান্য ক্রিয়া চেষ্টিতেরও জাতলক্ষণাদি প্রতিনিদর্শিত করিতেছে। সুতরাং তাহার প্রত্যেক কর্ম্মই মানবজীবনের একএকটি পূর্ণ নিদর্শন; জীবনের শুভাশুভ, সম্পদাপদ, অরি ও মিত্র, এবং গতি উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ তন্মধ্যেই উপলক্ষিত। অতি অবশ্য নিয়মের অধীনতাহেতু মানবীয় কর্ম্মমাত্রই স্ব স্ব শরীরে সমগ্র মনুষ্যকে সমায়ত্ত, এবং তাহার অদৃষ্টলিপি আদ্যোপান্ত আবৃত্ত, করিয়া থাকে।

জগন্মণ্ডল ক্ষুদ্রনীহারবিন্দুতেও গোলাকৃত। অনুবীক্ষণ ঈদৃশ কীটাণু কুত্রাপিও নিরীক্ষণ করিতে শক্য নয়, যাহার দেহমধ্যে, অল্পতাহেতু, কোন অঙ্গাভাব বা অসম্পূর্ণতা দৃষ্ট হইতে পারে। চক্ষুঃ, কর্ণ, ঘ্রাণ, রসনা, গতি, রোধ, ক্ষুধা, এবং জননেন্দ্রিয়—যদ্দ্বারা অনন্তকালও অধিকৃত হইয়া থাকে—ইত্যাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিগণ ক্ষুদ্রকীটাণুশরীরেরও অবস্থান প্রাপ্ত হয়। এইরূপ স্বকীয় কর্ম্মমধ্যে আমারাও নিজ নিজ জীবন অনুপ্রবিষ্ট করিয়া

থাকি। সর্ব্বত্র বিদ্যমান সর্ব্বব্যাপীর প্রকৃত সূত্র এই যে, ঈশ্বর শৈবালকণা এবং লূতাতন্তুমধ্যেও সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণসত্তায় অভ্যুদিত হইয়া থাকেন। বিশ্বমণ্ডলের গুণশ্রয়; আপনাকে নানা উপায়ে প্রত্যেক বিন্দুমধ্যেই অধিশ্রয়িত করেন। সুতরাং যথায় শুভ বর্ত্তমান, অশুভও তথায় পার্শ্ববর্ত্তী; যেখানে আকর্ষণ, সেখানে নিরাসনও বিদ্যমান; এবং শক্তি থাকিলে, সীমাও তাহার সহচরের ন্যায় সমুপস্থিত।

জগত এইরূপেই জীবিত। এবং এইজন্যই সমস্ত বস্তু অধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন। যে আত্মা, দেহস্থিত হইলে, কেবল অনুভূতিমাত্র প্রতীয়মান হয়, দেহের বাহিরে তাহাই বিধিরূপে বর্ত্তমান। দেহমধ্যে উহার জ্ঞান-শ্বাস অনুভব করি; কিন্তু ইতিহাসমধ্যে উহারি অনিবার্য্য নিদারুণ শক্তি নয়নগোচর করিয়া থাকি। "আত্মাই কেবল জগতে বিদ্যমান, এবং আত্মাই জগতের স্রষ্টিকর্ত্তা।" ঈশ্বরের ন্যায়বিধান মুহূর্ত্তজন্য বিরত বা অপেক্ষমাণ নহে। তাঁহার সমীচীন সূক্ষ্মবিচার, অনুক্ষণ জীবরাজ্যের সর্ব্বত্র, তুলাসংস্থাপিত করিতেছে। "তাঁহার অক্ষক্ষেপ সর্ব্বদাই গুরু অদৃষ্টভারে আক্রান্ত।" জগত তাঁহার সম্মুখে কেবল গুণিতপত্র বা সমীকরণ অঙ্কের উদাহরণবৎ অবস্থিত; যথাভিলাষ সঞ্চালিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া গণনা কর, তুল্য সংখ্যাতেই উপনীত হইবে। যে কোন রাশি গ্রহণ কর, তাহারি নিরূপিত সংখ্যা পুনঃ পুনঃ অধিগত হইবে; কোন দিকে সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি বা বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইবে না। জগতমধ্যে কোন কথাই গুপ্ত থাকে না; নীরবে, এবং অতি অভ্রান্তভাবে, সকল গুপ্ত কথাই প্রকাশিত; যাবৎ অপরাধ দণ্ডিত; সৎকর্ম্ম পুরস্কৃত; এবং অহিতাচরণ প্রতিবিহিত হয়। আমরা "ধাতার বিচার," "শমন দণ্ডাদি" বাক্যের প্রয়োগ করিয়া, কেবল এই বিশ্বব্যাপী অবশ্যতারই নির্দ্দেশ করিয়া থাকি,—যাহার প্রভাবে অংশ সমুদ্ভূত হইলেই, সামগ্র্যের উৎপত্তি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যদি কোথাও ধূম দেখিতে পাও, অবশ্য অগ্নিও তথায় বর্ত্তমান। যদি কোথাও হস্ত কিম্বা অন্য কোন প্রত্যঙ্গখণ্ড নয়নে পতিত হয়, নিশ্চয় জানিবে যে, সমস্ত দেহকাণ্ড অদূর অন্তরালে অবশ্য অধিষ্ঠিত।

ক্রিয়ামাত্রের দণ্ড ও পুরস্কার স্বতঃই বিহিত হইয়া থাকে, অথবা অন্যতর

বাক্যে, ক্রিয়া স্বকীয় পূর্ণাবয়ব দ্বিবিধভাবে সংগঠিত করে ; প্রথমতঃ, সৎ বা কর্তৃজগতমধ্যে ; দ্বিতীয়তঃ, সঙ্গ বা দৃশ্য জগতমধ্যে। মানবগণ কেবল সঙ্গোৎপত্তি বা দৃষ্টফলকেই বিধাতৃ-শাসন বলিয়া বিদিত। কারণিক শাস্তি কর্ত্তামধ্যেই সংবিহিত হয়, এবং আত্মাই কেবল তাহা নয়নগোচর করিতে পারে। বিষয়সঙ্গমে যে শাস্তির সংবিধান, তাহাই বুদ্ধির উপগম্য, এবং তাহাও কর্ত্তা হইতে স্বভাবতঃ অবিচ্ছিন্ন ; কেবল তাহার ক্রিয়া অতি দীর্ঘকালব্যাপী, সুতরাং বহুদিন বিগত না হইলে ফলাফল প্রত্যক্ষ হয় না। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কষাঘাত অপরাধের বহুদিন পরে আসিতে পারে, কিন্তু তাহার আগমনের কোনও সন্দেহ নাই ; কারণ দণ্ড অপরাধের স্বভাবসহচর। অপরাধ ও দণ্ড এক বৃক্ষ হইতেই সমুৎপন্ন। দণ্ডরূপ ফল, প্রমোদ কুসুমের স্নিগ্ধ ও সুরভি অভ্যন্তরেই, অজ্ঞাতসারে পরিপক্কতা লাভ করে। হেতু ও পরিণাম, উপায় ও উদ্দেশ্য, বীজ ও ফল, স্বভাবতঃ যুগ্ম সামগ্রী ; তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। কারণ পরিণাম হেতুর অভ্যন্তরেই প্রস্ফুটিত ; উদ্দেশ্য উপায় মধ্যেই প্রাগ্বর্ত্তমান ; এবং বীজের অন্তরেই ফল স্বভাবতঃ সন্নিহিত।

এইরূপে জগৎ যখন কেবল অখণ্ড থাকিতেই বাসনা করে, এবং কোনরূপে অংশভাগী হইতে সম্মত হয় না, তখন আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র জগদ্বাসিগণ কেবল আংশিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেই ব্যগ্র হয়, এবং সমস্ত বস্তু অবচ্ছিন্ন ও আত্মসাৎ করিতেই বাঞ্ছা করে। আমরা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য, স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল ইন্দ্রিয়ের সুখটুকু গ্রহণ করিতেই লালায়িত হই। আমাদিগের তাবৎ বুদ্ধি-কৌশল, এই অনন্য সম্পাদ্য প্রমাণ করিতেই, চিরকাল অভিনিবিষ্ট—কোন উপায় অবলম্বন করিলে, মানব, ইন্দ্রিয়ারাম, ইন্দ্রিয়াতিরসাল, এবং ইন্দ্রিয়মোহন বস্তু সমূহকে, আত্মারাম, আত্মস্বাদগাঢ়, এবং আত্মরুচির বিষয় হইতে পৃথক্ করিতে সক্ষম হইবে ? অথবা কোন কৌশলবলে ঐ মনোহর উপরিভাগকে এরূপ সুচিক্কণ ও নিঃশেষে স্থূলতাহীন করিয়া উদ্ধৃত করিতে পারিবে, যে তাহার ভাসমান মনোহারিতা ভিন্ন, তলস্থ বিন্দুমাত্র সামগ্রী সহোদ্ধৃত হইবে না ? কোন উপায়ে ঐ নয়নারাম উর্দ্ধভাগ মাত্র তাহার হস্তগত হইবে, অধোদেশ

স্পর্শও করিতে পারিবে না ? আত্মা বলে আহার কর ; কিন্তু দেহ ভোগের বাসনা করে। আত্মার আদেশ, নরনারী একদেহ একপ্রাণ হও ; দেহ কেবল দেহেরই সংযোগ কামনা করে। আত্মার অনুজ্ঞা, ধর্ম্মার্থ বিষয় সঞ্চয় কর, সম্পদের অধিকারী এবং সকলের স্বামী হও ; দেহ কেবল বিষয়সুখের অভিলাষেই সম্পদের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

আত্মা, যাবতীয় বিষয়মধ্যেই অবস্থিতি করিয়া এবং তাহাদিগের সহায়তায়, জীবনধারণ ও জীবনের সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে একান্ত যত্নবান্। বিষয়-দ্বারা পরিবৃত থাকিয়াই, আপনাকে "সৎ বা বস্তু" রূপে প্রতিপন্ন করিতে অভিলাষুক। রূপ, বিদ্যা, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য, প্রমোদাদি সমস্ত সামগ্রীকেই অলঙ্কাররূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—কোন বিষয় পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস করে না। কিন্তু মনুষ্য স্বয়ং একজন পুরুষ হইতে চায়। বিষয়ের দোষগুণ পরিহার করিয়া, স্বকীয় চেষ্টায় সুখাস্বাদ লাভ করিতে অভিলাষ করে। স্বায়মিক-শ্রী-বর্দ্ধনার্থ কত ব্যবসায় আশ্রয় করে, এবং কত প্রকারে মূল্য যাচন করিয়া থাকে। বিশেষ উদাহরণ দর্শাইতে হইলে, যেন আরোহণার্থেই অশ্বারোহণ করে, সজ্জার অভিলাষেই পরিচ্ছদ পরিধান করে ; উপভোগ জন্যই আহার করে ; এবং দর্শনীয় হইতেই শাসনাধিকার বাঞ্ছা করিয়া থাকে। মানুষ উচ্চ ও গণনীয় হইতেই ব্যগ্র ; এবং তজ্জন্যই উচ্চপদ, বিষয়-সমৃদ্ধি, প্রভুত্ব এবং যশো কামনা করে। তাহার ধারণা যে, উচ্চ হওয়া, কেবল জগতের রসাস্বাদের অধিকারী হওয়া—তিক্ত ও কষায় রস পরিত্যাগ করিয়া কেবল মিষ্ট রসেরই, আস্বাদন লাভ করণ মাত্র!

কিন্তু মানবগণের এই বিয়োজন এবং বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি প্রতিনিয়তই বিতথ, এবং প্রতিকারিত হইতেছে। এতাবৎকাল কোনও মন্ত্রণাকার অণুমাত্র ফললাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। হস্ত উত্তোলন করিবামাত্র বিভক্ত জলরাশি এক হইয়া যায়! সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্ভোগের প্রয়াস করিলেই, প্রীতিকর বস্তুর প্রীতিকারিতা চলিয়া যায় ; অনুকূল সামগ্রী ফলদায়িকতা হারায় ; এবং সবলের শক্তিমত্তা বিনষ্ট হয়। যেমন—বাহির শূন্য ভিতর, এবং ছায়া শূন্য আলোক, প্রাপ্ত হওয়া কোনরূপেই সাধ্যায়ত্ত নহে, সেইরূপ বস্তুগণকে দ্বিখণ্ড করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়ারাম উত্তমাংশ মাত্র

গ্রহণ করাও আমাদিগের শক্তি নয়। "প্রকৃতিকে শতধা বিচ্ছিন্ন এবং তাড়িত কর, দেখিতে দেখিতে স্বস্থানে দৌড়িয়া আসিবে এবং তাবৎ অবচ্ছেদ পূর্ণ করিয়া দিবে।

জীবন, স্বভাবতঃ অতি অবশ্য নিয়মানুবন্ধেই সমাবৃত ; মূঢ়গণ তাহা উৎসৃষ্ট করিয়া চলিতে চায় ; অবিবেকিগণ "তাহা অবিদিত" বলিতেও কত অহঙ্কার প্রকাশ করে ; নিয়ম তাহাদিগকে স্পর্শও করে না ;—কিন্তু এরূপ স্পর্দ্ধা কেবল অধরেই অবস্থিত, এবং নিয়মাবলী আত্মার হৃদয়েও পরিবিদ্ধ। যদি কোন দিকে, বা কোন অংশে, তাহা পরিহার করিতে চায়, অন্য কোন মর্ম্ম-স্থানে, নিয়ম আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরে। যদি দুই একটা বাহ্যক্রিয়া-নুষ্ঠানে তাহা এড়াইতে সমর্থ হয়, নিশ্চয় জানিও, পরিহর্ত্তা নিজের জীবন প্রতিরুদ্ধ করিল বলিয়াই তাহার এরূপ সামর্থ্য জন্মিল ; সে আত্মা হইতে পলায়িত হইল ; এবং দণ্ডপ্রতিশোধার্থ মৃত্যু আসিয়া তাহাকে ততদূর গ্রাস করিল। দুঃখের শুল্ক বিনা সুখলাভের প্রয়াস এরূপ বৃথা, তজ্জন্য উদ্যম করাও এতদূর পরিণামশূন্য, যে বিচারতঃ মনুষ্যকে আর তদর্থে দ্বিতীয়োদ্যম করিতে হয় না,—কারণ সেরূপ চেষ্টা কারাও উন্মাদের লক্ষণ ;—কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপার এরূপ যে, যখন বাসনা-ব্যাধির একবার সূত্রপাত হয় ; যখন বিদ্রোহ ও বিভাজনের একবার অভিলাষ জন্মে ; বুদ্ধিও তৎক্ষণাৎ সেই রোগ সংক্রামিত হয় ; সুতরাং মনুষ্য তখন ঈশ্বরের পূর্ণাস্তিত্ব বস্তুমধ্যে দর্শন করে না ; কেবল তাহার দর্শরমনীয়তাই তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রলুব্ধ করে, কিন্তু অনিষ্টকারিতা নয়নগোচর হয় না। সিন্ধুকামিনীগণের সুন্দর বদনমণ্ডল-মাত্র, তাহার দৃষ্টিতে পতিত হয়, কিন্তু তাহাদিগের ভীষণ নক্রপুচ্ছের কথা একবারও স্মৃতিপথবর্ত্তী হয় না। অতএব অনভিলষিত দুঃখভাগ পরিত্যাগ করিয়া, অভিলষিত সুখভাগ সংগ্রহ করিতে, আপনাকে সম্পূর্ণ ক্ষমবান্ বিবেচনা করে। কিন্তু "হে পরাৎপর বৈকুণ্ঠের নীরব-অধিবাসি, তোমার প্রকৃতি কি গূঢ়! তোমার আচার কি অনভিব্যক্ত! অদ্বিতীয় মহীয়ান্! অপারকরুণাসিন্ধো! তোমারি অবিরাম কল্যাণবিধি, ঐ উদ্ভ্রান্ত বাসনাপূর্ণ মনুষ্যগণের স্কন্ধে, ধ্রুবদণ্ডের অন্ধতম প্রক্ষিপ্ত করিতেছে!"

কিন্তু মানবাত্মা, ইতিহাস, উপাখ্যান ব্যবস্থাপনা, কিম্বদন্তী ও সামান্য

কথোপকথনাদিমধ্যেও এই কথিত বিধির সম্পূর্ণ অনুমত-বিধানেই বিচরণ করিয়া থাকে। তাহার সম্যক্ অনুগতা প্রকৃতি, ভাষাসাহিত্যমধ্যেও সহসা বাক্‌স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। যথা, গ্রীকজাতি দেব জুপিটারকেই অদ্বিতীয় চিন্ময় বলিয়া জ্ঞান করিত; তবুও শ্রুতির দোষে বহুল কুৎসিত ভাব তদীয় চরিত্রে সমাবিষ্ট দেখিয়া, তাহারা সেই দুষ্টাচার দেবকে বর্ণনায় হস্তরুদ্ধ করিয়াছিল; এবং এইরূপে, অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রতীকারযোজনাদ্বারা, তাহারা বিবেকেরও নিকট স্বকীয় কুনির্ব্বাচনের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছিল। সুতরাং জুপিটার অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বর হইলেও, প্রকৃতপক্ষে, ইংলণ্ডীয় ভূপালগণের ন্যায় তাঁহার নিজের কোনও ক্ষমতা ছিল না। প্রোমিথিয়ুস তাঁহার গূঢ়ৈশ্বর্য্য-বিশেষের রক্ষাধিকারী ছিলেন, এবং তাহা গ্রহণের বাসনা হইলে, তাঁহাকে অগ্রে প্রোমিথিয়ুসের তোষ-সম্পাদন করিতে হইত। মিনার্ভা তাঁহার বিভূতিদ্বিতীয়ের রক্ষয়িত্রী ছিলেন। জুপিটার স্বীয় কুলিশদণ্ড, কখন যদৃচ্ছা গ্রহণ করিতে পারিতেন না; কারণ তাহার রক্ষাগারের উদ্ঘাটনী সদা মিনার্ভার হস্তগত থাকিত ঃ—

"দেবগণ মধ্যে জানি আমিই কেবল
কোন চাপে উদ্‌ঘাটিত কপাট বিশাল,
সুদৃঢ় প্রকোষ্ঠে যার সদা বিনিদ্রিত
যোবের কুলিশ ভীম।..........."

সর্ব্বময়ের গূঢ়ক্রিয়া এবং তদীয় শিবঙ্কর অভ্যর্থিতবিষয়ক কি প্রাঞ্জল স্বীকারোক্তি! ভারতীয় ধর্ম্মাখ্যানসমূহও সদৃশ নীতিসারবাক্যেই পরিসমাপ্ত! অপিচ নীতিময় গঠন পরিত্যাগ করিয়া কোন আখ্যানের উদ্ভাবন বা প্রচলন সম্ভাবিত নহে। উষা, যুবকের পাণিগ্রহণবাঞ্ছা বিস্মৃত হইয়া, অমরত্ব সত্ত্বেও চিরপঙ্গু স্বভাবজর অরুণের পাণিগ্রহণ করিতেই বাধ্য হইয়াছিল। একিলিসের শরীরও সম্পূর্ণ অচ্ছেদ্য ছিল না; থেটীস তাঁহাকে যৎপদপ্রান্তে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, অক্ষয়কবচদায়ী পূতবারি তৎপ্রদেশ ধৌত করে নাই। নিবেলিঙ্গনকথিত সিগফ্রীডও পূর্ণ অমরতা লাভ করেন নাই; কারণ নাগাসুরশোণিতে স্নানকালে, একটি বৃক্ষপত্র পতিত হইয়া, তাঁহার পৃষ্ঠদেশের কিয়দ্ভাগ আবৃত করিয়াছিল। এবং তিনি দেহের তৎপ্রদেশবিশেষ

অবলম্বনে সম্পূর্ণ বধ্য হইয়াছিলেন। এবং বস্তুতঃ সর্ব্বত্র এইরূপই ঘটিতে হইবে! ঈশ্বর যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুমধ্যেই ভীষণ দারণ রাখিয়া গিয়াছেন! তাঁহার ঐ ভীম দণ্ডবিধি যেন সর্ব্বত্র, সকল বস্তুমধ্যেই, নিঃশব্দে উপসর্পণ লাভ করিতেছে! মনুষ্যকল্পনার উদ্দামক্রীড়ামূলক সরল কাব্যোচ্ছ্বাসমধ্যেও, তাহার দর্শন প্রাপ্ত হইবে;—প্রাচীনবিধি কোন উপায়ে উৎসৃষ্ট করিয়া অবাধ-পরিভ্রমলিপ্সু মনুষ্যকল্পনা অজ্ঞাতে তাহারি ঘোষণা করিয়া থাকে! এই অভ্যাসাদন,—এই প্রেরিত বন্দুকের অপক্রমকে কোনমতে পরিহার করিতে পারে না; কেবল নিরন্তর তাহারি অনিবার্য্যতা জ্ঞাপন করে,—যে সৃষ্টিমধ্যে কোন বস্তুই কৃপালভ্য নহে, সকলকেই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়!

এবং সৃষ্টিশাসনের এই অনিবার্য্যতাই জগৎপ্রহরী নিমেসিস্‌গণের প্রাচীন কথা! নিমেসিস্‌দিগের নিকট কোন অপরাধই দণ্ডবিহীন থাকিত না! প্রসিদ্ধি আছে যে, এই ভৈরবীগণ শমঙ্করী অহিতদলনীর সহকারী—তাহারা সহস্ররশ্মিকেও বিপথগামী দেখিলে দণ্ডিত করিবে! কবিগণ, পাষাণদুর্গ এবং লৌহশৃঙ্খলাদিকেও দুরাত্মা স্বামীর নিষ্ঠুরাচারের নীরব মর্ম্মজ্ঞ বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন! এজেক্ষ হেক্টরকে যে কোটিবন্ধ উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহাই ট্রোজান বীরকে একিলিসের রথচক্রে আবদ্ধ করিয়া, রণভূমিমধ্যে বিলুণ্ঠিত করিয়াছিল; এবং হেক্টরপ্রদত্ত অসিমুখেই এজেক্ষ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন! কথিত আছে যে থেসিয়ান্‌গণ, জাতীয় রঙ্গবিজয়ী থিয়েজিনীসের কীর্ত্তি-স্মরণার্থ তাঁহার শৈলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিলে, জনৈক প্রতিদ্বন্দ্বী তাহা ভগ্ন করিবার মানসে রজনীযোগে উপস্থিত হইয়া তদুপরি পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে থাকে; কিন্তু এইরূপ আঘাতে প্রতিমূর্ত্তি যখন বেদিভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত হইল, তখন সেই অসূয়াপূর্ণ দ্রোহী আততায়িকেও, সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণিত এবং ধূলিসাৎ করিয়াছিল!

উপন্যাসের এবম্বিধ কণ্ঠনিস্বন প্রায় দ্যুলোকিক অনুভূত হইয়া থাকে! কারণ, তাহা রচয়িতার বাসনারাজ্যের ঊর্দ্ধভাগবর্ত্তী চিন্তাপ্রদেশ হইতেই সমাগত! তাহাই লেখকের সারাংশ এবং রচনারও পরভাগ, যন্মধ্যে বিন্দু-পরিমাণ জনৈকতা দৃষ্ট হয় না। লেখক স্বয়ং তাহার প্রকৃতি অবগত নহেন; তাহা তদীয় স্বভাবচরিত্রের নির্য্যাসরূপেই প্রবাহিত হয়; এবং কেবল তীব্র-

কল্পনাক্ষরিতবাক্যপ্রোতঃ নহে। জনৈক কবি বা কারুর রচনাকৌশল আলোচনা দ্বারা তাহার প্রকৃতি সম্যক সুগম হয় না; কিন্তু বহুজনকে একত্র পরিদর্শন করিতে গেলে, সহজেই, সকলের মর্ম্মসূত্ররূপে, বিষয়বিচ্ছিন্ন এবং উপলব্ধ হইয়া থাকে। কারণ, ফিডিয়াসের পরিচয় আমি লাভ করিতে চাহি না; কেবল আদিম গ্রীকসমাজে মনুষ্যাত্মা কিরূপ ক্রিয়া-পরায়ণ ছিল, তাহাই জানিতে অভিলাষুক। ফিডিয়াসের নাম এবং ক্রিয়া-পরিবেষ্টন ঐতিহাসিক বর্ণনায় অতি সুন্দর এবং সুখায়ত্ত হইতে পারে, কিন্তু অত্যুন্নত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে অন্তরায় ব্যতীত সুবিধা জন্মে না। কেন না, মনুষ্য-প্রকৃতি কোন্ নির্দ্দিষ্টকালে কীদৃশ লক্ষ্যাভিমুখে ক্রিয়াপরায়ণ ছিল, এবং ফিডিয়াস্, দান্তে, বা সেক্ষপ্যার নামা তৎকালিক নিয়োগহরগণের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও ব্যসনব্যবধানহেতু, তাহা কিরূপে প্রত্যবেত বা তাহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—তাহাই আমাদিগের একমাত্র আলোচনীয়।

আবার, কিংবদন্তীমধ্যে উল্লিখিত বিধিকে, উপন্যাস হইতেও স্ফুটতরভাবে বিকসিত দেখিতে পাওয়া যায়; এবং কিংবদন্তীগণ বিবেকেরই শিষ্টভাষা ও নিরলঙ্কার অবিমিশ্র সত্যেরই বিজ্ঞানলিপি! ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় কিংবদন্তীগণও প্রাগ্বোধের পুণ্যভূমি। বাহ্যবিমূঢ় প্রলাপভাষী মনুষ্যকুল, সত্যদর্শিকে যে কথার, চলিত ভাষায় উক্তি করিতে দেয় না, তাহা কিংবদন্তীরূপে উক্ত হইলে, তাহাদের কোনও আপত্তি বা প্রতিবাদ থাকে না। এবং এইহেতু, যাজকমণ্ডলী ব্যবস্থাপকবৃন্দ, ও বিদ্বৎসম্প্রদায়, তুলাবিধানবিষয়ক পরমবিধিকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত করিলেও, তাহা অসংখ্য শ্রুতিকথাকারে হাটে ও বাজারে, দোকান ও কর্ম্মশালায়, প্রতিমুহূর্ত্ত বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে; এবং তদীয় বিনয়ন, সর্ব্বত্রবিহারী পক্ষিপতঙ্গগণের নীরবশিক্ষার ন্যায়, সদ্যঃ সার্থকতা ও সর্ব্বব্যাপকতা লাভ করিতেছে!

সকল বস্তুই যুগ্ম, একের বিরুদ্ধে অপর যথা—চড়ের বদলে চাপড়; চক্ষু নিলেই চক্ষু যায়; দাঁত ভাঙ্গিলেই, দাঁত পড়ে; কাটিতে গেলেই, কাটা যায়; পাইএ মাপ, সেরে লও; যেমন বাস, তেমনি বাসি; আজ দাও, কাল পাবে; সিঁচে দাও, সিঁচিয়ে লবে; "চাও কি? কিনে লও!" সাহস কর, পূরে পাবে; যেমন কাম, তেমনি দাম; কায কর, ভাত খাও;

মন্দ খুঁজ, মন্দ পাও; ইত্যাদি। শাপ দিতে গেলেই, অগ্রে তাহা অভিশপ্তার মস্তকে পতিত হয়। যদি দাসের গলায় শৃঙ্খল প্রদান করিতে যাও, নিজেও তাহাতে আবদ্ধ থাকিবে। কুমন্ত্রণা অগ্রে মন্ত্রণাদাতারই বুদ্ধিনাশ করিয়া থাকে। সুতরাং দুষ্টামি কেবল গাধার কায।

কিংবদন্তীসমূহ ঐরূপ তীব্রভাষায় লিখিত, কারণ জগতমধ্যে তদাদর্শ ঘটনাবলিও, অবিকল কঠোর এবং তীক্ষ্ণ। যাহাই বাসনা করি না কেন, স্বভাব, স্বীয় নিয়মানুসারেই, সমস্ত কর্ম্মকে সমায়ত্ত এবং পরিচিহ্নিত করিবে। আমরা ক্ষুদ্র বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, জাগতিক কল্যাণের পথ পরিত্যাগ করতঃ, স্ব স্ব মঙ্গলসাধন করিতেই অভিপ্রায় করি; কিন্তু আমাদিগের ক্রিয়াবলি কি অনির্ব্বচনীয় দুর্দ্ধর্ষগুণে আকৃষ্ট হইয়া, জগতের মেরুর দিকেই প্রধাবিত হয় এবং তাহার সহিত সমরেখাশায়ী হইয়া থাকে!

মনুষ্য নিজের প্রকৃতি বাক্যে ব্যক্ত করিতে পারে না; কিন্তু সে নিজের স্বভাব সর্ব্বদাই বিচার করিয়া থাকে। ইচ্ছা থাক, বা নাই থাক, কথা কহিলেই সহচরগণের নয়নে, তাহার চরিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। মতামত ব্যক্ত করিলেই, তাহা বক্তাকেও আসিয়া স্পর্শ করে। বস্তুতঃ মানবের কথা, লক্ষ্যাভিহত রজ্জুবদ্ধগুলিকার ন্যায়, রজ্জুর অপরার্দ্ধভাগ কখনই প্রেরকের হস্তচ্যুত হয় না। অথবা তাহার প্রকৃতি, তিমি প্রতি নিক্ষিপ্ত বড়শীদণ্ডের সদৃশ; নৌকাস্থিত রজ্জুরাশি অবগুণ্ঠিত করিতে করিতে তিমির দিকে ধাবিত হয়; কিন্তু বড়শী অকর্ম্মণ্য হইলে, বা নিক্ষেপের দোষ থাকিলে, প্রায়শঃ ক্ষেপ্তাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে এবং নৌকাকেও জলমগ্ন করিয়া থাকে।

তুমি নিজের মন্দ না করিয়া, কখন পরের অপকার করিতে পার না। এইরূপ বার্ক বলিয়াছেন, "কোন বিষয়ে শ্লাঘাপর হইতে গেলেই, ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।" বিলাসিসমাজে বাস করিয়া, যিনি শ্লাঘাবশে লোকের বিচার করেন, তিনি অবিমিশ্র সঙ্গসুখ আত্মসাৎ করিতে গিয়া, নিজেই সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হয়েন। যিনি ধর্ম্মের প্রীতি স্বয়ং সম্ভোগ করিবার বাসনায়, অন্যের উপর ধর্ম্মদ্বার রুদ্ধ করিতে চাহেন, তিনি স্বর্গদ্বার নিজোপরি রুদ্ধ করিয়া থাকেন, মনুষ্যকে ছিন্ন বস্ত্রাদির ন্যায় মূল্যশূন্য জ্ঞান করিয়া, তাহার

প্রতি নিতান্ত অপকৃষ্ট ব্যবহার করিলে, তোমাকেও তদ্রূপ লঘুব্যবহৃত, সুতরাং কষ্টভাগী হইতে হইবে। তাহার সহৃদয়তা গ্রহণ করিতে বিমুখ হইলে, তুমিও শীঘ্র হৃদয়শূন্য হইবে। ইন্দ্রিয়গণ, কি নর, কি নারী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি নির্ধন, সকল ব্যক্তিরই সারগ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করে। এই জন্য "হয় তোমার ট্যাঁকে হাত, নয় তোমার গায় হাত" ইত্যাকার গ্রাম্য কথাটিও অতীব সারবান।

সমাজে থাকিয়া ন্যায় ও প্রীতির বন্ধন ছেদন করিতে গেলেই, শীঘ্র শাস্তি লাভ করিতে হয়। ভয় ও আশঙ্কা নানা দিকে উদিত হইয়া তাহার শাস্তি করে। যত দিন সহচর মানবগণের সহিত স্বভাবের সরল বন্ধনে আবদ্ধ থাকি, ততদিন তাহাদিগকে দেখিয়া কোন বিরক্তি জন্মে না। তখন পরস্পর মিলনে সরিৎসঙ্গম বা দুই বায়ুপ্রবাহের ন্যায় মিশিয়া এক হইয়া যাই। কিন্তু ঋজুপথ পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধার্দ্ধি ব্যবহারের উপক্রম, অথবা আমার ভাল, তাহার নয়, ইত্যাকার স্বার্থানুকুল কর্ম্মের চেষ্টা করিবামাত্র, প্রতিবেশী অন্যায় বুঝিতে পারে; আমি তাহার প্রতি যতদূর সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াছি, সেও আমার প্রতি ততদূর সঙ্কোচ প্রকাশ করে; তাহার চক্ষুঃ আর আমার চক্ষুকে অন্বেষণ করে না; বিরোধ উভয়ের অন্তরে উদিত হয়; এবং তাহার মনে ঘৃণা ও আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইতে থাকে।

সমাজের যাবতীয় চিরন্তন কুপ্রথা, বিশেষ বা সাধারণ; পদ ও ঐশ্বর্য্যের অযথা বিভাগ এবং অন্যায় সঞ্চয়; ইত্যাদি বিষয়ও সমবিধানেই দণ্ডিত এবং প্রতিশোধিত হয়। ভয়ই সমাজের অতি সুধীমান্ উপদেষ্টা; এবং যাবৎ বিপ্লবের পূর্ব্বশংসিতা। ভয়ের এই একটি নিত্যশাসন, যে তাহার উদয় হইলেই, তত্তৎস্থানে জরা ও পূতিকে অবশ্য বিদ্যমান জানিতে হয়। ভয়ের স্বভাব যম কাকের ন্যায়, মড়া পড়িলেই বুঝিতে পারে; এবং তাহার উড়িবার কারণ তোমার নয়নে প্রত্যক্ষ না হইলেও, নিশ্চয় কোথাও না কোথাও মৃত্যুর অধিকার হইয়াছে। মনুষ্যমধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী সদা ভীত; ব্যবস্থাপকবৃন্দও সদা ভয়াবিষ্ট; এবং শিক্ষিতসম্প্রদায় স্বভাবভীরু। বহু-কাল হইতেই ভয়, ঐশ্বর্য্য ও শাসনতন্ত্রের শিরোপরি উড্ডীন আছে, এবং তাহাদিগের প্রতি মুখভঙ্গী ও তাহাদিগকে দন্তপ্রদর্শন করিতেছে। ঐ কুৎসিত

পক্ষী অকারণে তাহাদিগের শিরোদেশে উড়িতেছে না। উহার অর্থ ভূরি অহিতাচার, যাহার প্রতিকার অপরিহার্য্য হইয়াছে।

ক্রিয়াচেষ্টিতের বিরাম হইলে, পাছে কোন অবস্থান্তর ঘটে, ঈদৃশী আশ-ঙ্কারও প্রকৃতি ঐরূপ। মেঘনির্ম্মুক্ত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রতাপদর্শনে ভীতিপ্রকাশ, পলিক্রেটীসের পলাশমণি, ঐশ্বর্য্যের সহজাশঙ্কা, এবং, যে সহজরতির বশবর্ত্তী হইয়া, উদারচেতা সুজনগণ উগ্রতপশ্চরণ ও পারলৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন সেই স্বভাবরতি, ইত্যাদি যাবদাশঙ্কা, মনুষ্যহৃদয়মনের অভ্য-ন্তর দিয়া, ন্যায়বানের বিশাল তুলাদণ্ডের বিকম্পনকেই পুনঃ পুনঃ অনুসূচিত করিয়া থাকে!

যাঁহারা বহুদিন সংসারমধ্যে বাস করিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া-ছেন, তাঁহারা জানেন যে, জীবনের ঋণ মুক্তহস্তে পরিশোধ করিয়া যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; যে সামান্য কৃপণতাহেতু অনেক সময় দ্বিগুণ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। অধমর্ণ নিজের দেনায় নিজেই ডুবিয়া যায়। যে ব্যক্তি সহস্র উপকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কখন প্রত্যুপকার করে না, সে কি বাস্তবিক উপকৃত হয়! আলস্য বা ধূর্ত্ততাহেতু প্রতিবেশীর বস্ত্রাশ্বাদি উপগ্রাহ করিয়া তাহার কি কোন শ্রেয়ঃ জন্মে? উপকৃতির সম্পাদন মাত্র একতঃ কৃতজ্ঞতা, অপরতঃ কৃতাভিজ্ঞতা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে, অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে উত্তম ও অধমের ভাব জন্মে। কার্য্যের স্মৃতি উভয়ের মনে রহিয়া যায়; এবং প্রতি অভিনব কার্য্য স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগের পরস্পরসম্বন্ধ প্রগাঢ় বা পরিবর্ত্তিত করিতে থাকে। শীঘ্রই উপকৃতের জ্ঞান জন্মে যে, বরং নিজের অস্থি দ্বিখণ্ড করা উচিত ছিল, তবুও প্রতিবেশির সামগ্রী ভিক্ষা করিতে হইত না—যে "অন্যের নিকট বস্তু যাচ্ঞা করাই, তাহার সুগুরু মূল্য।"

জ্ঞানিজন উপরোক্ত শিক্ষা জীবনের সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং স্বীয় সময়, বিদ্যাবুদ্ধি, ও প্রণয়াদির উপর অন্যের যথাযোগ্য অধিকার প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। কেবল নিরন্তর পরিশোধ কর; কারণ অগ্রে বা পরে, জীবনের যাবৎ ঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে। লোক বা ঘটনার অন্তরালে দাঁড়াইয়া, কিছুকাল ন্যায়ের দায় এড়াইতে পার; কিন্তু

তাহা কেবল কালবিলম্ব মাত্র; অবশেষে তাবদ্ দায়, তোমাকে অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে। অতএব যদি বিবেচক হও, অতুল ঐশ্বর্য্যজন্য লালায়িত হইও না, কারণ ঐশ্বর্য্য কেবল ঋণের ভারই বৃদ্ধি করিয়া থাকে। হিতৈষণা বা কল্যাণ, প্রকৃতির উদ্দেশ্য সত্য; কিন্তু যতবার হিতকৃত হইবে, ততবার তাহার সমুচিত শুল্কও প্রদান করিতে হইবে। এই নিমিত্ত, যিনি ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে অন্যের হিতসাধন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ গরীয়ান্। যে কখন অন্যের উপকার করে না, কেবল অপরের হিতাস্পদ হয়, তাহার ন্যায় নিকৃষ্টস্বভাব জঘন্যকর্ম্মা লোক আর জগতে নাই; অন্যের নিকট উপকার গ্রহণ করা, কিন্তু কখন অন্যের উপকার না করাই, বিশ্বমধ্যে অনন্য হীন কর্ম্ম। উপকারির প্রত্যুপকার করা প্রায় জগতমধ্যে ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু উপকৃত হইলেই তৃতীয় জনের হিতসাধনদ্বারা তাহা পূর্ণমাত্রায়, কড়াক্রান্তি হিসাবে, পরিশোধ করিতেই হয়। সুতরাং অতুল সম্পদের বৃথাধিকারী হইতে ভীত হইও। ঐশ্বর্য্যের যথাব্যবহার না করিলেই অচিরে পূতিগ্রস্ত হইয়া তন্মধ্যে ক্রিমি জন্মাইবে। এই কারণ ঐশ্বর্য্যের ঋণ, কোন না কোন প্রকারে শীঘ্র শীঘ্র পরিশোধ করিয়া যাও।

ঐ অনন্য কঠোর নিয়ম, শ্রমেরও গতিবিধি প্রহরী হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। "স্বস্তার দুরবস্থা" বুদ্ধিমান পদে পদে বলিয়া থাকেন। বস্তুর মূল্য অল্প হইলেই, প্রকৃতিও অকিঞ্চিৎকর হয়। সুতরাং, ফলতঃ এইরূপ সামগ্রীই যথার্থ মহার্ঘ। ঝাঁটা, মাদুর, ছুরী, শকটাদি সামগ্রী ক্রয় করিতে গেলে, আমরা কেবল, কতকগুলি জীবনোপযোগী বস্তুর আকারে, কিয়ৎপরিমাণ সদ্বুদ্ধি মূল্যগ্রহ করিয়া থাকি। অতএব ভূমিমূল্যেই কৃষকের অভিজ্ঞতা ক্রয় করা উচিত; অর্থাৎ কর্ষণ-বপনাদি কৃষিক্রিয়া দ্বারাই তদুপেত্য সুবিজ্ঞতা লাভ করা কর্ত্তব্য; নাবিক হইয়াই নৌদক্ষতার উপার্জ্জন বিধেয়; গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াই রন্ধনাদি গার্হস্থ্য-নৈপুণ্যের লাভ সমুচিত; এবং স্বয়ং কর্ম্মচারী হইয়া হিসাবগণনাদি সংসার কর্ম্মে বিচক্ষণ হওয়াই শ্রেয়ঃ। এইরূপে নিযুক্ত হইলে, তুমি নিজের সত্ত্বা ও শক্তিমত্তাই দিন দিন পরিবর্দ্ধিত করিবে এবং স্বকীয় অধিকারের সর্ব্বত্র যেন আপনাকেই প্রসারিত করিতে থাকিবে। কিন্তু জগতের দ্বিবিধা প্রকৃতি হেতু এতন্মধ্যেও

কোনরূপ ধূর্ত্ততা বা প্রবঞ্চনা প্রশ্রয় পায় না। এইজন্য তস্কর কেবল নিজস্বই অপহরণ করে, এবং বঞ্চক আপনাকেই বঞ্চনা করিয়া থাকে। কারণ শ্রমের প্রকৃত মূল্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম; ধন ও সম্মান তাহাদিগের উপলক্ষণ মাত্র। এই বহির্লক্ষণদ্বয় লিপি-মুদ্রার ন্যায় অনায়াসে অনুকৃত বা অপহৃত হইতে পারে; কিন্তু তদুপলক্ষিত জ্ঞান ও ধর্ম্ম কেহ অনুকরণ বা অপহরণ-করিতে সমর্থ নয়। যত্নপরিশ্রমের এই অমূল্য ফলদ্বয়, শুদ্ধবাসনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, বুদ্ধির যথাপ্রয়োগ ব্যতিরেকে কখনই উপলব্ধ হয় না। কোন্ বঞ্চক, ঋণহর, বা দ্যূতনিষ্ঠ, কারুজনের সাধুযত্নপরিশ্রমলব্ধ বৈষয়িক ও অধ্যাত্মিকজ্ঞান, বলপূর্ব্বক হরণ করিতে সক্ষম; প্রকৃতির নিয়ম কর্ম্ম করিলেই শক্তির বৃদ্ধি হয়; কিন্তু কর্ম্মবিমুখ হইলে কাহারও শক্তির সঞ্চয় হয় না।

সামান্য যূপকাষ্ঠের সূচীকরণ হইতে সুবৃহৎ নগরনির্ম্মাণ বা মহাকাব্যের প্রণয়ন পর্য্যন্ত, মানবের সমগ্র শ্রমবিধান এই বিশ্বকীয় বিপুল তুলামানেরই একটি প্রকাণ্ড নিদর্শন। "দাও ও লও" এতৎ সমভুজদ্বয়বিশিষ্ট সমগ্র সুস্থির তুলাদণ্ড; "মূল্য দিয়া গ্রহণ কর" এতৎ নীতিসূত্র; "বস্তুর যথা মূল্য না দিলে, যথা সামগ্রী পাইবে না, অন্য বস্তু লইতে হইবে; এবং মূল্য বিনা কোন বস্তুই হস্তগত হয় না," ইত্যাদি শিষ্টশিক্ষা কেবল বণিক ও সদাগরের খতিয়ান-পত্রমধ্যে গরীয়ান্ বা অদৃষ্টফলসম্পন্ন নহে; কিন্তু রাজকীয় কোষবিমান, আলোকান্ধকারের উদয়াস্তবিধি, এবং স্বাভাবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ামধ্যেও অতি সুমহান্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমুন্নত বিধি, যাহাকে মনুষ্য স্বীয় যাবৎ কর্ম্মানুষ্ঠানমধ্যেই গ্রথিত এবং নিত্য সন্নিবিষ্ট দর্শন করে; এই সুকঠিন নীতিসার," যাহা তাহার ছিত্তিমুখ হইতে স্ফুলিঙ্গাকারে অবিরল বহির্গত, এবং তাহার মানরজ্জু ও মানদণ্ডদ্বারা প্রতিপাদ পরিমিত হয়, এবং যাহার বিশাল ক্রিয়া বিপণীপত্র ও ইতিহাসমধ্যে সমান প্রস্ফুট এবং সমুজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়,—এই সুবিশাল বিধিই যে, মানবকে যথাযোগ্য জীবিকায় প্রণোদিত করিতেছে, এবং বাক্যে ব্যক্ত না হইলেও, তদীয় চিত্তে তাহার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে, আমি ক্ষণকালজন্য অবিশ্বাস বা অস্বীকার করিতে পারি না!

স্বভাব ও ধর্ম্ম নিসর্গতঃ সন্ধিবদ্ধ বলিয়া জগতের সমস্ত বস্তুই স্বভাবতঃ পাপের বিপক্ষে দণ্ডায়মান। বিশ্বরাজ্যের মনোজ্ঞ নিয়মাবলি এবং এই রমণীয় সৃষ্টি বিশ্বাসঘ্নকে প্রতিপদে কষাঘাত ও নিপীড়িত করে। সে সমস্ত পদার্থকে সত্যরক্ষা এবং হিতসাধনার্থ সম্মুখে সংব্যূহিত দর্শন করে; কিন্তু স্বীয় দুরাচারিতা লুক্কায়িত করিতে, বিস্তীর্ণ বিশ্বমধ্যে বিন্দুমাত্র স্থান প্রাপ্ত হয় না। কারণ, দোষ করিলেই পৃথিবী দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হয়! দুষ্কর্ম্ম কর, ধরা অমনি নির্ম্মল তুষারচ্ছদে সমাবৃত হইয়া বন্যমৃগের গমনপথ নির্দ্দেশ করিতে থাকিবে! তুমি কথিত বাক্য, কখন প্রত্যাখ্যান করিতে শক্ত নও; পদচিহ্ন বিলুপ্ত করিতে সমর্থ নহ; অথবা কোন অবস্থাপিত সোপানাদিকেও, সম্পূর্ণরূপে অপগত চিহ্ন করিয়া উদ্ধৃত করিতে তোমার শক্তি নাই। কোন না কোন তিরস্করী ঘটনা একদিকে নয়, অন্য দিকে নিশ্চয় বাহির হইয়া পড়ে। এবং এই সৃষ্টিগত যাবতীয় পদার্থ ও নিয়মাবলী—জল, তুষার, বায়ু ও আকর্ষণ—তস্করের নিত্যশাস্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই অনন্যবিধিই সমান অস্খলিত ভাবে, যাবতীয় ন্যায়ানুমত কর্ম্মের সমর্থন করিতেছে! অন্যকে প্রীতি করিলেই, তুমিও তাহার প্রণয়াস্পদ হইবে। কারণ প্রণয়ের প্রকার, যাহাই হউক না কেন, তাহার স্বভাব গণিত শাস্ত্রের ন্যায় সম্পূর্ণ যথাফলগ; সমীকরণের উভয় পক্ষ যেমন অনন্য সংখ্যক, তাহারও তদ্রূপ। সতের স্বভাব কেবল অবিমিশ্র সততাতেই পরিপূর্ণ। বিষয়াবলি সমীপবর্ত্তী হইলেই, স্বকীয় বিশুদ্ধবহ্নিতে, তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া লয়; সুতরাং কেহই তাহার অপকার করিতে সমর্থ নয়। প্রত্যুত, নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরিত, ইয়ুরোপীয় সেনাগণের ন্যায়, সম্মুখীন হইলেই, পরকীয় ধ্বজাদি দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তদীয় সৈন্যভুক্ত হয়; অরিগণ মিত্র হইয়া যায়; এবং রোগ, শোক, দোষ ও দারিদ্র্য তাঁহার বন্ধু এবং উপকর্ত্তারূপে প্রতীয়মান হয়:—

পবন হিল্লোল, জলধি প্রবাহ,
বহিছে বীরয বীরের শিরে,
ভূত, দেবলোক; তবুও তাহারা
অভিধানসার, ধরা মাঝারে।

স্বভাবগত দোষ দুর্ব্বলতাও সজ্জনের কল্যাণহেতু হইয়া থাকে। যেমন, শ্লাঘার বিষয় হইতে অনপকৃত লোক প্রাপ্ত হওয়া জগতে অতীব দুর্ঘট, সেইরূপ স্বীয় স্বভাবক্ষত হইতে অনুপকৃত লোকও, সংসারমধ্যে নিতান্ত দুর্ল্লভ। হরিণ, বৃদ্ধ ঈসপের কথামালায়, স্বীয় শৃঙ্গদ্বয়ের কতই না প্রশংসা, এবং পাদচতুষ্টয়ের কতই না নিন্দা, করিয়াছিল! কিন্তু যখন শিকারী আসিল, তখন তাহার নিন্দিত এবং তিরস্কৃত পাদচতুষ্টয়ই, প্রথমতঃ প্রাণরক্ষা করিল; কিন্তু পরে অরণ্যমধ্যে প্রশংসিত শৃঙ্গদ্বয়ই লতাপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার বধের কারণ হইয়াছিল! এইরূপ, জীবন থাকিলে সকলকেই, স্ব স্ব স্বভাবদোষের প্রশংসা করিতে হয়! সত্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে না গেলে, কেহই তাহার অখণ্ডতা বুঝিতে পারে না; এবং সেইরূপ পরের দোষে অপকৃত ও পরের গুণে স্বীয় সমগুণাভাব পরাভূত না হইলেও কেহ অন্যের দোষগুণ চিনিতে পারে না! উহার স্বভাব কি এরূপ দূষিত যে, উনি সমাজবাসের অনুপযুক্ত? তবে অগত্যা, উহাঁকে স্বয়ং স্বকীয় প্রীতিসংবিধান করিতে হইবে; এবং ফলে, সম্পূর্ণ স্বয়ংকুশল আত্মলীন স্বভাবই প্রাপ্ত হইবেন! এবং এইরূপেই মানবগণ শুক্তির ন্যায়, বহিরাচ্ছাদন ভগ্ন হইলে, মুক্তা দিয়া তাহার সংস্কার করিয়া থাকে।

স্বভাবদৌর্ব্বল্যই আমাদের শক্তির নিদান! যত দিন উত্তেজিত, অবমানিত বা নিরতিশয়রূপে উপদ্রুত না হই, ততদিন আমাদিগের সেই দৃঢ় সরোষ সংকল্পও উদিত হয় না, যদ্দ্বারা কত অভিনব গূঢ়শক্তি, অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া, হৃদয়ের বল-বিধান করিয়া থাকে। মহান্ জন স্বভাবতঃ নিতান্ত হীন জনের ন্যায় বাস করিতেই ভাল বাসেন। তিনি বিপুল গরিষ্ঠগুণশয়নে সন্নিবিষ্ট হইয়া সুখে নিদ্রা যান। কিন্তু তাঁহাকে একবার শয্যাতাড়িত কর, পীড়া দাও, কোন পরিভবভাজন কর, অমনি তাঁহার বিনয়ন ও বিকাশেরও সময় উপস্থিত হইবে; তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় ধীমার্গে অধিরোহিত হইবেন; বিশাল মনুষ্যত্বের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন; তাঁহার চৈতন্যোদয় হইবে! তিনি স্বীয় অজ্ঞতা বুঝিতে পারিবেন; তাঁহার হৃদয় হইতে অভিমানজনিত মদান্ধতা বিদূরিত এবং তন্মধ্যে মৃদুগুণের অধিবেশন হইবে; এবং তাহার প্রকৃত দক্ষতা জন্মিবে! যথার্থ বিজ্ঞজন আক্রমণ-

কারির পার্শ্বেই আপনাকে অধিষ্ঠিত করেন; কারণ স্বীয় ক্ষতস্থান নিরূপণ করা, তাঁহার নিজেরই অধিকতর আস্থার বিষয়। ঈদৃশজনের স্বভাবক্ষত বহুদিন উদ্ভিন্ন থাকে না; অচিরেই ত্বকনিষ্কৃষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে; এমনি কি, অরিকুল তাঁহার পরিভাবনা দর্শন করিয়া, উল্লাসপ্রকাশ, বা উৎসবের মনন করিবারও পূর্ব্বে ক্ষতচিহ্নপর্য্যন্ত নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং সমগ্র নিরক্ষতাবস্থায় তিনি তাহাদের সম্মুখে পুনরায় দণ্ডায়মান হয়েন। এই নিমিত্ত, স্তুতি ও প্রশংসাপেক্ষা আমি নিন্দাকেই সর্ব্বতো শ্রেয়স্কর জ্ঞান করি। এবং সংবাদপত্রে যদি কেহ আমার পক্ষ সমর্থন করিতে উদ্যত হয়, তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকি। যতদিন লোকের মুখে, আমার নিন্দা বই অন্য কোন কথাই বহির্গত হয় না, ততদিন অভ্যুদয়ের আশা থাকে। কিন্তু যখনি মধুনিষিক্ত প্রশংসার সুমিষ্ট বাক্যে আমার নামোচ্চারণ করিতে শুনি, তখনি আপনাকে নিতান্ত অসহায় ও শত্রুকুল পরিবেষ্টিত বোধ করিতে থাকি। কারণ সামান্যতঃ, যে যে বিপৎপাতে আমরা মুহ্যমান না হই, তাহা হইতেই আমাদিগের উপকার হয়। এবং যেরূপ সানদ্বীজ্‌দ্বীপনিবাসী অসভ্যগণ শত্রুকে নিহত করিতে পারিলেই, তদীয় বলবীর্য্য স্বকীয় শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকে, সেইরূপ আমরাও, প্রলোভন প্রতিরোধ করিতে পারিলেই, স্বভাবতঃ সমুপচিত বলবিক্রম লাভ করিয়া থাকি।

যে অচিন্ত্য বিধির রক্ষণা গুণে, আমরা এইরূপ নিরন্তর, আপদ, দোষ ও শত্রুতাদির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছি, তাহাই পুনঃ, স্ব স্ব বাসনাকর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ না হইলে, আমাদিগকে আত্মম্ভরিতা ও প্রবঞ্চনার হস্ত হইতেও নিয়ত রক্ষা করিতে পারে! অর্গলাদির বিনির্ম্মাণ মনুষ্যবুদ্ধির পরাকর্ষের চিহ্ন নহে; অথবা ব্যবসায়চাতুরী তাহার বিজ্ঞতা বা কার্য্যদক্ষতার পরিচয় নয়। লোকে প্রতারিত হইবার মূঢ়াশঙ্কায় যাবজ্জীবন কতই না ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ কোন ব্যক্তিই আপনাকে ভিন্ন অন্যকে প্রতারিত করিতে সমর্থ নয়। কারণ যুগপৎ জীবন ও মৃত্যু কোনরূপেই সত্তবাধীন বিষয় নহে! কোন তৃতীয় জন নীরবে, আমাদিগের যাবৎ মিথোক্রিয়ার, অবশিষ্ট পক্ষ অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন! এই অখিলজগদাত্মা তাবৎ কর্ত্তব্য

সমম্বয়ের ভার প্রতিনিয়তই নিজোপরি গ্রহণ করিতেছেন! সুতরাং সরল-হৃদয়ে যথাকর্ত্তব্যসম্পাদান করিলে তাহাতে হানির আশঙ্কা কোথায়? অতএব যদি কোন কৃতঘ্ন প্রভুর অধীনে তোমাকে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার কার্য্য অধিকতর যত্ন ও অনুরাগের সহিত সম্পন্ন করিও। কারণ তদ্দ্বারা কেবল ঈশ্বরকেই অধমর্ণে পরিণত করিবে! এবং প্রতিমাত্রা ক্রিয়ার যোগ্য পুরস্কারও একদিন প্রাপ্ত হইবে! এখানে বিলম্বই কল্যাণের কারণ; কেননা, চক্র-ব্যাজ পরিগণনায় পরিশোধ করাই, এতদ্ধনাগারের চিরন্তন প্রথা।

ধর্ম্মদ্রোহণের ইতিহাস কেবল, স্বভাবশাসন বিতথকরণার্থ, মানবীয় অশেষ চেষ্টারই পরিণাম! কিন্তু হায়! নদীকে, কে পর্ব্বতশিখরাভিমুখে লইয়া যাইতে পারে? অথবা বালুকারজ্জুকেই ঘূর্ণিত করিতে সমর্থ হয়? উপদ্রোঢ়া যিনিই হউন না কেন—একজন বা বহুসংখ্যক, কোন দুরাচার নৃপ বা দুর্ব্বৃত্ত-জনসঙ্কুল—ফলতঃ কোন বৈষম্য জন্মে না। কারণ সঙ্কুলজনানী, দুরাচার ব্যক্তিজনেরই সমাহারমাত্র; যদীয় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বেচ্ছাতঃ বিবেকভ্রষ্ট, এবং বিবেকাদেশ উল্লঙ্ঘন ও বিপ্রকৃত করিতেই উদ্যত। মানবগণ স্ব ইচ্ছায় হিংস্র পশুস্বভাব আশ্রয় করিলেই জনসঙ্কুল নামের আখ্যেয় হইয়া থাকে। এরূপ স্বভাবস্থ ব্যক্তিগণের বিক্রমপ্রকাশের প্রকৃত সময়, রাত্রি। এবং তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপও তদনুমার্গ চিত্তবিধানের সম্পূর্ণ সমুচিত। এরূপ জনানী বিধি দ্রোহণ করিতেই উদ্যত; স্বত্বাধিকারকে কষাঘাত করিতেই অভিলাষুক; এবং ন্যায়বান্ সত্যনিষ্ঠ লোকদিগের শরীর নিপীড়িত ও গৃহাদি দগ্ধ করিয়া ন্যায় এবং সত্যকে পক্ষচ্ছিন্ন ও মসীলিপ্ত করিতেই সদা উগ্রহস্ত। তাহারা এতদূর হিতাহিত বিবেচনাশূন্য, যে প্রমোদান্ধ উদ্দান্ত বালককুলের ন্যায় নক্ষত্র বিসর্পিণী রক্তিমা উদীচ্যজ্বালাতেও অগ্নিসন্দেহ করে, এবং দ্রুতগতি নির্ব্বাপকযন্ত্র লইয়া নির্ব্বাণ করিতে প্রধাবিত হয়। কিন্তু অখণ্ড্যবিধি দুরাচারির ক্রোধবহ্নি তাহারি শিরে আবর্জ্জিত করিয়া থাকেন। ধর্ম্মবীরের অবমাননা কেহই পরিতে পারে না। তাঁহার পৃষ্ঠপতিত প্রত্যেক কষাঘাত জ্বলন্ত যশোশিখায় পরিণত হয়; কারাগার যশোমন্দিরের ভাব ধারণ করে; প্রতিপুস্তক ও গৃহাদির দহনজ্বালা ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত এবং তন্মুখনিঃসৃত প্রতি অবরুদ্ধ বাক্য পৃথিবীর দিগ্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত

করিয়া থাকে। পরে ক্রোধের অবসান হইয়া, যখন বোধোদয় হয়—এবং ব্যক্তিজনের ন্যায় জনানীরও ঈদৃশ ভাবান্তর জন্মিয়া থাকে—তখন সত্যের প্রভাব সকলেই বুঝিতে পারে, এবং নিহত ধর্ম্মবীরও ন্যায়াচারী প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন।

এইরূপে সমস্ত জগত যাবতীয় বহির্ব্ব্যাপারের নিরর্থকতাই কেবল ঘোষণা করিতেছে। তন্মধ্যে মনুষ্যই একা সর্ব্বময়। জগতের তাবৎ পদার্থ দ্বিগুণাত্মক—সৎ ও অসৎ। এবং প্রত্যেক আনুকূল্যই শুল্কসম্পন্ন। অতএব সন্তোষ শিক্ষা করিতেই প্রয়াস করি। কিন্তু তুলাবিধানের শিক্ষা, ঔদাস্য বা বিষয়নিস্পৃহার উপদেশ নহে। অবিবেকী চিন্তাশূন্য লোক, এতদ্বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বলিয়া থাকে, "তবে আর সদাচারের প্রয়োজন কি? ভাল করি বা মন্দ করি, সমান কথা, ফল একই। যদি ইষ্ট লাভ হয়, মূল্য দিতে হইবে; যদি হানি হয় অন্য শুভের ভাজন হইব। ফলতঃ সকল কর্ম্মই অর্থশূন্য।

কিন্তু তুলাবিধান অপেক্ষাও গভীরতর বিষয় মনুষ্যাত্মায় সন্নিহিত রহিয়াছে—তাহার নাম আত্মপ্রকৃতি বা "অধ্যাত্ম"। এই আত্মা, কেবল তুলামান নহে, কিন্তু জ্বলন্ত জীবন! আত্মাই সৎ! ঐ উদ্বেলিত ঘটনা-সমুদ্রের অধস্তলে—যাহার বিপুল তরঙ্গ, সদা সমকন্দরশিখরপরিক্রমে, পরিপূর্ণ তোলনগতি-রঙ্গে প্রসারিত হইতেছে—প্রাণময় প্রকৃতসত্ত্বার প্রাচীন গুহা বর্ত্তমান! এই সন্ময় বা পরমাত্মা কোন সম্বন্ধান্বয় বা অংশ নহেন; কিন্তু স্বয়ং পূর্ণ এবং সমগ্র! সৎ স্বরূপ নিজেই একটি বিশাল ওঙ্কার; নকার তন্মধ্যে প্রবেশও করিতে পারে না। তিনি নিজের তুলায় নিজেই সম্পূর্ণ সংস্থিত; এবং যাবতীয় সম্বন্ধ বিভাগ, ও কালাকাল, একত্র উদরস্থ করিতেই ব্যাপৃত! প্রকৃতি, সত্য, ও ধর্ম্ম তাঁহা হইতেই সমুৎপন্ন, এবং প্রবাহিত! পাপ তাঁহারি অভাব বা তাঁহা হইতেই অপসরণ মাত্র। অথবা অসৎ ও অসত্যকে ছায়া ও রাত্রির ন্যায় পরিগণিত করিতে পারি, যদীয় বিশাল ভূমিপৃষ্ঠে এই জীবময় সংসার স্বয়ং প্রকাশ লাভ করিতেছে! কিন্তু কোন বস্তুই তাহাদিগের দ্বারা সমুদ্ভূত হয় না। তাহাদিগের কোন কর্ম্মের শক্তি নাই—কারণ তাহারা স্বয়ং স্বত্ত্বাসম্পন্ন নহে! সুতরাং তদ্দ্বারা বস্তুতঃ কোন শুভ

সমাচরিত বা অশুভ সংঘটিত হয় না। তবে যে অসৎ ও অসত্যকে নিত্য অশুভ এবং হানিকর বলিয়া থাকি, তাহার কারণ এই যে "অস্তি" অপেক্ষা "নাস্তি" চিরকালই হীনতর।

ইহ জগতমধ্যে কুত্রাপি পাপের পরিণাম বা পাপির দণ্ড হইল না; সে চিরকাল অহঙ্কার ও পাপাচারেই রত রহিল, দেখিয়া আমরা মনে করি, যেন পাপের আর দণ্ড হইল না; এবং এই অনুমানে কতই না হতাশ্বাস হই! সত্য, মনুষ্য বা দেবলোকের নয়নে নির্ব্বুদ্ধি পাপের কোনই শাস্তি দৃষ্ট হয় না! কিন্তু তজ্জন্য সে কি বিধিকেও প্রতারিত করিল? প্রত্যুত, হিংসা ও অনৃতির সহবাস যে পরিমাণে ঘনীভূত হইয়াছে, সেই পরিমাণে তাহাকেও স্বভাব হইতে অবস্রস্ত এবং অবসাদিত, দেখিতে পাইবে। কালক্রমে বৈষয়িক দণ্ডবিধানদ্বারা তাহার দুরাচারিতা স্থূলনয়নেও প্রতিপাদিত হইবে। কিন্তু তাহা আমাদিগের দৃষ্টিতে পতিত হউক বা নাই হউক, ঐ জীবনহর বিয়োগফল,—ঐ মৃত্যুময় পরিণামকে সর্ব্বত্র অনন্তের হিসাব পরিশোধ করিতেই দেখিবে!

অথবা পক্ষান্তরেও কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না যে, ন্যায় ও ধর্ম্মের বৃদ্ধি কেবল ক্ষতির বিনিময়েই হইয়া থাকে! কারণ, ধর্ম্মের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই; এবং জ্ঞানও কখন দণ্ডাধীন নহে; যেহেতু জ্ঞান ও ধর্ম্মই জীবনের যোগ্যভূষণ। কেবল যথার্থ সদানুষ্ঠান দ্বারাই আমরা আপনাদিগকে সম্যক জীবিতানুভব করিতে পারি; তদ্দ্বারাই জগতের বিশালতা বর্দ্ধিত করিয়া থাকি; শূন্য ও মোহকে পরাজিত করিয়া তদীয় মরুময় অধিকারমধ্যে জীবানুকূল সুরস বৃক্ষাদি রোপণ করি; এবং ঘোর তমঃকে নিরস্ত করিয়া ক্রমে দিক্‌প্রাচীরের গভীর পৃষ্ঠেই তাহাকে লুক্কায়িত হইতে দেখি! প্রীতির মাত্রা কখন উচ্ছলিত হইতে পারে না; জ্ঞানের কখন মানাধিক্য জন্মে না; অথবা মনোজ্ঞতাও কখন অত্যন্ত হয় না! বিশুদ্ধ সরল অর্থে গ্রহণ কর, দেখিবে ঐ গুণত্রয় পরিমেয় সামগ্রী নহে! কারণ এই আত্মা কোন সীমাবন্ধ গ্রাহ্য করে না; এবং শুভঙ্করিতা ভিন্ন কখন কোন অমঙ্গল বাক্‌ও উচ্চারিত করে না!

মনুষ্যের জীবন গতি ভিন্ন বিরাম নয়। বিশ্বাস বা প্রতীতিই তাহার

স্বভাবসংস্কার। এই সংস্কারহেতু যখন মনুষ্য সম্বন্ধে "গুরু বা লঘু" "অল্প বা অধিক" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করি; তখন আত্মার উপস্থিতি ভিন্ন অনুপস্থিতি সূচনা করি না। সাহসিক পুরুষ ভীরু অপেক্ষা, ভূয়ো গরিষ্ঠ; মূঢ় ও দুরাচারাপেক্ষা, সত্যবান্ দয়াশীল জ্ঞানী ব্যক্তিই অধিকতর মনুষ্য; অল্পতর নহে। ধর্ম্মৈশ্বর্য্যের কোন শুল্ক নাই; কারণ আত্মার বিকাশ হইতেই যাবতীয় সদ্‌গুণ উৎপন্ন—স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বা নির্দ্ধারবাদ-পরিশূন্য পূর্ণসত্বার অন্তঃপ্রবেশ হইতেই সঞ্জাত। কেবল বিষয় সমৃদ্ধিরই শুল্ক আছে; তাহাকেই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। এবং যদি গুণ বা শ্রমরূপ নিষ্ক্রয়-ব্যতিরেকে তাহার উপলব্ধি হয়, লব্ধাতে কখনই বদ্ধমূল হয় না; এবং একবার বাত্যা বহিলেই কোথায় উড়িয়া যায়। কিন্তু যাবতীয় স্বভাবসমৃদ্ধি সম্পূর্ণ আত্মীয়। হৃদয়-মনের অধ্যবসায়রূপ স্বাভাবিক বৈধমুদ্রা প্রদান করিলেই তাহা অধিকৃত হয়। অতএব আর অনুপার্জ্জিত মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করি না—ভূপ্রোথিত মুদ্রাভাণ্ড পাইতে আর আশা জন্মে না; কারণ জানি যে, তৎসঙ্গে নূতন দায়ও আসিয়া আমাকে ভারাক্রান্ত করিবে। উপস্থিত সম্পদাপেক্ষা অধিকতর বিভবের আর অভিলাষ নাই—ভূসম্পত্তি, সম্ভ্রম-মর্য্যাদা, পদ ও প্রভুত্ব অথবা অনুচরবর্গ কিছুতেই আর বাসনা হয় না। কারণ এরূপ বিভবলাভ সম্পূর্ণ দৃষ্টিশেষমাত্র; কিন্তু তজ্জন্য শুল্কপ্রদান বা ভারবহন সুনিশ্চিত এবং অপরিহার্য্য। জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কিন্তু কোনই শুল্ক প্রদান করিতে হয় না;—"জগন্মধ্যে তুলাবিধান বর্ত্তমান," "ভূগর্ভন্যস্ত অর্থাদিলাভ বাঞ্ছনীয় নহে," ইত্যাদি সুশিক্ষার উপলব্ধিজন্য কি অপচয় সহ্য করিতে হয়? প্রত্যুত তাহাতে কেবল নিরবচ্ছিন্ন চিরানন্দেরই সম্ভোগ লাভ হয়, এবং মনে অচলা শান্তি বিরাজ করিয়া থাকে। তদ্দ্বারা সম্ভাব্য, অশুভ ও অকল্যাণাদির পরিধি সঙ্কীর্ণ করিতেই সক্ষম হই, এবং মহর্ষি বার্ণার্ডের প্রজ্ঞাবত্তাই উপলব্ধ করিঃ—যে "আমি স্বয়ং ভিন্ন অন্য কে আমার অপকার করিতে পারে? আমার যাহা অমঙ্গল ঘটে, আমি নিজে তাহা দিবারাত্রি সঙ্গে সঙ্গে বহন করিয়া থাকি; এবং নিজের দোষ ব্যতীত কখনই সত্য সত্য ক্লেশভাগী হই না।"

মানবগণের এই অসমান অবস্থাপদের সমীকরণও আত্মার প্রকৃতিমধ্যেই

বর্ত্তমান। 'অল্লাধিক,' 'ক্ষুদ্রবৃহৎ' ইত্যাদি অশেষ প্রভেদ ও বিভিন্নতাই যেন প্রকৃতিরাজ্যের অতি ভীষণদৃশ্য। ক্ষুদ্রের দুঃখ কেন না হইবে? কেমন করিয়া বৃহতের প্রতি রোষ ও দ্বেষানুভব না করিবে? যাহাদের মনোবৃত্তি অত্যল্প এবং দুর্ব্বল, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিলেই দুঃখের উদয় হইবে? এবং দর্শক বিষাদে বুদ্ধিহারা হইবেন! তিনি তাহাদের পানে তাকাইতে পারিবেন না; তাহারা পাছে ঈশ্বরকে তিরস্কার করে, এই ভয়ে ব্যাকুল হইবেন। অথচ কিরূপেই বা তিরস্কার হইতে ক্ষান্ত থাকিবে? এ যে বড় বিষম অন্যায়! কিন্তু একবার প্রকৃত বিষয়ের সন্নিকটে গিয়া দর্শন কর, ঐ পর্ব্বতের ন্যায় স্তূপাকার জীবনবন্ধুরতাও কোথায় অদৃশ্য হইবে! এবং যেরূপ সৌরকরে ভাসমান তুষারাদ্রি দ্রবীভূত হইয়া জলধিতে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রেমের অতুল প্রভাবে তাহাকেও ক্রমশঃ হ্রস্বীকৃত হইয়া বিস্তীর্ণ জীবনতলেই মিশাইতে দেখিবে! তথায় সকল মনুষ্যের হৃদয়াত্মা অনন্য বলিয়া, "তোমার ও আমার" ইত্যাদি বিভাগ-বিপ্রিয়তারও অবসান দর্শন করিবে। তখন যাহা তোমার, তাহাই আমার, আমিই ভ্রাতা, ভ্রাতাই আমি, হইব। ধনাঢ্য বা মহান্ প্রতিবেশী কর্ত্তৃক বিচ্ছায়িত এবং পরাভূত হইলেও, তাহাকে প্রীতি করিতে পারিব। এবং প্রীতি করিলেই চিরবাঞ্ছিত অন্যকীয় বিভবগৌরবও নিজের হইয়া যাইবে; এবং অধিকন্তু এইরূপ বিশদ ভাবোদয় হইবে, যে ভ্রাতা কেবল রক্ষকেরই কার্য্য করিতেছেন; অতি মৈত্রীভাবে আমার হিতার্থ এবং আমারই প্রতিনিধি হইয়া, যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন; এবং আমি এরূপ লোলুপের ন্যায় তাঁহার যে বিষয়সম্পত্তির এত প্রশংসা ও আকাঙ্ক্ষা করিতাম, তাহাও সত্য সত্যই আমার হইয়াছে! কারণ যাবৎ বিভাগবৈলক্ষণ্য লুপ্ত করিয়া সমস্ত জগতকে আত্মনীন করাই আত্মার স্বভাবধর্ম্ম! ঈদৃশাত্মারই দ্বিবিধ খণ্ড যিশা এবং সেক্ষপ্যার নামে প্রখ্যাত; সুতরাং প্রীতির গুণে, আমি তাঁহাদিগকেও বিজিত এবং স্বীয় চৈতন্যরাজ্যের অন্তর্গত করিতে পারি! যিশার প্রকৃষ্টগুণাবলিও কি আমার নয়? এবং সেক্ষপ্যারের বিপুল প্রতিভা?—যদি তাহা আমারও না হয়, তবে সত্যই প্রতিভা নামের যোগ্য হইবে না!

আপদামম্বের প্রাকৃতিক বিবরণও, ফলতঃ ঐরূপ। সে সমস্ত পরিবর্ত্তন, মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইয়া মনুষ্যগণের সম্পদশ্রী অপহৃত করে, তাহারা কেবল বর্দ্ধনশীল মনুষ্যপ্রকৃতির স্বভাববিধিকেই সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া থাকে। ঐ প্রকৃতিজ অবশ্যতানিবন্ধন, আত্মা পুনঃ পুনঃ স্বকীয় পূর্ব্ববাসস্থান এবং পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া, সমগ্র অভিনব পদানুষঙ্গ আশ্রয় করে; পুরাতন দ্রব্যজাত, বন্ধুগৃহ, বিধি ও বিশ্বাসকে উৎসৃষ্ট করিয়া, শম্বুকের ন্যায় সুদৃশ্য অথচ কঠিন অবরোধ হইতে বহির্গত হয়, কারণ তন্মধ্যে দেহপ্রসারের স্থান প্রাপ্ত হয় না; এবং কালক্রমে নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া লয়। ব্যক্তিগণের আন্তরিক তেজঃ যেরূপ অধিক হয়, ঐ চিত্তবিপ্লবও সেইরূপ দ্রুত সংঘটিত হইয়া থাকে, এবং অবশেষে কোন বিশদগঠন চিত্তমধ্যে তদভিপাতের আর বিরাম দৃষ্ট হয় না। তখন মানবাত্মা স্বভাবতঃ যাবৎ বিষয়ানুবন্ধকে স্বচ্ছ জলীয়চ্ছদের ন্যায় স্বীয় পরিতো প্রসারিত দর্শন করে এবং তদভ্যন্তর দিয়াই এই জীবরাজ্য পরিদর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাকে ক্ষণকালজন্য ইতর জনবৎ, কালে বহুশঃ প্রচয়ীকৃত সঙ্কর উপাদান সুদৃঢ়, সঙ্কুল কারাবেষ্টন স্বরূপ জ্ঞান করে না। এইরূপ কালের অভ্যুদয় হইলে মানবেরও প্রকৃত-বর্দ্ধন আশাগত হয়, এবং অদ্যকার মনুষ্য দেখিয়া কল্যকার মনুষ্য চরিত্র নির্ণয় করাও দুরূহ হইয়া উঠে। এবং কালক্রমে, মানবের প্রকাশ্য জীবনবিধানও ঐরূপ হওয়াই বিধেয়, যেন, অধুনা যেমন নিত্য নূতন বস্ত্র পরিহিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তখনও দিবসাত্যয় সহকারে পর্য্যুষিত বিষয়সঙ্গ পরিত্যক্ত হইয়া অভ্যাসতঃ অভিনব সমাগমই লাভ হইতে থাকে! কিন্তু আমাদিগের এই স্বভাবভ্রষ্ট পতিতাবস্থায়,—যখন ক্ষান্ত বই অগ্রসর নই, ঐশ্বরিক প্রসারণের প্রতিরোধ ভিন্ন সহকারিতা করি না,—আত্মার বিস্তারসাধন কেবল প্রসভ উৎকম্পন ও উল্লম্ফন দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে।

কারণ আমরা অধুনা বন্ধুজনের বিয়োগ সহ্য করিতে অসমর্থ। প্রিয়কারিগণের প্রস্থানদর্শনে কাতর হই। তাঁহারা প্রয়াণ করিলেই যে, প্রিয়তর সুহৃদ্ সমাগত হইবেন, আমরা বুঝিতে পারি না। কেবল পুরাতনের প্রতিই উপাসকের অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকি।

আত্মার সমৃদ্ধিতে আমাদের বিশ্বাস নাই; তদীয় সমুচিত ভূষণ নিত্য সত্ত্বা ও সর্ব্বব্যাপকতায় আস্থা স্থাপন করি না। মনোহর অতীতকে পুনঃ প্রসূত এবং তদীয়শ্রী প্রতিস্পর্দ্ধিত করিতে, এই বর্ত্তমানের যে শক্তি আছে, আমাদিগের প্রত্যয় হয় না। যে গৃহে একদা আশ্রয় লাভ করিয়া আহারোৎসবাদি সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিয়াছি, তাহা জীর্ণ ও ভগ্ন হইলেও পরিত্যাগ করিতে চাহি না; এবং আত্মা যে অনুরূপ বা উৎকৃষ্ট আহারাশ্রয়াদি প্রদান করিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ করিতে সমর্থ, তাহাও বিশ্বাস করি না। অতীতাপেক্ষা সুমধুর, প্রিয়, বা রুচিরতর বিষয় আমাদের পুনরায় নয়নগোচর হয় না। সুতরাং আকুল-চিত্তে বসিয়া কেবল বৃথা রোদন করি। ঈশ্বর উচ্চৈঃ বলিতেছেন, "উঠিয়া অগ্রসর হও," এবং জীর্ণগৃহে বাস করাও দিন দিন কঠিন হইতেছে; তবুও নূতনের উপর কোন প্রতীতি জন্মিতেছে না। কাযেই শিরোপৃষ্ঠে চক্ষুঃ-সম্পন্ন রাক্ষস কুলের ন্যায়, নিয়ত পরাবর্ত্তিত দৃষ্টির সহিত জগতে বিচরণ করিতেছি।

কিন্তু বহুদিনান্তরে বিপদের পুরস্কার, বুদ্ধিরও গোচরীকৃত হইয়া থাকে। অদ্য ব্যাধি, অঙ্গচ্ছেদ, বা অতি বেদনাকর মনোভঙ্গ, ধনহানি বা বন্ধু-বিপ্রয়োগাদি দুর্ব্বিসহ এবং অপরিপূরণীয় জ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু অচিরে নিশ্চিন্ত বর্ষপরম্পরা সর্ব্ববিপদৌষধি গভীর প্রতিকারিণী শক্তিকে, তাহাদের মূলে মূলে নিহিত দেখাইয়া দিবে। আজ যে প্রিয়তম বন্ধু, প্রাণসমা ভার্য্যা, স্নেহাস্পদ ভ্রাতা বা প্রণয়িজনের মৃত্যু, চিরবিচ্ছেদ বলিয়া জ্ঞান হয়, দুই দিন পরে তাহার সে শোকবিহ্বলকর মূর্ত্তি অবশিষ্ট থাকে না; তখন তাহাকে ঈশ্বরের কল্যাণ এবং রক্ষণবিধান স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকি, যেন তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতিঃ আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিল! কারণ সময় অগ্রসরক্রমে, আমাদিগের তাবৎ জীবনপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপ্লব সাধন করিয়া থাকে; পর্য্যুষিত অতএব যেন পরিসম্পত্তিহেতু, অপেক্ষামাণ বাল্য বা যৌবন কালকে অবসায়িত, এবং সুপরিচিত কিন্তু অদ্য বৃথা ব্যবসায়, গার্হস্থ্য বা আচারনিগড় ভগ্ন করিয়া আত্মার পরিপোষণানুকূল অভিনব সঙ্গের সূত্রপাত ও সংগঠন করিয়া দেয়। কালের বশে কতই নূতন সঙ্গের

পরিচয় লাভ করিতে হয় ; ভাবী জীবনের প্রথমসহায়স্বরূপ কতই নবীনাসঙ্গের প্রভাবাধীন হইতে হয়! এবং তাহারি কৃপায়, যে নর-নারীকুল, অন্যথা সঙ্কীর্ণোদ্যানগত প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় রহিয়া যাইত, এবং শিরোপরি প্রচুর প্রাণকর কিরণবর্ষণ হইলেও, স্থানাভাবে মূল-বিস্তারের অবকাশ পাইত না, এইরূপে পুনঃ পুনঃ অবরোধশূন্য ও উদ্যানপালের হস্তমুক্ত হইয়া আরণ্যবটের বিশালতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং প্রতিবেশী মনুষ্যকুলকে ছায়া ও ফলদানে সম্বৰ্দ্ধিত করিতেও সামর্থ্য লাভ করে!

---

## অধ্যাত্ম বিধি।

স্বর্গেও দেবতা মাঝে তব বিধিমতা,
বিশ্বের আবাসভূমি, বিশ্বের বিধাতা,
মানবের পরিহীন সময় খুঁড়িয়া,
নির্ম্মাইছ অনন্তের মঞ্চ শিলা দিয়া ;
স্বয়ম আস্থিত নিরালম্ব বিনির্ম্মাণ
ডরে না কালের হাত সমূল ছিন্দান
জরার পরশে লভে সদ্য উপচয়,
যোগায় বর্দ্ধন আসি শ্রুতশক্তিচয়—
সমাবৃত অপক্রম-বিক্রিয়ামাঝার,
বহ্নিহিম, হিমফুটে, প্রতাপে যাহার ;
পাপের পাংশুল হাতে করায় গঠন
পুণ্যের রজত-শুভ্র রম্য সিংহাসন।

# চতুর্থ সন্দর্ভ।

## অধ্যাত্ম বিধি।

যখন মনে চিন্তার স্রোতঃ বহিতে থাকে, যখন ধ্যানালোকে আমরা স্ব স্ব জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই যে, এই জীবন সৌন্দর্য্যের অতুল ক্রোড়েই সুখাসীন। পশ্চাদ্গত যাবতীয় বস্তু, দূরবর্ত্তী মেঘাবলির ন্যায়, নানা রমণীয় আকার ধারণ করে। এবং অতি পর্য্যুষিত অতএব অপ্রীতিকর সামগ্রী, এমন কি অতি ভীষণ শোকাবহ ব্যাপারসমূহও যখন স্মৃতির আগারে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিতে থাকে, স্বভাবতঃ সুন্দর এবং মুগ্ধকর প্রতীয়মান হয়। নদীতট, জলগুল্ম, প্রাচীন গৃহ, এবং অর্ব্বাচীন লোক-দর্শনকালে যতই উপেক্ষিত বা অবজ্ঞাত হউক না কেন—ভূতের অঙ্কস্থ হইলেই মধুরতা সমাশ্রয় করে। এবং সমাধি প্রতীক্ষমাণ শবদেহও, কবরিত হইলে, তচ্ছয়ন-গৃহকে গাম্ভীর্য্যমনোজ্ঞতা প্রদান করিয়া থাকে। আত্মার স্বভাব কুগঠন বা ক্লেশ জানিতেও চাহে না! যদি, এই নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যো-দয়কালে, আমাদিগকে কোন কঠোর সত্য অভিব্যক্ত করিতে হয়, তবে নিশ্চয় বলিতে হইবে যে, জীবনে কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না! কারণ, এই সময় মনের গৌরব এবং বিশালতা এরূপ অসীম বোধ হয় যে, কিছুতেই তাহা হইতে অনুভাব্য পরিমাণ কিয়দংশমাত্রও অপহরণ করিতে পারে না। যাবতীয় হানি, যাবৎ ক্লেশ, বৈলক্ষণ্যের ন্যায় প্রতীত হয়; এবং এই অখিল বিশ্ববিস্তার সম্পূর্ণ অখণ্ডভাবে আত্মার সম্মুখে বিরাজ করিতে থাকে। বিরক্তি, যন্ত্রণা, বা আপৎপাত, কিছুতেই আমাদিগের বিশ্বাসের হ্রাস করিতে পারে না। কারণ দেখিতে পাই, যে কোন ব্যক্তিই স্বকীয় জীবনাধি কখন সম্যক্ লঘু করিয়া বর্ণনা করে না। নিতান্ত সহিষ্ণু, এবং নির্দ্দয় নিপীড়িত ব্যক্তির

বাক্য হইতেও আতিশয্যদোষ বর্জ্জন করিতে হয়। কেননা, সীমাপরিরুদ্ধ ক্ষুদ্র দেহী ব্যক্তিই কর্ম্ম ভোগ করে এবং ক্লেশভাগী হয়; কিন্তু সেই অসীম ইয়ত্তাহীন চেদীয়ান্ প্রশান্ত সুষুপ্তির সুখশয়নে দেহ প্রসারিত করিয়া সদা বিরাম লাভ করে।

অধ্যাত্মিক জীবন এইরূপ সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন এবং স্বাস্থ্যসম্পন্ন রাখিতে পারা যায়, যদি মানবগণ স্বভাবানুগত হইয়াই জীবন যাপন করে, এবং নানা প্রকার অলীক ও অস্বাভাবিক অন্তরায় সমুদ্ভাবিত করিয়া নিজ নিজ চিত্তকে বৃথা ভারাক্রান্ত না করে। কোন ব্যক্তিরই বৃথাচিন্তায় সমাকুলিত হইবার প্রয়োজন নাই। যাহা সম্যক্ তদীয় স্বভাবানুমত, সেইভাবেই ক্রিয়া ও কথাবার্ত্তাদি নির্ব্বাহ করুক, নিতান্ত গ্রন্থবিমূঢ় হইলেও স্বকীয় প্রকৃতি হইতে কোনরূপ মানসিক প্রত্যবায় বা সন্দেহের ভাজন হইবে না। আধুনিক যুবাগণ আদিম পাপ, আদ্যদুঃখ, নিয়তাদি নানা শাস্ত্রীয় প্রশ্নে অভিভূত এবং রুগ্নচিত্ত হইয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিক, তজ্জন্য কোন কালে, মনুষ্যকে ক্রিয়াতঃ বিঘ্নানুভব করিতে হয় নাই—অথবা স্বীয় সহজ পথ পরিত্যাগ করতঃ তাহাদিগের অন্বেষণে গমন না করিলে কোন ব্যক্তিরই জীবন তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন হয় নাই। ঐ প্রশ্নগণ আত্মার পক্ষে জ্বর, কাশ, হাম, দন্তপেষণাদিবৎ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাধিমাত্র; তদ্দ্বারা পীড়িত না হইলে, কেহই তাহাদিগের উৎকটতানিরূপণ বা ঔষধ ব্যবস্থা, করিতে সক্ষম হয় না। সরল, স্বভাবস্থ চিত্ত তাহাদিগকে রিপু বলিয়াই জ্ঞাত নহে। অন্যের নিকট স্বীয় ধর্ম্মসূত্র সমূহের পরিচয় দেওয়া, বা চিত্তের যোগসাধন ও মুক্তিমার্গ ব্যাখ্যাত করিতে সমর্থ হওযাও, স্বতন্ত্র কথা। তজ্জন্য নানাবিধ সামান্যেতর গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সম্যক্ আত্মজ্ঞানের অধিকারী না হইয়াও কেবল স্বভাবানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া বনবাসীসুলভ তেজস্বী প্রকৃতি ও চিত্তপরিপুষ্টিলাভ করিতে পায়। "কতিপয় সবলবৃত্তি এবং কয়েকটি সরল নিয়ম" হইলেই, মনুষ্যের প্রচুর হয়।

আমার মনোমধ্যে এই বহমান চিন্তাস্রোতঃ যেরূপে প্রবাহবদ্ধ হইয়া বিনিঃসৃত হইতেছে, তাহা কখনই আমার অভিলাষ হইতে সমুৎপন্ন নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যবহারাদি আজীবশিক্ষালয়ে বর্ষানুক্রমে রীতিমত অধ্যাপনা-

ধীন হইয়া, যে শিক্ষালাভ করিয়াছি, তাহাও সামান্য বিদ্যালয়মধ্যে যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত পুস্তকপাঠোপগত শিক্ষা অপেক্ষা কোনরূপে প্রকৃষ্টতর নহে। আমরা যাহা শিক্ষার মধ্যে গণ্য করি না, তাহাই তদাখ্যাত শিক্ষা অপেক্ষা ভূয়ো জ্যায়সী। যখন মনোমধ্যে কোন ভাবগ্রহণ করি, তখন তাহারা উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা নির্ণয় করিতে কোনই প্রয়াস করি না। এবং আমাদের প্রসিদ্ধ শিক্ষা কেবল এই স্বভাবচুম্বকের গুণ অবসাদিত ও প্রত্যেবেত করিতেই অশেষ প্রয়াসের অপচয় করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাকে অপ্রতিরুদ্ধ-ভাবে কার্য্য করিতে দাও, স্বকীয় উপযোগী সমস্ত সামগ্রী অনায়াসে নির্ব্বাচিত করিয়া লইবে।

সেইরূপ ইচ্ছা কর্ত্তৃক নানাদিকে প্রতিবাধিত হইয়া, আমাদিগের অধ্যাত্মিক প্রকৃতিও অতি দূষিত হইতেছে। লোক, ধর্ম্মকে রিপুসংযৎ বলিয়া উল্লেখ করে, এবং স্ব স্ব সংযমনের আধিক্যানুসারে শ্লাঘাগম্ভীর মুখচ্ছায়া ধারণ করিয়া থাকে। আহাদিগের সমীপে কোন যথার্থ উদার প্রকৃতির সুখ্যাতি করিলে, তাহারা মনে মনে জিজ্ঞাসা করে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারিগণ কি উহা-পেক্ষা গরিষ্ঠ নয়? কিন্তু নিগ্রহণ বা প্রতিরোধনে সত্য সত্য কোন প্রশংসা নাই। ঈশ্বর হয় তাহাতে বর্ত্তমান, নয় অবর্ত্তমান, আমরা মনুষ্যচরিত্রের অযত্নসিদ্ধ উচ্ছ্বসিত প্রকৃতি অনুসারেই তাহার আদর করিয়া থাকি। তাহাকে যে পরিমাণে স্বীয় গুণগ্রামের বিষয় অজ্ঞ বা অননুধ্যানশীল দর্শন করি, সেই পরিমাণে তাহাকে প্রীতি প্রদান করি। আমরা টায়মোলিয়ানের বিজয়-লাভকেই সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়ান্, গণ্য করি; কারণ, প্লুটার্ক বলিয়াছেন, তাঁহার জয় হোমারের কবিতার ন্যায়, অনর্গল প্রবাহে প্রসৃত হইত। যদি কোন ব্যক্তির কর্ম্মজাতকে ফুল্লগোলাপের স্বভাবরমণীয়তা ও সহজৈশ্বর্য্যে বিমণ্ডিত দর্শন করি, জগতমধ্যে তাদৃশ অপূর্ব্বদর্শন সম্ভব জানিয়া, অতি প্রণত হৃদয়ে ঈশ্বরকেই মহীয়ান্ করা, তাঁহাকেই বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য; এবং ভ্রমেও সেই বিচিত্রকর্ম্মা দিব্যপুরুষের দিকে কর্কশভাবে মুখ ফিরাইয়া বলা উচিত নয় যে "কুজ্জই তোমাপেক্ষা সাধুপুরুষ; যিনি সদা, এরূপ কষ্ট ভাবে, স্বীয় স্বভাবদুরিত্তগণের নিগ্রহ করিতেছেন!"

ক্রিয়াজীবনেও ইচ্ছাপেক্ষা স্বভাবেরই আতিশয্য অধিকতর পরিস্ফুট দৃষ্ট

হয়। ঐতিহাসিক বিষয়ে, যতদূর অভিপ্রায় আরোপ করিয়া থাকি, বস্তুতঃ তাহা ততদূর অভিপ্রায় মূলক নহে। সিজার এবং নেপোলিয়ানকে কতই গভীরসন্নিবিষ্ট এবং দূরদর্শী মন্ত্রণাসমূহের কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তাঁহাদিগের শক্তির সারভাগ, তাঁহাদের স্বভাবমধ্যেই বর্ত্তমান ছিল, বিন্দুমাত্রও ইচ্ছায়ত্ত ছিল না। অসামান্য অভ্যুদয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণও স্ব স্ব বিশদ মুহূর্ত্তে বলিয়া গিয়াছেন—"প্রশংসা আমার নয়, আমায় নয়।" এবং নিজ নিজ জীবনকালিক ধর্ম্মজ্ঞানানুসারে, তাহারা স্বকীয় কর্ম্মজাতকে, ভাগ্য, অদৃষ্ট, বা সেণ্ট জুলিয়ানের নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কারণ তাঁহাদিগের অভ্যুদয়, স্ব স্ব হৃদয়মধ্যে অবাধ-প্রবহমান চিন্তাতরঙ্গের আভি-সর্য্যবিধান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল; এবং সে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার তাঁহাদের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাও বস্তুতঃ তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া প্রসারণমাত্র লাভ করিয়াছিল। তার কথন তড়িতুৎপাদন করিয়াছিল? তৎকালে তাঁহাদিগের চিত্ত যে অন্যজনের চিত্তাপেক্ষাও অধিকতররূপে চিন্তনীয়বিষয়শূন্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ মসৃণ এবং বিবর-সংযুক্ত হওয়াই প্রণালের ধর্ম্ম। যাহা অন্যের চক্ষুতে ইচ্ছা এবং দৃঢ়সংকল্প বলিয়া প্রতীত, তাহাও বাস্তবিক লঘুবশগতা এবং আত্মনির্ব্বাণ ব্যতিরেকে আর কিছুই ছিল না। সেক্ষপ্যার কখন সেক্ষপ্যায় চরিত্রের ব্যাখা প্রদান করিতে পারিতেন? কোন অতুল গণিতবোদ্ধা পণ্ডিত স্বীয় সমুচিতচিন্তা-প্রণালীর অভ্যন্তরে অন্যের দৃষ্টিপ্রেরিত করিতে সমর্থ ছিলেন? যদি সেই রহস্য অন্যকে জ্ঞাপন করিবার শক্তি থাকিত, তবে তন্মুহূর্ত্তই তাঁহার বুদ্ধি-গরিষ্ঠতা ও বহুলমর্য্যাদা বিলুপ্ত হইয়া যাইত; এবং বৈবস্বতী ও জীবনী-শক্তির সহিত সামান্য উত্থান ও গতিশক্তির সমন্বয় সম্পাদিত হইত।

উপরোক্ত সমালোচনা হইতে, এই গভীর শিক্ষালাভ হয় যে, আমরা অধুনা যে জীবনকে এরূপ জটিল এবং অসুখকর করিয়াছি, তাহা ভূয়ো সরল এবং সুখের আধার হইতে পারে; যে এই জগৎ অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের স্থান হইতে পারে; যে বর্ত্তমান অশেষপ্রকার কষ্টকারিতা উৎকম্পন, হতাশ্বাস, ক্ষোভ ও শোকে করমার্জ্জন এবং ক্রোধে দন্তপেষণাদির কোন প্রয়োজন নাই; যে আমরা নিজেই নিজেদের অশেষ দুঃখ অনর্থক সৃজন করিয়া থাকি।

আমরা যে নিজের কর্ম্মদোষেই প্রকৃতির শুভঙ্করিতায় হস্তক্ষেপ করিয়া থাকি তাহাতে আর সন্দেহ কি? কারণ, যখন অতীতের সমুন্নত ভূভাগে দণ্ডায়মান হইয়া, চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করি, অথবা বর্ত্তমান কালোপগত কোন প্রকৃষ্টচেতার জ্ঞানালোকে সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকি, তখন দেখিতে পাই যে, আমাদিগের জীবন, যে সমস্ত বিধিদ্বারা পরিবৃত, তাহাদিগের প্রয়োগার্থ কখন কোন নায়কের প্রয়োজন হয় না।

বাহ্যপ্রকৃতির মুখ হইতেও ঐ অনন্য শিক্ষাই বিনির্গত হয়। প্রকৃতির ইচ্ছা নয় যে, আমরা সর্ব্বদা এরূপ শশব্যস্ত হইয়া এবং ফেনিলমুখে বিচরণ করি। আমাদিগের যুদ্ধবঞ্চনাদি অপেক্ষা শিক্ষা ও হিতৈষণার কার্য্যও তাহার অধিকতর প্রীতি বা অবস্থার বিষয় নয়! সুতরাং আমরা যখন ককাশ বা নয়-সম্মিলন, ব্যাঙ্ক বা ধনিনিধি, বিমোচন সমিতি, মিতপান সভা, পরারসজ্ঞ সঙ্গতাদি, স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, ক্ষেত্র ও কাননাভিমুখে গমন করি, তখন প্রকৃতি যেন জিজ্ঞাসা করিতে থাকে "মহাশয়, এত গরম!"

আমরা যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্ম করণেই সদা অভিভূত। সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারি না। এবং যাবতীয় বস্তুকে নিজের অভিলষিত পথেই লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। সুতরাং অবশেষে তাবৎ লৌকিকানুষ্ঠান, উৎসর্জন ও ধর্ম্মাচরণাদি নিতান্ত ঘৃণাস্পদ না হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ প্রীতির কার্য্য সুখাবহ হওয়াই কর্ত্তব্য; কিন্তু আমাদিগের হিতৈষণা নানা ক্লেশ ও অসুখেরই আকর। ঐ রাবিবারিক পাঠশালা, ধর্ম্মসমাজ, ও ভিক্ষুনিবাসাদি আমাদের পক্ষে স্কন্ধারোপিত যুগস্বরূপ হইয়াছে। আমরা অন্যের প্রীতিবিধানার্থ কষ্ট স্বীকার করি, কিন্তু কাহার প্রীতিবিধান করিতে শক্য হই না। কারণ তজ্জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করি তাহা নিতান্ত কুটিল এবং অস্বাভাবিক। এই সমস্ত বক্র উপায়ে যাহা সাধন করিতে পুনঃ পুনঃ অভিলাষ করিয়াও, কখন সম্পাদিত করিতে পারি না, তাহা সম্পাদনের অতি সহজপথও বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ যাহা স্বকীয় এবং স্বাভাবিক। কেন সকলকেই অনন্য উপায় বা পথাবলম্বী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে? সকল ব্যক্তিকেই কেন মুদ্রাদান করিতে হইবে? আমার ন্যায় দরিদ্র পল্লীবাসির পক্ষে মুদ্রাদান সেরূপ সুকর নয়, এবং

মুদ্রা দানেও আমরা কোন বিশেষ উপকারিতা দর্শন করি না। আমাদিগের মুদ্রা নাই; কিন্তু নগরবাসী বণিকের আছে; সুতরাং তিনি মুদ্রা দান করুন। কৃষক তণ্ডুলাদি দান করিবে; কবিগণ কবিতা শুনাইবেন; নারীগণ সীবন করিয়া দিবে; শ্রমজীবিগণ দেহশ্রমে সহকারিতা করিবে; এবং শিশুগণ পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিবে। অতএব ঐ রাবিবারিক পাঠশালার মূঢ়ভার স্কন্ধে আরোপিত করিয়া, কেন বৃথা সমস্ত খ্রীষ্টরাজ্য পরিভ্রমণ করিতেছ? শিশুগণ নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে, এবং বয়স্কগণ উত্তরচ্ছলে তাহাদিগকে নানা শিক্ষা প্রদান করিবে—ইহাই স্বাভাবিক এবং মনোহর কথা; এবং প্রশ্নের জিজ্ঞাসা হইলেই তাহার উত্তরেরও প্রকৃত সময় উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত বলি যে, শিশুদিগকে বলপূর্ব্বক কোন গৃহে রুদ্ধ করিয়া, অনিচ্ছায় সুদীর্ঘকাল নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য করিও না।

বিস্তীর্ণ ভাবে দর্শন করিতে গেলে, সকল বস্তুকেই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; বিধি ও ভাষা, ধর্ম্ম ও বিশ্বাস, এবং জীবনপদ্ধতি, সকলই যেন সত্যের তামসিক অনুকরণ প্রতীত হয়! সভ্য সমাজ সর্ব্বত্রই অতি সুগুরু জটিল-কৌশলভারেই আক্রান্ত; যেন দিগন্তবিস্তীর্ণগির্য্যুপত্যকাবাহিনী রোমীয়-জলপ্রণালী সমূহ মনুষ্যজীবনের শিখর-কন্দর অভিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে! কিন্তু জল উৎসমুখের সমক্ষেত্র পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, ইতি নৈসর্গিকবিধির আবিষ্করণ হইলে, সেই জটিল প্রণালীজালের কোনই আবশ্যকতা থাকে না। বর্ত্তমান সমাজ চীনদেশীয় প্রান্ত-প্রাচীরের ন্যায় কেবল দুর্ব্বলেরই গতি রোধ করিয়া থাকে; কিন্তু লঘুপাদ তাতার তাহাকে স্বভাবতঃ উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। অথবা উহা গোপ্তৃবলের সদৃশ, সর্ব্বত্র শান্তিবিধানাপেক্ষা শ্রেয়স্কর নহে। সমাজের প্রকৃতি মান, সম্ভ্রম, উচ্চপদ ও আভিজাত্যাদির বিবিধ পর্য্যায় ও শৃঙ্খলা সন্নিবদ্ধ সাম্রাজ্যের সমতুল, নগর-সমিতিগণ বিশিষ্টরূপ স্থিতিবর্দ্ধন হইলে, যাহার কোন প্রয়োজনই থাকে না।

অতএব এস প্রকৃতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করি; কারণ প্রকৃতির তাবৎ কর্ম্ম অতি ঋজু-উপায়েই সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা ফল পাকিলেই খসিয়া পড়ে। ফলের শেষ হইলেই পত্র পতিত হয়। জলের বক্রগতিও অধোপতন

মাত্র। মানব ও পশুগণের গতিবিধি কেবল অভিপতন সাপেক্ষ। দর্শন, ছেদন, খনন, বহন ও চালনাদি যাবতীয় শারীরিক এবং মানসিক ক্রিয়া কেবল অবিরাম পতনবলেই সম্পাদিত, এবং এই অখিলমণ্ডল পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ, ঐরূপ অবিশ্রান্তভাবে পুনঃ পুনঃ পতিত হইতেই নিযুক্ত।

কিন্তু প্রকৃতির ঋজুকারিতা মূঢ়যন্ত্রের ঋজুকারিতা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। অতএব যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, তিনি অধ্যাত্মিক প্রকৃতির অন্তর্ব্বাহির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সুতরাং জ্ঞানোপলব্ধি ও চরিত্রসংগঠনাদি যাবৎ অধ্যাত্মিকব্যাপার তাঁহার জ্ঞানগোচর; তাঁহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ পণ্ডিতম্মন্যই জ্ঞান করিবে। কারণ প্রাকৃতিক ঋজুকারিতার অর্থনয় যে প্রকৃতির ক্রিয়া সহজেই সকলের জ্ঞানগম্য হইবে; কিন্তু তাহার অর্থ এই যে, তদীয় প্রণালী অশেষ এবং অনবসায্য। তাহার চরম বিশ্লেষবিভাগ কোন উপায়েই অধিগম্য নহে। আমরা ব্যক্তিগণের আশাপ্রবণতার পরিমাণানুসারে তাহাদিগের প্রজ্ঞাবত্তাও অনুমিত করিয়া থাকি; কেননা, প্রাকৃতিক আক্ষয্যপরিজ্ঞানসামর্থ্যকেই আমরা অনন্ত যৌবনের হেতু বলিয়া বিদিত। যদি মনোমধ্যে চৈতন্যের তরল প্রবাহসহ কঠোর বাহ্যনামাভিধান ও সম্মান পদবীসমূহের একবার তুলনা করি, প্রকৃতির উৎপাদিকাশক্তি যে কতদুর উচ্ছ্বসিত, অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। আমরা সংসারমধ্যে সমাজ, সম্প্রদায়, জ্ঞান ও ধর্ম্ম ইত্যাদি কত নামেই অভিহিত হই; কিন্তু বস্তুতঃ তাবৎকাল সম্পূর্ণ শূন্যহৃদয় শিশুরই ন্যায় কালযাপন করিয়া থাকি। পাযর্হণ দর্শন বা বিশ্বতর্কের উৎপত্তিও ঐরূপেই জ্ঞানগোচর হয়। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাকে মধ্যবিন্দুবৎ অবস্থিত দর্শন করে, এবং যাবতীয় বিষয়কেই স্বকীয় সম্বন্ধে সমন্যায়ে স্বীকার্য্য এবং অস্বীকার্য্য অবলোকন করিয়া থাকে। আপনাকেই যুগপৎ বৃদ্ধ ও যুবা, জ্ঞানী ও মূঢ়, জ্ঞান করে। কোন স্বর্গীয় পুরুষ বা কোন কাংস্য-ব্যবসায়িসম্বন্ধে তুমি যাহা উক্ত কর, তাহাও তাহার কর্ণগোচর হয় এবং তাহাকে নিজোপরিও সম্যক্ প্রযুজ্য অনুভব করে। বস্তুতঃ স্তোয়িক পণ্ডিতগণের বর্ণনা ভিন্ন এই নিসর্গ সংসারমধ্যে কাহাকেও, অচলা নিত্যপ্রজ্ঞার অধিকারী দেখিতে পাইবে না। আমরা

দস্যু বা কাপুরুষের বিবরণপাঠ বা চরিত্র চিত্রনকালে স্বভাবতঃ উদারচেতা মহাপুরুষগণের পার্শ্ব অবলম্বন করি, কিন্তু কার্য্যতঃ ঐ দস্যু এবং কাপুরুষ আমাদেরই প্রকৃত চিত্র। আত্মার অতুলগৌরব ও ভবিতব্যতার তুলনায় আমাদিগের বর্ত্তমান বা ভাবীব্যবহার সর্ব্বথা দস্যু ও কাপুরুষেরই সমুচিত প্রতীত হইবে।

এই পরিতো সংবিধীয়মান ঘটনাবলির কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই, যে আমাদিগের ক্ষুদ্র ইচ্ছাপেক্ষা কোন গরিষ্ঠ বিধিই এই অখিল সংসারের নিয়মন করিতেছে; সুতরাং অশেষ ক্লেশকর যত্ন-পরিশ্রমের কোন প্রয়োজন নাই; কেবল সম্পূর্ণ স্বভাবপ্রেরিত হইয়া সরল ও অনায়াসভাবে কর্ম্ম করিলেই আমরা বলিষ্ঠ হইব, এবং প্রকৃতির প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে অবিতর্কিত বশ্যতা প্রকাশ করিয়াই দৈবগুণসম্পন্ন হইতে পারিব। এই বিশ্বাস ও অনুরাগ অর্থাৎ বিশ্রদ্ধানুরাগই স্বভাবতঃ গুরুচিন্তাভার মস্তক হইতে অবতারিত করে। কারণ, ভ্রাতৃগণ! ঈশ্বর আছেন! সেই পরমাত্মাই প্রকৃতির কেন্দ্রগর্ভে বর্ত্তমান; তিনিই আমাদিগের ইচ্ছার স্কন্ধে আরূঢ়; সুতরাং কেহই জগতের অপকার করিতে সমর্থ নয়! তিনি প্রকৃতির অভ্যন্তরে এরূপ গূঢ় মোহিনীশক্তি, এরূপ দুর্দ্ধর্ষকুহকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন, যে প্রকৃতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিলেই আমাদিগের কল্যাণ হয়; কিন্তু তদাশ্রিত জন্তুগণের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেই, হস্ত স্বতঃ পার্শ্বরুদ্ধ হইয়া যায়, অথবা স্বীয় বক্ষেই করাঘাত করিয়া থাকে। মনুষ্যকুলকে অবিচলিত বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়াই, এই সৃষ্টিপ্রবাহের উদ্দেশ্য। অনুজ্ঞা পালনই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য। ঐ সম্মুখে সকলের আদেষ্টা দণ্ডায়মান; এবং বিনীতভাবে উঁহার বাক্য শ্রবণ করিলেই আমরা যথাসত্য শ্রবণ করিতে পাইব। এত কষ্ট করিয়া, ক্ষেত্র ও ব্যবসায়, সঙ্গ ও ক্রিয়াপদ্ধতি, এবং প্রমোদাদি নির্ব্বাচনের প্রয়োজন কি? তোমার যাহা সুযোগ্য, তাহা নিশ্চয়ই পূর্ব্ববিহিত হইয়াছে। এবং তজ্জন্য তুলাদণ্ড বা সম্পৃহমীমাংসার কোনই আবশ্যকতা নাই। তবজীবনের যোগ্য সার্থকতাও, পূর্ব্বনিরূপিত হইয়াছে; এবং তদনুরূপ যোগ্যক্ষেত্র এবং অনুকূল নিয়োগাবলিও পূর্ব্বপ্রদিষ্ট হইয়াছে! যে শক্তি ও জ্ঞানপ্রবাহমধ্যে ভাসমান হইলে, সমস্ত বস্তু, সদ্যঃ চৈতন্যলাভ

করে, তুমি আপনাকেও, সেই স্রোতোমধ্যে নিক্ষেপ কর, এবং বিনাচেষ্টায় সত্য, ন্যায়, ও সুবিমল শান্তির অভিমুখেই প্রবাহিত হইবে! তখনি কেবল, তুমি প্রতিবাদিগণকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে পারিবে! এবং নিজেও এই নিখিল বিশ্বের আদর্শ, এবং সত্য, ন্যায়, ও সৌন্দর্য্যের মানদণ্ডস্বরূপ হইবে! আমরা, প্রকৃতির মঙ্গলনিয়মসন্নিধানে, স্ব স্ব হেয় প্রগল্ভ ব্যবসায়জনিত অশেষান্তরায় ক্ষেপণ হইতে বিরত হইলেই, আমাদিগের সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মাচরণাদি অচিরাৎ উন্নতি লাভ করিবে; এবং সৃষ্টির আদৌ ধরামধ্যে যে স্বর্গরাজ্যোদয় প্রাক্‌সূচিত হইয়াছিল, এবং যাহার অভ্যুদয় এখনও হৃদয়ের গভীর গর্ভ হইতে পুনঃ পুনঃ আশংসিত হইতেছে, সেই স্বর্গরাজ্যও, ঐ গোলাপ, ঐ পবন, এবং ঐ ভানুমানের ন্যায়, স্বকীয় অভ্যুত্থানানুকূল যাবতীয় শৃঙ্খলা স্বয়ং যোজনা করিয়া লইবে!

আমি বলি "নির্ব্বাচন করিও না" ; কিন্তু এতদ্‌প্রয়োগ আলঙ্কারিকমাত্র ; এবং সচরাচর যে ক্রিয়াকে "নিশ্চয়ন বা পসন্দকরণ" বলে, এবং যাহা বস্তুতঃ সমগ্র মনুষ্যের ক্রিয়া না বুঝাইয়া, কেবল হস্তপদ, চক্ষু কর্ণ, ও ক্ষুধাদি প্রত্যঙ্গ ও বৃত্তিগণের আংশিক ক্রিয়া মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তাহাকে এতদ্দ্বারা বিশিষ্ট সূত্রবদ্ধকরাই আমার অভিপ্রায়। কিন্তু আমি যে বস্তুকে "ন্যায় বা মঙ্গল" নামে অভিহিত করি, তন্মধ্যে ঐরূপ আংশিক ক্রিয়া কোনমতে চলিতে পারে না ; কারণ তাহা আমার সর্ব্বাঙ্গ প্রকৃতিরই নিশ্চয়নসাপেক্ষ ; যাহাকে স্বর্গ বলিয়া উল্লেখ করি, এবং অন্তরে অন্তরে যাহার প্রাপ্তি আকাঙ্ক্ষা করি, তাহাও ঐ সর্ব্বাঙ্গীন প্রকৃতির অভিলষিত গতি বা বিষয়সঙ্গের অভিধানমাত্র। এবং সমস্ত জীবনকাল যে আরাধ্য সাধন করিতে আমার তাবৎ কর্ম্মজাত সদা অভিলীন থাকে, তাহাই আমার স্বাভাবিক বৃত্তি-সামগ্র্যের স্বভাবনিয়োগ। এই নিমিত্ত মনুষ্যমাত্রকেই, স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাচন জন্য, বিবেকের নিকট দণ্ডাধীন করা কর্ত্তব্য। কারণ মানবীয় ব্যবসায়, "পদ্ধতি" ব্যপদেশে অশেষ দুষ্ক্রিয়া স্খালনের সুপন্থা নয়। কেননা দুষ্টাজীব অবলম্বনের আবশ্যকতা কি? এবং স্বকীয় চরিত্র নিষ্পন্ন করাও কি মানবের "নিসর্গাহ্বান" বা ব্যবসায়াদেশ নহে?

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই, এক একটি স্বতন্ত্র নিয়োগ আছে। তাহার

বিশিষ্ট গুণগ্রামই তৎপ্রতি সমাহ্বান। কোন নির্দ্দিষ্ট দিশাভিমুখেই সমস্ত জগৎ তাহার পক্ষে অবারিত। তাহার নৈসর্গিকবৃত্তিগণ, তাহাকে সেই দিকেই, যত্নোদ্যম প্রকাশ করিতে নীরবে আহ্বান করিতেছে। মানবের প্রাকৃতিক অবস্থা নদীবাহী অর্ণবযানের সদৃশ ; অনন্য আভিমুখ্য পরিত্যাগ করিলেই উভয় পার্শ্বে প্রতিঘাত পাইতে হয় ; কিন্তু সেই অভিমুখমার্গে যাবৎপ্রতিবন্ধক যেন কে উদ্ধৃত করিয়া লয় ; এবং মানবও অর্ণবযানের ন্যায় অপ্রতিহত প্রশান্তগতিতে, ক্রমশঃ গভীরায়মান সিন্ধুপ্রবাহ অতিক্রম করিয়া অবশেষে অকূল সমুদ্রমধ্যেই প্রবেশ করে। এই বিশিষ্টগুণোদয় এবং এই সমাহ্বান, প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরবিধান বা তন্মধ্যে জগদাত্মার দেহগ্রহপ্রকরণেরই একান্ত আয়ত্তাধীন। তাহার ঈদৃশ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেই অভিলাষ জন্মে, যাহা 'তাহার অনায়াসসাধ্য এবং যাহা সম্পন্ন হইলে, তদীয় কল্যাণসাধন হয় ; কিন্তু যাহা কখনই অন্য জনের সাধ্যায়ত্ত নহে। বস্তুতঃ মনুষ্যমাত্রের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কারণ মানবকুল যেরূপ অবিতথভাবে স্ব স্ব নৈসর্গিক শক্তিসমূহ পরামর্শ করিয়া চলিতে পারে, তাহাদিগের ক্রিয়াবিভিন্নতাও সেইরূপ উত্তরোত্তর প্রকটিত হইতে থাকে। মানবীয় উদয়াভিলাষও সম্পূর্ণরূপে স্ব স্ব গুণোচ্চয়ের সমতুল। ভূমির প্রশস্তানুসারেই শিখরের উচ্চতা নির্ণয় হয়। এবং সকল ব্যক্তিই তদনুসারে স্বীয় গুণগ্রামকর্ত্তৃক কোন না কোন অনন্যসাধারণ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমাহূত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ব্যক্তিজনের অন্য কোন অনুজ্ঞাহারই বিদ্যমান নাই। তাহার নিয়োগান্তর বর্ত্তমান আছে ; তৎকর্ত্তৃক নাম, শরীরগত গুণাগুণ, কি বিশিষ্টতার পরিচায়ক অঙ্কচিহ্নাদি, গ্রহণে প্রতিনিয়তই আহূত হইতেছে ; ইত্যাদি ব্যপদেশ কেবল মদান্ধতামাত্র ; তদ্দ্বারা, জগন্মধ্যে মতির সর্ব্বথা অভিন্নাদ্বৈতপ্রকৃতি এবং ব্যক্তিগণের সামান্যতা বোধগামনার্থ, ব্যপদেষ্টার কুণ্ঠেন্দ্রিয়তাই পরিব্যক্ত হইয়া থাকে।

স্বকীয় নিয়োগ সম্পাদন করিলেই, মনুষ্য তদ্দ্বারা এক অভিনব প্রয়োজন উৎপাদিত করে, যাহা পূরণ করিবার তাহার নিজেরই ক্ষমতা আছে ; এবং, এক নূতন রুচি সৃষ্ট করে, যদ্দ্বারা অন্যে তদীয় রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হয়। স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেই, মনুষ্য আত্মাকে প্রকটিত করিয়া থাকে।

কিন্তু বর্ত্তমান-প্রথার দোষে, আমাদিগের বক্তৃতামধ্যেও, উচ্ছ্বাস বা আত্মোৎসর্জ্জনের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। কোথাও না কোথাও, কেবল প্রসিদ্ধ-বক্তাগণ নয় সকল মনুষ্যেরই তাবৎ সুদীর্ঘবল্লা সম্পূর্ণ উৎক্ষিপ্ত করা কর্ত্তব্য; মনোভাবের গভীরতা এবং গুরু ঔজস্বিতা, অব্যাজ সহৃদয় বাক্যে উদীরিত করা বিধেয়। কিন্তু সাধারণতঃ লোক যতদূর পারে স্ব স্ব অবলম্বিত ব্যবসায়ের ক্ষুণ্ণপথেই যাইতে যত্ন করে; এবং গুনযন্ত্রকর্ত্তৃক শূল্য উপাবর্ত্তনের ন্যায়, তদীয় যাবদঙ্গ প্রতিপালিত করিয়া থাকে। বলিতে কি, তাহারা নিজেই পরিচালিত যন্ত্রের অন্যতম অঙ্গে পরিণত হয় এবং মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। অথচ, মানব যতদিন না কর্ম্মমধ্যে স্বকীয় পূর্ণাবয়ব ও সমীচীন প্রত্যঙ্গপরিমাণ প্রকটিত করিতে সমর্থ হইবে, ততদিন স্বীয় প্রকৃতনিয়োগ কোনমতেই প্রাপ্ত হইবে না। কারণ প্রকৃতনিয়োগমধ্যে সমগ্রচরিত্রের নির্গমনপথ, অতি অবশ্যভাবেই উপগত হইতে হয়। সুতরাং অন্যের গোচরে স্বীয় ক্রিয়া-কলাপ সমর্পিত করিতে, তখন আর ব্যাখ্যান্তরের প্রয়োজন হয় না। অতএব ব্যবসায় নিতান্ত হীন হইলেও বুদ্ধি ও স্বভাবগৌরবে তাহাকে উদার করিয়া লও। যাহা সুযোগ্য বলিয়া জান বা চিন্তা কর, যাহা তোমার ধারণায় অনুষ্ঠানযোগ্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই ক্রিয়াতে ব্যক্ত কর; অন্যথা লোকে যথাযোগ্য অবগত হইতে বা সম্ভাবিত করিতে সমর্থ হইবে না। কার্য্যকে স্বীয় চরিত্র ও তদভিলক্ষ্যের সদানুগত প্রশ্বাসমার্গে পরিণত না করিয়া, পরিবর্ত্তে তদীয় হীনতা ও পদ্ধতিবিশুদ্ধতা স্বয়ং আশ্রয় করিতে গেলেই, মোহ আসিয়া অধিকার করে, এবং লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

অথচ, যে কর্ম্ম মনুষ্যমধ্যে বহুদিন সম্ভাবিত, আমরা সেই কর্ম্ম করিতেই ব্যগ্র হই; এবং মানবীয় যে কোন কর্ম্ম যে নিষ্পাদনগুণে স্বীয়শ্রীলাঞ্ছিত-হইতে পারে দেখিতে পাই না। আমরা বিবেচনা করি যে, কোন বিশিষ্ট স্থান বা নিয়োগ, পদ বা সুযোগমধ্যেই মাহাত্ম্য বিদ্যমান বা তদুপরিই দৃঢ়-সন্নিবদ্ধ; এবং একবারও চক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া দেখিতে প্রয়াস করি না যে, প্যাগানিনির ন্যায় গরিষ্ঠ সঙ্গীতকার, সামান্য চর্ম্মতন্তু হইতেও হৃদোচ্ছ্বাসকর সুরাগনিচয় নিষ্কর্ষণ করিতে সমর্থ; ইয়ুলেংস্তিন তাহা যিহুদীহার্প হইতেও উদ্ধরণ করিতে ক্ষমবান্; জনৈক স্ত্রীপ্রাঙ্গুলী

বালক, তাহা একখণ্ড কাগজ ও কাঁচির সাহায্যে সমাহৃত করিতে সক্ষম; ল্যাণ্ডসিয়ার তাহা শূকরের শব্দে উদ্গীত এবং মহাবীর আল্‌ফ্রেড্ স্বীয় গুপ্ত-বাস সহচর জঘন্য কুটীরবাসিদিগের কণ্ঠ হইতেও নিঃসারিত করিতে শক্ত হইয়াছিলেন। অপিচ, ইতরসমাজ ও জঘন্যদশা কেবল, যে সামাজিক ভূভাগের বিবরণ, এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই, এবং যাহার কাব্যোচ্ছ্বাস এখনও অবিশ্রুত রহিয়াছে, তাহারি অভিধান মাত্র; নিজকর্ম্মে তুমি ইহাকেও সদ্যঃ গৌরবান্বিত এবং অন্যান্য সমাজপদবীর ন্যায়, যশঃ ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু করিতে পার। যদি ক্রিয়ার গৌরব শিক্ষা করিতে হয় তবে নরপতিগণের নিকট উপদেশ গ্রহণ কর। আতিথ্য, পারিবারিক সম্বন্ধ প্রতিপালন, মরণের গম্ভীরমনোহারিতা ইত্যাদি সহস্রবিষয়ে নৃপতিগণ নিজ নিজ তুলাই নির্ণয় করিয়া থাকেন এবং রাজচেতাঃ ব্যক্তিগণও তাহাই চিরকাল করিবেন, কারণ অভ্যাসতঃ নিত্য নূতন তুলামান অবলম্বন করাই, প্রকৃত উচ্চতা বা ঔদার্য্যের লক্ষণ।

ঐরূপে যাহা স্বয়ং করিবে, তাহাই মনুষ্যের নিজের হইবে। ভয় বা ভরসার সহিত তাহার সম্পর্ক কি? তাহার যাবতীয় শক্তি তদীয় অন্তরেই বিদ্যমান। নিজের বাহিরে কোন শুভই তাহার পক্ষে অখণ্ড বা স্থায়ী নহে; যাহা স্বীয় প্রকৃতির অভ্যন্তরে বর্ত্তমান এবং জীবিতকালযাবৎ যাহা সেই স্থান হইতেই প্রসৃত ও পরিবর্দ্ধিত, তাহাই সত্য সত্য মানবের শুভঙ্কর। সম্পদের প্রসাদ বসন্ত-পল্লবের ন্যায় চিরস্থায়ী নহে, এখন আছে, তখন নাই; অতএব স্বীয় অসীম উৎপাদিকাশক্তির ক্ষণপ্রসবস্বরূপ সম্পদের প্রসাদজাত শুষ্কপত্রের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করাই কর্ত্তব্য।

নিজের যাহা সুযোগ্য, তাহা চিরকালই মনুষ্যের অধিগত হইয়া থাকে। তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি; তদীয় বিশিষ্টগুণগ্রাম, যদ্দ্বারা তাহার অপরসাধারণ হইতে প্রভেদ নির্ণীত হয়; এক শ্রেণী বা একবিধ বস্তু ও বিষয়-শক্তির প্রতি তাহার সহজবিনম্রতা; অনুকূল সামগ্রীর সঞ্চয়ন এবং প্রতি-কূলের নির্ব্বাসন, ইত্যাদি বিষয় তদীয় সম্বন্ধে জগতের প্রকৃতি যে কিরূপ হইবে, তাহাই নির্ণয় করিয়া দেয়। বস্তুতঃ মানব স্বভাবতঃই ধারাময়, বা অভিসর্পণশীল শৃঙ্খলস্বরূপ; অথবা চয়নশীল বুদ্ধিরই দেহগ্রহ; যথায় যায়,

তথায় কেবল স্বীয় অনুরূপ সামগ্রীমাত্র আহরণ করিয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও আবর্ত্তমান বহুশঃ বিষয়বিধিমধ্যে কেবল নিজকীয় হিতকর বস্তুই গ্রহণ করে। প্রবাহতাড়িত কাষ্ঠখণ্ডের গতিরোধার্থ নদীমধ্যে লম্বমান লৌহশৃঙ্খল, বা লৌহচূর্ণমধ্যে চুম্বক প্রস্তরের ন্যায়, মনুষ্য সদা বস্তুমধ্যে অবস্থিত। যে সমস্ত ঘটনা, বাক্য বা ব্যক্তি, তাহার স্মৃতিমধ্যে বাস করে, অথচ নিজে তাহাদের বাসের কারণ বিদিত নয়, সেই সমস্ত ঘটমাদি চিরস্মরণ থাকিবার কারণ এই যে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে তদীয় জীবনের সহিত সম্বন্ধ, এবং কারণ বুদ্ধিগম্য না হইলেও সম্বন্ধ নিরতিশয় সত্য এবং শাশ্বতঃ। ঐ চিরজাগরূক ঘটনাদি অতি অনুকূল সংজ্ঞার ন্যায় তাহার চৈতন্যগত কত বিষয়ই না ব্যাখ্যাত এবং সুবোধ করিয়া দেয়; এবং যাহার ব্যাখ্যা বহু যত্নপরিশ্রম স্বীকার করিয়াও, অন্যের চিত্তলিপি বা রচিত পুস্তকের কৃত্রিমচ্ছায়ামধ্যে কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদ্দ্বারা মন আকৃষ্ট হয়, তৎপ্রতিই অভিনিবেশ জন্মে; যেমন যে ব্যক্তি দ্বারে আসিয়া আঘাত করে, তাহারি নিকট আমরা গমন করিয়া থাকি; অথচ সহস্র সমযোগ্য ব্যক্তি সম্মুখ দিয়া গমন করিলেও একবার তাকাইয়া দেখি না। এই বিশিষ্ট বিষয়াবলি যে, আমাকে সম্বোধন করে, ইহাই আমার যথেষ্ট, সেইরূপ, কতিপয় গল্প, চরিত্ররেখা, আচারপদ্ধতি, মুখচ্ছায়া ও ঘটনা, সামান্য তুলায় ভূয়ো অকিঞ্চিৎকর এবং অর্থহীন হইলেও, তোমারও স্মৃতিমধ্যে অতিমাত্র প্রগাঢ়তা লাভ করিয়া থাকে। কারণ তাহারাও ঐরূপ তোমার গুণগ্রামের স্বভাবান্বয়। অতএব তাহাদিগের যথাভার স্বীকার কর; তাহাদিগকে যথামর্য্যাদা প্রদান কর; এবং তাহাদিগকে ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, সাহিত্যসামান্য ব্যাখ্যা ও উদাহরণ জন্য ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিও না। তোমার হৃদয় যাহাকে মহৎ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাই যথার্থ মহৎ। আত্মার সতেজ কণ্ঠই নিয়ত সত্যের ধ্রুব স্বর!

যাহাতে স্বভাব ও চিত্তের প্রীতি জন্মে তাহারি উপর মনুষ্যের সম্পূর্ণ অধিকার। এই আত্মরাজ্যের অন্তর্গত যাবতীয় বস্তু, মানব সর্ব্বত্রই গ্রহণ করিতে সমর্থ; এতদ্ব্যতীত সমস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত থাকিলেও, বস্তুন্তর পরিগ্রহণের শক্তি হয় না; অথবা সমগ্র মানবজাতি বলপ্রদর্শন করিয়াও তাহাকে

স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। যাহার যে বিষয় জানিবার অধিকার আছে, তাঁহার নিকট কে সে বিষয় গোপন রাখিতে পারে? বিষয় যে নিজের কাহিনী নিজেই গল্প করিবে! এইরূপ বন্ধুজন আমাদিগের মনে, যে যে ভাবান্তর আনয়ন করিতে পারেন, তত্তদ্ভাবোদয়ই তাঁহার অস্মদোপরি আধিপত্যের পরিমাণ। তদ্ভাবারূঢ় চিত্তমধ্যে যে সমস্ত চিন্তোদয় হয় তাহাতে তাঁহারি সম্পূর্ণ অধিকার। তিনি তদবস্থমনের তাবৎ রহস্য নিঃসারিত করিতে ক্ষমবান্। এবং এই গূঢ় বিধিই নয়বিদ্গণ সচরাচর কর্ম্মে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ফরাসী বিপ্লবের ভয়াবহ ঘটনা সমূহ অস্ত্রিয়ারাজ্যকে ভীত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু ক্ষণকালজন্য তদীয় নীতিপ্রসার সমায়ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু নেপোলিয়ন অধিপতি হইবামাত্র, এম্, ডি, নার্ব্বোণ নামক জনৈক, প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব এবং তদাচার নীতি ও উপাধি-সম্পন্ন, ব্যক্তিকে এই বলিয়া বিয়েনা প্রেরণ করিলেন যে, ইয়ুরোপীয় প্রাচীন কৌলিন্য সন্নিধানে সমশ্রেণীস্থ ব্যক্তির দৌত্যকর্ম্মই সর্ব্বতঃ শ্রেয়স্কর; কারণ ইহাঁরাও এক প্রকার ফ্রিমেসন্-সম্প্রদায় স্বরূপ। এবং এই এম, ডি, নার্ব্বোণ, বিয়েনা নগরে পক্ষকালযাবৎ বাস করিতে না করিতেই সম্রাটের তাবৎ মন্ত্র ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কথা কহা, এবং অর্থপরিজ্ঞাত হওয়াই, জগতমধ্যে অতি সহজ কর্ম্ম মনে হয়। অথচ এক দিন না এক দিন সকলকেই কার্য্যতঃ বুঝিতে হয় যে, এই যথাযথ বাক্যার্থ পরিগ্রহণই মানবের যাবতীয় দৃঢ়বন্ধনের নিদান এবং তাহার রক্ষার হেতু। এবং অন্যের মতাবলম্বী হওয়াই যে সর্ব্বথা অসুখের বন্ধন, তাহাও তাহাদিগকে পদে পদে অনুভব করিতে হয়।

যদি কোন উপদেষ্টার এমন কোন মতামত থাকে, যাহা তিনি অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, উক্তির অভাব সত্ত্বেও, তাঁহার শিষ্যগণ ব্যক্তমতাদির ন্যায় তাহাতেও সম্পূর্ণ দীক্ষা লাভ করিবে। কারণ নানাভাবে বক্রীকৃত এবং বহুল অন্ত্রসংযুক্ত জলপাত্রের কোন প্রকোষ্ঠবিশেষমধ্যেই জল-প্রেরণ করিব অন্যত্র নয়, অভিপ্রায় করা কেবল ধৃষ্টতা মাত্র; বারি সর্ব্বত্রই স্বীয় সমতল লাভ করিয়া থাকে। সেইরূপ সহচর মানবগণও, কারণনির্দ্দেশ করিতে অশক্ত হইলেও ত্বদীয় গুহ্যনীতির শিক্ষাবলম্বী হইয়া কর্ম্ম করে এবং

ফলভাগী হইয়া থাকে। কোন বক্ররেখার অংশমাত্র নির্দ্দেশ কর, জনৈক সুপণ্ডিত গণিতবেত্তা তৎক্ষণাৎ সমগ্র পরিধি নির্ণয় করিয়া দিবেন। মানবকুল স্বভাবতঃই জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বিষয়ে যুক্তিবিস্তার করিতেছে! এই নিমিত্ত সুদূর কালাবচ্ছিন্ন জ্ঞানিগণের মধ্যে ঈদৃশ বিজ্ঞানসাম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিই পুস্তক লিখিতে গিয়া, স্বকীয় মনোভাব এরূপ গভীরপ্রোথিত এবং গূঢ় করিয়া যাইতে পারেন না, যে তাহা সময় এবং সমভাবী জনেরও গোচরবর্ত্তী হইবে না। প্লেটোর কি রহস্য মত ছিল!—ছিল কি? কোন মর্ম্ম, তিনি বেকন বা মণ্টেন বা ক্যাণ্টের চক্ষুঃ হইতে অন্তর্হিত করিতে পারিয়াছেন? এই নিমিত্ত আরিষ্টটল স্বীয় গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে "আমার গ্রন্থাবলি প্রকাশিত হইল এবং অপ্রকাশিতও রহিল।"

শিক্ষার জন্য প্রস্তুত না হইলে কেহই শিক্ষা লাভ করিতে পারে না; শিক্ষার বিষয় ভূয়ো সম্মুখবর্ত্তী থাকুক না কেন! রসায়নবিৎ সূত্রধরের নিকট স্বীয় অমূল্য সত্যসমূহ ব্যক্ত করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে সূত্রধর বিন্দুমাত্র বিজ্ঞতর হয় না; অথচ রাজ্য দিলেও, রাসায়নিক কি তাহা অন্য রাসায়নিকের নিকট ব্যক্ত করিতে চাহেন? ঈশ্বর অকালভাবোপাত্তি হইতে আমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন! পাছে, তদাত্মকবুদ্ধি পরিপক্ক হইবার অগ্রে, আমরা ঐ বিস্ফারিতদৃষ্টি বস্তুসমূহকে অবলোকন করি, এই আশঙ্কায় সদা চক্ষুরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন! কিন্তু বুদ্ধি পরিপক্ক হইবামাত্র দৃষ্টি স্বতঃ উন্মুক্ত হইয়া যায়, এবং অদর্শনকাল স্বপ্নকালের ন্যায় প্রতীত হয়।

এই পরিতো দৃশ্যমান গুণবত্তা এবং সৌন্দর্য্যরাশি মনুষ্যমধ্যেই বর্ত্তমান; উহার বিন্দুমাত্র বাহ্যজগতে বিদ্যমান নাই। জগৎ স্বভাবতঃ অতি শূন্য এবং মণ্ডনহীন; এবং স্বীয় শোভা ও রুচিরতা জন্য, এই সুরঞ্জক গৌরবপ্রদ আত্মারই নিকট চিরঋণী। লোকে বলে "ধরার অঙ্ক সদা অতুল শোভায় পরিপূর্ণ"; কিন্তু ধরার নিজের অঙ্ক নহে। তেম্পী উপত্যকা, তিভোলী এবং রোম, বস্তুতঃ ক্ষিতি ও জল, শৈল ও নভোমণ্ডলময় ধরার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ভূমণ্ডলমধ্যে সেইরূপ সলিলমৃত্তিকাময় কত সহস্র উৎকৃষ্ট ভূভাগই না বিদ্যমান আছে? কিন্তু উহারা কেমন মুগ্ধকর!

চন্দ্র, সূর্য্য, দিঙ্মণ্ডল, ও বৃক্ষাদির বিদ্যমানতাহেতু, জনসমূহ কোনরূপে জ্ঞানবন্তর নহে; কারণ রোম নগরস্থ চিত্রগৃহের দ্বারপালগণ, বা চিত্রকারের অনুচরবর্গ তজ্জন্য উদারভাবসম্পন্ন হয় না। অথবা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষমহাশয়গণ তজ্জন্য সচরাচর বিদ্যাধিক্য লাভ করেন না। বিশিষ্ট শীলসম্পন্ন সম্ভ্রান্তব্যক্তির আচারব্যবহারে যে শোভামাধুর্য্য নয়নগোচর হয়, মুচচামা কি তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারে? ঐ সমস্ত বিষয়, এখনও আমাদিগের পক্ষে, দূরাগত নক্ষত্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে; তাহাদিগের আলোক অদ্যাবধিও নয়নপথে সমুপস্থিত হয় নাই।

বস্তুতঃ মনুষ্য স্বয়ং যাহা করিতে সক্ষম, তাহাই তাহার গোচরবর্ত্তী হইয়া থাকে। তাহার নিশা-স্বপ্ন জাগর্ত্তিজ্ঞানেরই উপসংহার মাত্র। নিশা-দর্শন, দিবাদর্শনেরই কোন বিশিষ্ট অনুপাত। রজনীর ভীষণ স্বপ্নসমূহ, দিবাকৃত পাপাচার সমূহেরই ভূয়িষ্ঠ সমুচ্ছয়। আমরা তন্মধ্যে কেবল নিজ নিজ কুচিন্তা ও কুবাসনাদিকেই অতি ভয়ঙ্কর গঠনবিকারে সন্নিবদ্ধ দর্শন করি। পর্য্যটকগণ আল্পস্ পর্ব্বতোপরি স্ব স্ব ছায়াকে, কখন কখন এরূপ ভীষণাকারে পরিবর্দ্ধিত দর্শন করেন যে, অঙ্গুলি চালনা করিলেও মনোমধ্যে ভয়োদয় হয়। "হংসগণ," আবার কোন বৃদ্ধ, স্বীয় বালকদিগকে অন্ধকারময় দ্বারদেশে ছায়া দর্শনে ভীত দেখিয়া, বলিয়াছিলেন "জগতে আপনাপেক্ষা ভয়ানক বস্তু কিছুই দেখিতে পাইবে না।" সেইরূপ আমরাও, স্বপ্ন এবং অন্যূন তরল জাগত্তিক ঘটনামধ্যে, কেবল স্ব স্ব অসুরাকৃতিকেই দর্শন করিয়া থাকি, এবং দেখিয়াও নিজের দেহ চিনিতে পারি না। স্ব স্ব সদসদিচ্ছার ভাগানুপাত অনুসারেই, স্বপ্নমধ্যে শুভাশুভের পরিমাণ, অন্নাধিক দর্শন করি। কারণ স্বপ্নকালীন মনের প্রত্যেক বৃত্তি কোন না কোন পরিচিত বস্তুতে আশ্রয়লাভ করিয়া বর্দ্ধিতদেহ ধারণ করে; এবং হৃদয়ের প্রত্যেক বাসনা বিশিষ্ট বিষয়মধ্যেই পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হয়। চতুষ্কোণবদ্ধ বৃক্ষপঞ্চকের ন্যায়, মনুষ্যও সদা দণ্ডায়মান; উত্তরদক্ষিণ, পূর্ব্বপশ্চিম, যে দিক ইচ্ছা সেই দিক হইতে গণনা কর, গণিতে পাঁচই হইবে। অথবা মনুষ্যপ্রকৃতি আদিমধ্যান্ত-ত্রিবিভাগসম্পন্ন গোত্রপদীর সদৃশ। এবং কেনই বা না হইবে? নিজের সহিত সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্যানুসারে মনুষ্য এক ব্যক্তির পার্শ্বলগ্ন হয় এবং

অপরকে পরিহার করে; কারণ মানব স্বভাবতঃ সম্পূর্ণ স্বানুকূল বা আত্মসদৃশ বস্তুই সহচরমধ্যে, এমন কি বিষয়ব্যবসায়, আচারাভ্যাস, সংজ্ঞাসঙ্কেত এবং আহারপানীয়াদিমধ্যেও অন্বেষণ করিয়া থাকে; সুতরাং অবশেষে তাহার বিষয়বেষ্টনের যে পার্শ্ব হইতেই তুমি তাহাকে দেখিবার বাঞ্ছা কর, সেই পার্শ্বেই তাহার সমগ্রচরিত্র অবিকল প্রতিবিম্বিত দর্শন করিয়া থাক।

ঐরূপ নিজে যাহা রচনা করিতে সমর্থ, মনুষ্য তাহাই সম্যক্ পাঠও করিতে সক্ষম হয়। নিজের সারবত্তার উর্দ্ধে আমরা কোন্ বিষয় জ্ঞানগম্য করিতে ক্ষমবান্? তুমি কি কখন কোন সুকুশল ব্যক্তিকে বর্জ্জিল পাঠ করিতে দেখিয়াছ? আচ্ছা পুস্তকখানি কি সহস্রজনের নিকট সহস্র-বিধ নহে? তবে এইদণ্ডে উহা দুই হস্তে ধারণ কর, পড়িতে পড়িতে চক্ষুঃ ক্ষীণ করিয়া ফেল, দেখ, যদি আমার অধিগতমর্ম্ম তুমি কোন উপায়ে উদ্ধার করিতে সমর্থ হও! আমার বিশিষ্ট মর্ম্ম তোমার কখনই হইবে না। এই নিমিত্ত পুস্তকখানি ইংরাজী প্রভৃতি ভাষান্তরে অনুবাদিত হইলেও, সুদক্ষ পাঠকবৃন্দের শঙ্কাকুল হইবার কারণ নাই; তাঁহারা তন্মধ্যে এতদিন নির্ব্বি-বাদে যে জ্ঞান লাভ ও আনন্দানুভব করিতেছিলেন, তাহা এখনও তাঁহাদেরি স্বতন্ত্র রহিল; কারণ অনুবাদ ইংরাজী বা পিলু ভাষাতেই হউক, তাঁহাদিগের বিশিষ্টার্থ সমান সমাচ্ছন্নই থাকিয়া গেল। সৎসঙ্গের প্রভাবও ঠিক ঐরূপ। একজন ইতর লোককে ভদ্রসমাজে আনয়ন কর, সে কোনক্রমেই তাঁহাদিগের সহচর হইতে পারিবে না। কারণ সমাজমাত্রই স্বভাবতঃ স্ব স্ব মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত অভদ্রের সমাগমে তাহার কোনই অগৌরব ঘটে না; ইতরের দেহমাত্র তদ্‌গৃহে অবস্থিত থাকে, কিন্তু সে কোন মতে তদাসীন অন্যতম সভ্যের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না।

অতএব নিত্য মানসিকবিধির বিরোধী হইয়া আর ফল কি? যাহার যেমন সত্ত্বা ও অধিকারমর্য্যাদা তাহারি সূক্ষ্মগণিত ফলানুসারে ঐ বিধি সকল মনুষ্যকেই পরস্পর যথা সম্বন্ধে সমন্বিত করিবে! গার্ট্রুড়, গায়ের প্রেমেই একান্ত মুগ্ধা; গায়ের স্বভাব কি সমুদার, কি অভিজাতগুণসম্পন্ন! তাঁহার আচারানুক্রম কি রোমীয় গৌরবলাঞ্ছিত! তাঁহার সহিত জীবন যাপন করা সত্যই কি সুখের জীবন! কোন্ মূল্য তাঁহার তুলনায় মহার্ঘ হইবে?

অতএব তাঁহাকে পাইবার জন্য স্বর্গমর্ত্ত আলোড়িত হইল। গার্ট্রুড়ের ভাগ্যে গায় মিলিল। কিন্তু ঈদৃশ অসম সংমিলনে কি ফলোদয় হইল? গায় অবিরত রাজসভা, রঙ্গভূমি, এবং বিলিয়ার্ড খেলাতেই উন্মত্ত; এবং গার্ট্রুড় সম্পূর্ণ মনোজ্ঞবাসনাশূন্যা ও সরসবাক্যদীনা, কাষেই স্বামির চিত্তাকর্ষণে নিতান্ত অসমর্থা। সুতরাং গায়ের উদার অভিজাত গুণগ্রাম, তাঁহার রোমীয় গৌরবমণ্ডিত আচারানুক্রম লইয়া গার্ট্রুড় কোন সুখের অধিকারিণী হইলেন!

অথচ মনুষ্যকে স্বীয় সুযোগ্য সঙ্গও লাভ করিতে হয়। স্বভাবসাদৃশ্য ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই তাহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না। অতি অলৌকিক গুণগ্রাম, অতি প্রশস্ত যত্নোদ্যম, কোন বিষয়ই এতৎস্থলে বাস্তবিক কার্য্যকারক হয় না। কিন্তু সান্নিধ্য বা স্বভাবসাদৃশ্য, ইহার অযত্নবিজয়শীলতা কি মনোজ্ঞ! অতুল সৌন্দর্য্যসম্পন্ন, সর্ব্বকলাভিজ্ঞ, স্বাভাবিকরূপ ও গুণমণ্ডনাদিহেতু বিস্মিত প্রশংসার সুযোগ্য পাত্র, কত অসংখ্যব্যক্তি আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, এবং তৎকাল ও সহচরগণের প্রীতিবিধানার্থ আপনাদিগের যাবতীয় প্রমোদকৌশল বিস্তার করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের একান্ত চেষ্টারও ফল কি হীন, এবং অসম্পূর্ণ! তৎকালে তাঁহাদিগের ভূরি প্রশংসা না করা নিশ্চয়ই কৃতঘ্নের কর্ম্ম হইবে। কিন্তু যখন সমস্ত সমাপ্ত হইয়া যায়, এবং কোন সমভাবী ব্যক্তি, কোন স্বভাব সহোদর বা সহোদরা, শারীরিক রুধিরপ্রবাহের ন্যায় মৃদুলঘুগতিতে এবং অতি সন্নিকৃষ্টাত্মীয়ভাবে নিকটে উপনীত হয়, তখন আরামের দ্বিতীয় বস্তু প্রাপ্ত হইলাম, মনে না হইয়া, বরং, যেন কোন ভার চলিয়া গেল, অনুভব করিয়া থাকি! চিত্ত, আপনাকে কিমপি সুলঘু, এবং বিশ্রান্ত জ্ঞান করে! যেন আনন্দময় নির্জ্জন সুখের মধ্যবর্ত্তী হইলাম! কিন্তু এই আধুনিক পাপাচার কালে, আমরা অতিমূঢ়ের ন্যায় কল্পনা করি যে, বন্ধুলাভ, কেবল সামাজিক আচার ব্যবহার, ভূষণ পরিচ্ছদ, শিক্ষানীতি এবং গণনা মর্য্যাদাদির প্রতি একান্ত বশ্যতাপ্রকাশ দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে! অথচ প্রকৃতপক্ষে, নিজের জীবনপথে যে আত্মার সন্দর্শন লাভ হয়, যাহার নিকট আমাকে অবনত, বা আমার নিকট যাহাকে অবনত হইতে হয় না, প্রত্যুত অনন্ত নভোপ্রদেশস্থিত জ্যোতিষ্ক-

দ্বয়ের ন্যায় পরস্পারের শোভাসমৃদ্ধি পুনরুক্ত করিয়া থাকি ; সেই সমপথ-বিহারী আত্মা ভিন্ন অন্য কেহই আমার বন্ধু হইতে পারে না। উপাত্তবিদ্যগণ, এই স্বভাবশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব মর্য্যাদাও বিস্মৃত হইয়া, কোন ললনার প্রেমলাভার্থ ইতর সমাজোচিত প্রথাপরিচ্ছদাদির সহিত হাস্যকর অনুকরণ করিয়া থাকেন ; এবং হৃদয়মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম্য প্রেমের সঞ্চারাভাবে, উদারমতী এবং আত্মার গৌরব-শ্রী ও প্রসাদপ্রতিভায় সদা উদ্ভাসিতা কামিনীর দর্শন-লাভে অসমর্থ হইয়া, অতি অভিমানচঞ্চলপ্রগল্‌ভা বালিকারই অনুসরণ করেন। কিন্তু তাঁহারা একবার স্ব স্ব গরিষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া চলুন, অনু-রাগ স্বতঃই তাঁহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইবে। জগতমধ্যে, এই যে চিত্তসান্নিধ্য বা গুণাকর্ষণের নিয়মানুসারেই সঙ্গ ও সমাজ পরিগঠিত করা বিধেয়, তাহার নিয়ম উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক, অন্যের চক্ষুঃ দিয়া সহচর নির্ণয় করিতে উন্মাদচপলতা প্রকাশাপেক্ষা অন্য কোন কর্ম্মই সেরূপ অধিকতর মর্ম্মান্তিক-দণ্ডের অধীন হয় না!

সেইরূপ নিজের যোগ্যমূল্য, মনুষ্য কেবল নিজেই নিরূপণ করিতে ক্ষম-বান্। যে ব্যক্তি যে মূল্য, নিজোপরি স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে তাহাই গ্রহণ করিতে দেওয়া, অতি প্রশস্ত যুক্তি। নিজের যোগ্যস্থান, এবং আস-নাবস্থান পরিগ্রহ কর, সকলেই তাহাতে অনুমোদন করিবে। ন্যায়বান্ হওয়াই জগতের অবশ্যধর্ম্ম। অতি গম্ভীর উদাসীনের ন্যায়, জগৎ সকল ব্যক্তিকেই স্ব স্ব পণনির্দ্ধারণ করিতে দেয়। বীর হও, বা ধৃষ্ট হও, জগৎ তাহাতে হস্তক্ষেপ করে না। নিজের নামধাম নির্লুপ্ত করিয়া কুক্কুরের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ কর, অথবা স্বীয় কর্ম্মগৌরব নভো-গর্ভ পর্য্যন্ত লম্বিত করিয়া নক্ষত্রমণ্ডলের গতিবিধিসহ এক করিয়া দাও, তব স্বনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ও জীবন-পরিমাণ, জগৎ তদীয় সম্বন্ধে নিশ্চয়ই শিরোধার্য্য করিয়া লইবে!

ঐ অনন্ত সত্যবিধি, শিক্ষাবিধানকেও অভিব্যপ্ত করিয়াছে। ক্রিয়ার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভিন্ন, অন্য উপায়ে, মানুষ মানুষকে শিক্ষিত করিতে সমর্থ নয়। যদি সম্পূর্ণরূপে আত্মাকে বিকাশ করিতে সমর্থ হয়, তবেই তাহার শিক্ষা দিবা-রও ক্ষমতা জন্মে ; কিন্তু বিশুদ্ধ বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা তাহাতে কখনই কৃতকার্য্য হয় না। যিনি গ্রহণ করাইতে সক্ষম, তিনিই কেবল শিক্ষা দিতে ক্ষমবান্ ;

এবং গ্রহণ করিবার শক্তি না থাকিলে কেহই শিক্ষিত হইতে পারে না! ছাত্র শিক্ষকের মনোভাব এবং বুদ্ধিবিশ্বাসের সমতলবর্ত্তী না হইলে, শিক্ষার আদান-প্রদান কোনমতে সম্ভাবিত নহে। কারণ শিক্ষাকালে পরস্পরের চিত্তসংযোগ বা বিমিশ্রণ ঘটিয়া থাকে; ছাত্র শিক্ষক হয়, এবং শিক্ষক ছাত্রের মনোভাব আরোহণ করিয়া থাকেন; এইরূপ চিত্তসন্নিপাতের সংঘটন হইলেই কেবল, প্রকৃত শিক্ষার উদয় হয়; এবং কোনও প্রতিকূল দৈবপাত বা অসৎসঙ্গের সংসর্গহেতু তাহার উপকারিতা কোন কালেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা যেমন কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি কর্ণান্তর দিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া যায়। বিজ্ঞাপনে দেখি, মিঃ গ্র্যাণ্ড "চতুর্থ জুলাই বাসরের" উপর এক বক্তৃতা দিবেন; মিঃ হ্যাণ্ড কারুসমিতিতে অন্য বক্তৃতা প্রদান করিবেন; কিন্তু কখন উৎসুক হইয়া তথায় গমন করি না; কারণ জানি যে, ঐ ভদ্রবক্তাদ্বয় শ্রোতৃবৃন্দসম্মুখে স্ব স্ব স্বভাবচরিত্রের অণুমাত্র পরিচয় দিবেন না; তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতার কণামাত্রও শ্রোতাগণের জ্ঞানগোচর হইবে না। যদি অন্যথা বিশ্বাস জন্মাইবার কারণ থাকিত; যদি তাঁহাদিগের সহৃদয়তা ও বিশ্বাসলাভের আশা জন্মিত; নিশ্চয় সমস্ত বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, তাঁহাদিগের বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। পীড়িতগণও দোলায় শয়ন করিয়া তথায় যাইতে বাসনা করিতেন। কিন্তু আধুনিক বক্তৃতা রসনার প্রগল্‌ভতা মাত্র; অতি সতর্ক ব্যাহার ও অনুনয়োক্তি সর্ব্বস্ব; অথবা জিহ্বারোধেরই পরিণাম; তন্মধ্যে মনোবিকাশ, বার্ত্তা বা মনুষ্যত্ব কিছুই দৃষ্ট হয় না।

বিধি সদৃশ অখণ্ড দণ্ডও যাবতীয় মানসিকক্রিয়ার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। বিষয় বাক্যে উচ্চারিত করিলেই যে তাহার উক্তি সমর্থিত হইল না, এখনও শিখিতে বাকী আছে; উক্তি স্বতঃসিদ্ধ হওয়াই কর্ত্তব্য; নচেৎ কোন ন্যায় বা শপথপ্রয়োগই তাহাকে সপ্রমাণ করিতে পারে না। এই নিমিত্ত বাক্যোচ্চারণের কারণ তন্মধ্যেই অবস্থিত থাকা বিধেয়।

কোন রচনা, জনসমাজের মনে, যে কি ফলোৎপাদন করিবে, তদীয় চিন্তা-প্রগাঢ়তাই তাহা সম্পূর্ণ গণিত করিতে পারে। ঐ চিন্তাতরি হৃদয়বারিধিকে কতদূর আলোড়িত করিয়া চলিয়াছে? যদি উহা দ্বারা তোমার

চিন্তাতরঙ্গ প্রবোধিত হয়; যদি উহার বিপুল বাগ্মিকণ্ঠ শ্রবণ করিয়া তুমি আপনাকে ব্যোমচর অনুভব করিতে থাক; তবে নিশ্চয়ই উহার ফল সুদূর বিস্তৃত হইবে; ধীরে ধীরে নিখিল মনুষ্যহৃদয়মধ্যে স্বীয় চিরাধিপত্য বিস্তার করিবে! কিন্তু যদি উহার পত্রাবলি তোমাকে কোনও শিক্ষা প্রদান করিতে অসমর্থ হয়, তবে মশকমক্ষিকাদির ন্যায় নিশ্চয় জন্ম-মুহূর্ত্তেই উপসংহারও প্রাপ্ত হইবে। কারণ ক্ষণিক রুচির সীমাতিক্রম করিয়া লিখিতে বা বলিতে হইলে, সরলভাবে সত্য বাক্য উচ্চারণ ও লিপিবদ্ধ করাই একমাত্র উপায়। যে যুক্তি স্বয়ং লেখকের অভিজ্ঞানভূমি স্পর্শ বা তাহার কর্ম্মজাত নিয়মিত করিতে অসমর্থ, তাহা যে অন্যের কার্য্য পরিচালিত করিতে সক্ষম হইবে, সন্দেহ করাও বাহুল্য মাত্র। অতএব মহাত্মা সিড্‌নীর সূত্র অবলম্বন করিয়া, কেবল "নিজের হৃদয়ে দৃষ্টিপাত কর, এবং লিখিতে থাক।" এইরূপ যিনি নিজের শিক্ষার্থ লিখিতে পারেন, তিনিই অনন্ত মনুষ্যমণ্ডলীর শিক্ষার্থ লিখিয়া থাকেন। নিজের জিজ্ঞাসা পরিতর্পণ করিতে গিয়া, যে জ্ঞান উপলব্ধ হয়, তাহাই কেবল সকলের নিকট জ্ঞাপন করিবার যোগ্য। অতএব যে লেখক হৃদয়পরিত্যাগ করিয়া, কেবল কর্ণকুহর হইতে স্বীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহার যে পরিমাণ জ্ঞান উপলব্ধ মনে হয়, প্রত্যুত সেই পরিমাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে; এবং যখন অর্দ্ধভূমণ্ডল সেই শূন্যগর্ভ পুস্তক লইয়া "কি কাব্যোচ্ছ্বাস" "কি প্রতিভা" ইত্যাদি বহুল প্রশংসাবাদন করে, তখনও বস্তুতঃ তদীয় কাব্যবহ্নির ইন্ধনপর্য্যন্ত সমাহৃত হয় না। স্বয়ং ফলকর বস্তুই কেবল সুফল প্রদান করিতে পারে। প্রাণই কেবল জীবন প্রদান করিতে ক্ষমবান্। এবং শতধা বিদীর্ণ হইলেও আমরা কখনই স্বকীয় লব্ধোপযোগিতা অতিক্রম করিয়া অন্যের নিকট সমাদৃত হইতে পারি না। সারস্বতমার্গে ভাগ্যাভিপাত দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা এতদধিকারমধ্যে চরমানুজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা পুস্তকের উদয়কালোচিত কোলাহলপর পক্ষপাতী পাঠকবৃন্দের অন্তর্গত নহেন; তাঁহারা ব্যবহারাসনগ্রাহী মরুতমণ্ডলের ন্যায় সদা বর্ত্তমান; কোনও উৎকোচ তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না; তাঁহারা কাতর প্রার্থনায় অনুনীত বা ভয় প্রদর্শনে ভীত নহেন; কিন্তু সর্ব্বদা অব্যাহত নিরপেক্ষচিত্তে সকলের

যশোভাগ যথাযথ মীমাংসা করিয়া থাকেন! শেষ পর্য্যন্ত, যে পুস্তকের যোগ্যতা বা পুরস্কারকুশলতা অক্ষত থাকে, তাহাই উত্তরকালের মধ্যবর্ত্তী হইতে পারে। অন্যথা, মুখপ্রদেশে সুবর্ণচ্ছটা, গর্ভে সুস্থূলপত্র, পৃষ্ঠে মসৃণ চর্ম্মাবরণ, বা বহুল উপহার খণ্ডপ্রেরণ, ইত্যাদি কোন উপায়েই, অযোগ্য পুস্তককে স্বীয় নির্দ্দিষ্টকাল অতিবর্ত্তন করিতে সক্ষম করে না। অবালপোলের অভিজাত ও রাজচক্রবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের দশা, উহাকেও অনুবর্ত্তন করিতে হয়। ব্ল্যাক্‌মোর, কোঝেবু, এবং পোলক, রাত্রিকালযাবৎ স্থিতিলাভ করিতে পারে; কিন্তু মুশা ও হোমার, চিরকালই বিদ্যমান থাকিবেন। কোন কালেই দ্বাদশ জনের অধিক প্লেটো অধ্যয়ন এবং অবধারণক্ষম ব্যক্তি যুগপৎ জীবিত ছিলেন না:—একবার মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ও তাঁহাদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত না! অথচ বংশপরম্পরাক্রমে যেন এই কয়েক জনের আনুকূল্যার্থই প্লেটোর গ্রন্থাবলি চলিয়া আসিতেছে; যেন তাঁহাদিগেরই হিতার্থ ঈশ্বর স্বয়ং উহা হস্তে করিয়া আনয়ন করিতেছেন! বেণ্টলি বলিয়াছেন, "পুস্তক কখন অন্য সাহায্যতায় লিখিত হয় না, পুস্তক নিজের দেহ নিজেই রচনা করিয়া থাকে।" এই জন্য কোন অনুকূল বা প্রতিকূল প্রযত্নবলে পুস্তকপুঞ্জের চিরস্থিতি সম্পাদিত হয় না; তাহারা স্ব স্ব বিষয়গৌরব বা নিত্য মনুষ্যবুদ্ধির তুলনায়, স্বকীয় স্বভাবসম্পত্তির পরিমাণানুসারেই, স্থিতিশীলতা লাভ করিয়া থাকে। "ছবির অঙ্গচ্ছায়াজন্য এরূপ আকুল হইও না," প্রসিদ্ধ ক্ষোদক মাইকেল আঞ্জিলো জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "নগর চত্বরের আলোক পাইলেই, উহার গুণাগুণ নির্ণীত হইবে।"

সেইরূপ মনোভাবের গভীরতানুসারেই তৎপ্রসূত ক্রিয়া সমূহের ফলাফল নির্ণীত হইয়া থাকে। মহান্ কখন আপনাকে মহান্ বলিয়া বিদিত নয়। তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশিত হইতে প্রায় দুই এক শতাব্দি গত হইয়া যায়। সুতরাং তিনি যখন কোন কর্ম্ম করেন, তখন তাহা নিতান্ত অবশ্যভাবেই সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাহাই জগতমধ্যে অতি সরল এবং স্বাভাবিক কর্ম্ম মনে হয়, এবং তাহাকে উপস্থিত বিষয়বেষ্টনের প্রসবস্বরূপ জ্ঞান করিয়াই তিনি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত, দূরভবিষ্যতে, তাঁহার যাবতীয় কর্ম্ম, এমন কি অঙ্গুলির উত্তোলন ও আহারকরণপর্য্যন্ত, অতি বিশাল এবং

সমগ্র সমন্বিত অনুভূত হয়, এবং কোন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়, বা সমাজতন্ত্রের আকার ধারণ করিয়া থাকে।

উল্লিখিত কয়েকটি বিষয় মনস্বিনীপ্রকৃতির স্বভাবরতির কতিপয় সোদাহার প্রমাণমাত্র নিষ্পন্ন করিতেছে; তাহার প্রবাহ কোন দিকে প্রধাবিত, তাহারি কয়েকটি ভাসমান উপলক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির স্রোতঃ এই বহমান রুধির; ইহার প্রত্যেক বিন্দুই সদা জীবসম্পন্ন। সত্যের জয় অনন্য সংখ্যক নহে; কিন্তু জগতের যাবতীয় বস্তুই তদীয় সাধনতা প্রাপ্পিত হয়; বলিতে কি পৃথিবীর ধূলি ও প্রস্তর এবং ভ্রান্তি ও অনৃতিও, তাহার হেতু হইয়া থাকে। চিকিৎসকগণ বলেন, ব্যাধিব্যবহারও আরোগ্যবিধির ন্যায় সম্পূর্ণ মনোজ্ঞ। দর্শনশাস্ত্র স্বভাবতঃই 'অস্তি'বাদী তথাপি 'সৎ'কে প্রমাণসিদ্ধ করিতে, আগ্রহের সহিত 'অসৎ' বিষয়েরও সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়া থাকে; যেমন ছায়া সপদি সূর্য্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। ঐশ্বরিক অবশ্যতানিবন্ধন জাগতিক সকল বস্তুকেই অগত্যা স্ব স্ব সাক্ষ্যপ্রদান করিতে হয়। যথা—

মনুষ্য চরিত্র প্রতিক্ষণ স্বতঃই প্রকাশ হইতেছে। অতি চঞ্চল কর্ম্ম ও গলদ্বাক্য, বৃথা কার্য্যভাণ, এবং ব্যক্ত-মনোরথ, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়, চরিত্রকেই পরিস্ফুট করিয়া থাকে। যখন কার্য্য কর, তখন স্বভাবেরই পরিচয় দাও; যখন নিশ্চিন্ত বসিয়া থাক বা নিদ্রা যাও, তখনও স্বভাবকেই প্রকটিত করিয়া থাক। তুমি মনে কর যে, সকলে যেস্থলে মতামত প্রকাশ করিল, তথায় তুমি কোনও কথা বলিলে না; সমাজ, দাসত্ব, বিবাহ, সামান্যসম্পদ, গুপ্তসমিতি, শিক্ষাসম্প্রদায়, ন্যায়বিভাগ, এবং ব্যক্তিজনের উপর কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে না বলিয়া, লোক এখনও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, যেন অনুক্ত জ্ঞানলাভার্থই, তোমার অনুজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে? কিন্তু বস্তুতঃ ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরূপ; তোমার মৌনই, চীৎকার করিয়া, তাহাদিগের প্রশ্নের উত্তর দান করিয়াছে। তোমারও কোন অলৌকিক সংবাদ দিবার ক্ষমতা নাই, এবং তোমার সহচরগণও তাহাই বুঝিয়াছে। তোমা হইতে তাহাদিগের কোনও উপকার হইবে না; কারণ সময়ে দৈববাণীও নীরব থাকে না। প্রজ্ঞা কি উচ্চৈঃ ঘোষিত হয় না; এবং বুদ্ধির কণ্ঠ কি সর্ব্বত্র বিশ্রুত নয়?

পুনঃ, প্রকৃতিরাজ্যের সর্ব্বত্রই, ছদ্মশক্তি বা কপটতা অতি ভীষণ প্রতিরোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সত্য আসিয়া দেহের কুষ্ঠিত প্রত্যঙ্গনিচয়কে নিপীড়িত করে। লোকে বলে মুখচ্ছায়া কখনই মিথ্যা উদীরিত করে না; সুতরাং মুখভঙ্গিপরিবর্ত্তন, নিরীক্ষণ করিতে শিখিলে কোন ব্যক্তির আর প্রতারিত হইবার ভয় থাকে না। কারণ, যখন মানবগণ সরল সত্যসুনির্ম্মলচিত্তে, সত্য কথা বলে, তখন তাহাদিগের নয়ন গগনের ন্যায় নির্ম্মল এবং জ্যোতিষ্মান্ হয়; কিন্তু যখন কোন কু-অভিপ্রায় থাকে, এবং সত্য কথা বলিতে পারে না, তখন তাহাদিগের চক্ষুঃ সদ্যঃ আবিল এবং কখন কখন দৃষ্টিও, বক্র হইতে দেখা যায়।

এইরূপ, কোন লব্ধাভিজ্ঞ ব্যবহারবিৎকেও বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহারাজীবের মনে "অভিযুক্ত নিরপরাধী" বিশ্বাস দৃঢ়মূল না হইলে, তৎকর্ত্তৃক কোনরূপে জুরিগণ বিচলিত হইবার আশঙ্কা নাই। তিনি নিজেই যদি "নিরপরাধী" জ্ঞান না করেন, তাঁহার অবিশ্বাস বহু মৌখিক প্রতিবাদস্বত্ত্বেও জুরিগণের নিকট প্রকাশ হইবে, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদিগেরও হৃদয় অধিকার করিবে। কারণ যে বিশ্বকীয় বিচিত্র বিধির ক্রিয়া এতৎস্থলে দর্শনীয়, তাহা জগতমধ্যে অনন্য, সুতরাং অখণ্ডপ্রতাপ; এবং তাহাই পুনঃ কোনও শিল্প রচনা দর্শনকালে, নির্ম্মাতার নির্ম্মাণকালীন মনোভাব সদ্যঃ আমাদেরও মনে উৎপ্রেরিত করিয়া থাকে। তাহারি প্রতাপহেতু, আমরা অপ্রতীত বিষয়, বহুযত্নসহকারে পুনঃ পুনঃ পুনরুক্ত করিয়াও, কোনক্রমে সম্যক্ উক্ত বা ব্যাখ্যাত করিতে সমর্থ হই না। এবং সেই অনির্ব্বনীয় গূঢ় শক্তিরই মনোহর ছবি, সুইডেনবোর্গ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিত্রমধ্যে কতকগুলি পরলোকগত মানবের, অপ্রতীত বিষয় বাগ্‌প্রকাশনার্থ অশেষ চেষ্টাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহারা বহুল মুখভঙ্গী এবং রোষে বারম্বার অধরাকুঞ্চন করিয়াও, তাহা বাক্যে উচ্চারণ করিতে পারিতেছে না।

এই নিমিত্ত, মানবগণ নিজ নিজ যোগ্যমূল্যেই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব স্বকীয় সম্বন্ধে অন্যকীয় গণনা জানিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া, অতি মূঢ় কৌতূহলমাত্র; এবং অপ্রসিদ্ধ থাকিতে ভীত হওয়াও, সেইরূপ হেয় প্রবৃত্তি। যদ্যপি কোন ব্যক্তির যথার্থ কার্য্যদক্ষতা থাকে; যদি তিনি

কোন কর্ম্ম অন্যজনাপেক্ষা চারুতরভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ; তবে তাঁহার শক্তিমত্তা জনসমাজে স্বীকৃত হওনের পণবদ্ধ স্বভাবতঃই বর্ত্তমান। এই জগৎ অবিরাম ব্যবহারকার্য্যেই পরিপূর্ণ; যে সমাজেই প্রবেশ কর; যে কার্য্যেরই বা উদ্যম কর; তদ্দ্বারাই তৎক্ষণাৎ পরিমিত এবং পরিচিহ্নিত হইতে হইবে। নগরচত্বর বা প্রাঙ্গণমধ্যে ক্রীড়াপর বালক-সমাজেও, প্রতি-অভিনব বালক দিবসদ্বয়মধ্যে এরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে পরিমিত এবং যথাসংখ্যাযুক্ত হইয়া থাকে, যে যেন তাহার গতিশক্ত্যাদির সত্য সত্যই কোন পরীক্ষা হইয়াছিল। সেইরূপ কোন সুদূর বিদ্যালয় হইতে জনৈক অপরিচিত বালককে, পরিচ্ছন্ন বেশভূষাদি করিয়া নানা ভঙ্গী ও বিভ্রমের সহিত, নিজ বিদ্যালয়ে আসিতে দেখিলে, বয়োধিক বালকগণও অজ্ঞাতে চিন্তা করিয়া থাকেন, "বেশ দেখিয়া কি করিব, নিজে কেমন কল্যই জানিতে পারিব।" "ঐ ব্যক্তি কি করিয়াছে" এই দৈবপ্রশ্নই দিবারাত্রি মনুষ্যহৃদয়কে বিচিত, এবং যাবৎ অলীক যশোবাসকে, ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন করিতেছে! এই নিমিত্ত, যদি বৃথাস্পর্দ্ধী কিয়ৎকাল সমাজের গরিষ্ঠ সিংহাসনে আসীন থাকে, এবং তৎকালজন্য হোমার বা অবাসিংটনের সহিতও নিঃশেষে প্রভেদশূন্য লক্ষিত হয়; তথাপি মনুষ্যগণের পরস্পর গুণান্তর বিষয়ে সন্দিহান্ হইবার প্রয়োজন নাই। কারণ, ভাণ কেবল নিশ্চিন্ত উপবিষ্ট থাকিতেই সমর্থ; কিন্তু কার্য্য করা তাহার শক্তি নয়। ভাণের মুখে, প্রকৃত গরিষ্ঠকর্ম্মের ব্যাজও কখন নিরীক্ষণ করিতে পাইবে না। ভাণকর্ত্তৃক কখন কোন ইলিয়াড-রচিত, জর্ক্সিস্ দুরীকৃত, পৃথিবী খ্রীষ্টধর্ম্মমণ্ডিত, বা দাসত্ববিমোচন সম্পাদিত হয় নাই।

যে পরিমাণ ধর্ম্মগুণ হৃদয়মধ্যে নিহিত আছে, তৎপরিমাণই বাহিরে প্রকটিত হয়; এবং স্বভাবস্থ সদ্গুণনিচয়ের পরিসংখ্যানুসারেই শ্রদ্ধা ও সম্মাননা সমাহৃত হইয়া থাকে। দুরিতগণও গুণের মর্য্যাদা করে! যাঁহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ উন্নত, যাঁহারা সদা উদারাশয় এবং স্বেচ্ছাব্রতী, তাঁহারাই চিরকাল এই নরলোকের শিক্ষাবিধান এবং শ্রদ্ধাসমাহ্বান করিতে ক্ষমবান্। সহৃদয় বাক্য কখনই নিঃশেষে বিনষ্ট হয় না। এবং উদারতাও কোনকালে ভূমিসাৎ হইয়া যায় না। কিন্তু কোন না কোন হৃদয়, অকস্মাৎ উপনীত হইয়া,

তাহার সম্বর্দ্ধন এবং সম্ভাজনা করিয়া থাকে। যাহার যেমন গুণমর্য্যাদা তাহাকে ঠিক তদনুসারেই অন্যের নিকট পরিগণিত হইতে হয়। তাহার স্বত্ববত্তা মুখে, আকারাবয়বে, ও ভাগ্যসম্পদে, যেন জ্যোতির্মুদ্রিত অক্ষরাবলির ন্যায় নিরন্তর জ্বলিতে থাকে। গোপন তাহার কোনই উপকার করিতে পারে না; এবং শ্লাঘাতেও কোন ফলোদয় হয় না। নেত্রজ্যোতিঃ, হাস্যবিকাশ, আশীর্বাভিবাদন ও করমর্দ্দনাদি, পদে পদে মনুষ্যকুলের গুণবত্তা উচ্চারিত করিয়া থাকে। পাপাচার তাহাকে সদ্যঃবিলিপ্ত এবং তাহার শুভাঙ্কনগুলি বিলুপ্ত করিয়া ফেলে। কেন অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, লোক কারণ খুঁজিয়া পায় না, তবুও তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া থাকে। পাপচ্ছায়া, চক্ষুর তরলজ্যোতিঃ অপহরণ করিয়া, তাহাকে কাচের ন্যায় কঠিন এবং অনুজ্জ্বল করে; তাহার গণ্ডদেশে ইতরের ভাব রেখাঙ্কিত করিয়া দেয়; নাসিকাকে শুষ্ক এবং শীর্ণ করিয়া ফেলে; শিরোপৃষ্ঠে পাশবচিহ্ন মুদ্রিত, এবং সম্রাট হইলেও, ললাটে "মূঢ়! মূঢ়!" শব্দ লিখিত, করিয়া থাকে।

অতএব যদি দুষ্কর্ম্মী বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইতে না চাও, দুষ্কর্ম্ম একেবারে করিও না। কারণ, বিস্তীর্ণমরুমধ্যে মূঢ়াচরণ করিলেও, তত্রত্য প্রতি বালুকাকণা তৎক্ষণাৎ চক্ষুঃসম্পন্ন হইয়া তাহা দর্শন করিবে। নির্জ্জনে পাপের উপভোগ সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে, কিন্তু পাপাচারী নিজেও তাহা গোপন রাখিতে শক্ত নয়। তাহার বিবর্ণ দেহকান্তি, শূকরের ন্যায় বিশুষ্কমুখ এবং কোপনদৃষ্টি, বিপ্রিয়কর্কশক্রিয়ানুষ্ঠান, এবং সমাচ্ছন্ন বিবেক, তাহা প্রতিপাদ উদ্গীরিত করিয়া থাকে। পাচক বা জীর্ণবাসোদগ্রাহিকে কি কখন ভেনো বা পল বলিয়া ভ্রান্তি হয়? এই জন্য কনফিউসিয়াস্ সহোচ্ছ্বাস বলিয়াছিলেন, "মানুষকে কেমন করিয়া লুক্কায়িত রাখিবে! তাহাকে কেমন করিয়া লুকাইবে!"

এই নিমিত্ত পক্ষান্তরে, বীরকর্ম্মাগণ স্ব স্ব ন্যায় ও শৌর্য্যময় কর্ম্মজাত স্বয়ং গোপন রাখিয়াও, তাহাদিগের অপ্রকাশ ও অনাদরাশঙ্কায় কখন ভীত হয়েন না। কারণ তত্তৎ গরিষ্ঠ কর্ম্মনিচয় অন্ততঃ একৈক জনেরও জ্ঞানগোচর হইয়া থাকে;—অর্থাৎ স্বয়ং কর্ত্তার—এবং তিনি সেই সুখজ্ঞানের অমিয়প্রসাদে, সদাকাল মধুরচিত্তপ্রসাদ এবং সমুচ্চ বাসনাধিকারের পণবদ্ধ, যেন

হস্তগত করিয়া, অবস্থান করিতে থাকেন; সুতরাং পরিশেষে, এই আত্ম-জ্ঞানের ফলেই, তাঁহার গরীয়ান্ কর্ম্মসমূহ, মৌখিক বর্ণনাপেক্ষা তারতর ঘোষণা লাভ করিয়া থাকে। দৃঢ়রূপে জগতপ্রকৃতির হৃল্লগ্ন হইয়া কর্ম্ম করাই প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং সেই জগদ্প্রকৃতিবলেই যাবতীয় সদানুষ্ঠান বিজয় ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। অবিরাম "দৃক্" নিরাকৃত করিয়া, তৎস্থলে "সৎ"কে সমানীত করাই, ঐ প্রকৃতির লক্ষণ; এবং এই নিমিত্তই মানবের গভীর চিন্তা, ঈশ্বর সম্বন্ধে "আমি আছি," এই সুযোগ্য স্থত্র নির্দ্দেশ করিয়াছে।

উল্লিখিত সমালোচনা হইতে, এই শিক্ষা লাভ হয় যে, "হও ভিন্ন কখন দেখাইতে" চেষ্টা করিও না। অতএব এস, এখন নীরবে ঐ জাগতিক বিধির বশ্যতা ব্রজন করি! ঐশ্বরিক চক্রের ভ্রমণমার্গ হইতে আমাদিগের এই স্ফীত অসারতা সমুদ্ধৃত করিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করি! এই লৌকিক সুবিজ্ঞতা বিস্মৃত হই! এবং অতি দীনভাবে সর্ব্বশক্তিমানের অখণ্ডপ্রতাপের পদতল-শায়ী হইয়া শিক্ষা করি যে, এই বিশ্বমধ্যে সত্যই কেবল, মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যশ্রী স্থজন এবং পরিবর্দ্ধন করিতে সমর্থ।

অতএব যদি কোন বন্ধুর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে যাও, কয়েক দিন তাঁহার নিকট আসিতে পার নাই বলিয়া, মিছা অনুনয় বিনয়ে তাঁহার সময় নষ্ট, এবং নিজের প্রিয়কারিতা বিচ্ছায় করিবার প্রয়োজন কি? মঙ্গলাদি যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, সরলহৃদয়ে এখনি জিজ্ঞাসা কর! তাঁহাকে জানিতে দাও যে, তোমার হীনদেহ অবলম্বন করিয়া পরাৎপরপ্রেমই, তদীয় কুশল জানিতে সমাগত হইয়াছেন! অথবা ইতিপূর্ব্বে পরস্পর সাহায্য করিতে অক্ষম হইয়াছিল, কি উপহার বা সম্ভাষণদ্বারা পরস্পরকে স্তত বা সম্বর্দ্ধিত করিতে ত্রুটি হইয়াছিল বলিয়া, উভয়ে মনে মনে বৃথা আত্মগ্লানিতে নিপীড়িত হইবার আবশ্যকতা কোথায়? এই দর্শন মুহূর্ত্তেই এক অন্যের সম্মুখে ঐশ্বরিক প্রসাদ ও কল্যাণবাকের বিগ্রহস্বরূপ দণ্ডায়মান হও! প্রকৃত প্রেমের জ্যোতিঃই তোমাদিগের দেহ হইতে বিস্ফুরিত হউক! এবং উপহারপরি-কল্পিত আহার্য্যপ্রণয়ে শোভা পাইতে চেষ্টা করিও না! ইতর লোকেই অন্যের নিকট অনুনয়নপর; তাহারাই সকলকে অভিবাদন করে; বহুল-

যুক্তিপূর্ণ বৃথাকারণনিদর্শন করিয়া থাকে; এবং তাহাদিগের অন্তরে প্রকৃত-বস্তু অবিদ্যমান বলিয়াই তাহার বাহুছায়া পুনঃ পুনঃ দেহোপরি সমাহৃত এবং পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে।

কিন্তু সচরাচর, আমরা ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর বহির্ব্ব্যাপারের প্রতিই একান্ত পক্ষ-পাতী; বহির্ব্বিশালতার উপাসনা করিতেই সদা ব্যগ্র। সুতরাং কবিগণকে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ক্রিয়াবিমুখ ব্যক্তি বলিয়া গণনা করি; কেন না, তাঁহারা তন্ত্রনায়ক, বণিক্, বা দ্বারবান্ নামধেয় কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ায় লিপ্ত নহেন। আমরা বিবিধ সামাজিক ক্রিয়াবিভাগেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকি, এবং মানবীয় চিন্তামধ্যেই যে তত্তৎবিভাগের উৎপত্তি, অবধারণ করিতে তিলমাত্র প্রয়াস করি না। কিন্তু প্রকৃত ক্রিয়া, অতি সুস্থির বিরাম মুহূর্ত্তেই, সংঘটিত হইয়া থাকে! জীবনের এক একটি পরিচ্ছেদ,—জীবিকা-নির্ব্বাচন, বিবাহকরণ, পদপ্রাপ্তী ইত্যাদি, বহির্ব্বিষয়ের অভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট নয়; কিন্তু ভ্রমণাদি বিরামকালীন কোন আকস্মিক ভাবনাগর্ভেই তাহাদিগের প্রথম উদয়;—যে ভাবনা জীবনের আদ্যোপান্ত সমালোচিত করিয়া বলিতে থাকে—"তুমি এই-রূপে কর্ম্ম করিয়াছ, কিন্তু ঐরূপে করিলেই সুযুক্ত হইত!" উত্তরবর্ষপরম্পরা অনুচরভৃত্যবর্গের ন্যায় ঐ চিন্তারই সেবা এবং পরিচর্যা করিয়া থাকে; এবং স্ব স্ব শক্তি ও দক্ষতানুসারে উহারি অনুজ্ঞা সম্পাদন করে! এই প্রত্যবেক্ষণ-বা-সংশোধনরতিই, জীবনের পরিচালিকা নিত্যশক্তি, এবং ইহার ক্রিয়া তদীয় পরিণামপর্য্যন্ত প্রসৃতি লাভ করিয়া থাকে! সমগ্রমানবের জীবনা-রাধ্য, এবং ঐ বিশদমুহূর্ত্তগণের অভিলক্ষিত, যুগপৎ এই অনন্য অভিলষিত মধ্যেই পর্য্যবসিত—যে, তদীয় হৃদয়মধ্যে দিবাকরের প্রখর কিরণ প্রকাশিত হউক; তাহার হৃদয়ান্তর ভেদ করিয়া ঐশ্বরিকবিধি অবাধে ইতস্ততঃ গতা-য়তি করুক; সুতরাং যেন দর্শকের চক্ষুঃ, আহার, নিবাস, ধর্ম্ম, সমাজ, আমোদ, ব্যাহার, ও আপত্তি প্রভৃতি, জীবনের তাবৎ কর্ম্মপৃষ্ঠেই, তদীয় চরিত্রকে ওতপ্রোতভাবে প্রতিফলিত দর্শন করে! অধুনা মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গ সমধাতুময় নহে; কিন্তু পরস্পর বিসদৃশ কত সঙ্কর পদার্থই না তন্মধ্যে পরিমৃদিত! আলোক তন্মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হয় না, সুতরাং কখন সম্যক্ প্রকাশও লাভ করে না! দর্শকের চক্ষুঃ তাহাতে বিভ্রান্ত হইয়া

যায়; তন্মধ্যে কতপ্রকারেরই না বিষম রতি দৃষ্ট হয়; এবং সমগ্র জীবন, যেন কলহ ও কোলাহলপূর্ণ, প্রতীত হইয়া থাকে!

ঈশ্বর আমাদিগকে যেরূপ মানবীয় গুণে সম্পন্ন এবং যে জীবনপথে অবস্থাপিত করিয়াছেন, অলীক বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাকে লঘু করাই, কেন অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করি? সদা সন্তোষ কি সুজনের ধর্ম্ম নয়? আমি ঈপেমিনণ্ডাসের নাম, শুনিতে ভাল বাসি, এবং শুনিলে শ্রদ্ধার উদয় হয়; কিন্তু তজ্জন্য স্বয়ং ঈপেমিনণ্ডাস হইতে বাঞ্ছা করি না; পরন্তু, তদীয় জীবনকালিক সংসারপদের প্রতি অনুরাগ প্রকাশাপেক্ষা, স্বকীয় জীবনপরিবেষ্টনপ্রতি অনুরাগ প্রকাশ করাই, সুবিহিত জ্ঞান করি। সুতরাং, যদি সত্য সত্যই স্বানুরক্ত হই, তাঁহার কর্ম্মজাত উদীরিত এবং আমার মস্তকে নিষ্ক্রিয়াপবাদ পুনঃ পুনঃ নিক্ষিপ্ত করিয়াও, তুমি মনোমধ্যে বিন্দুমাত্র অসুখোদ্রেক করিতে পারিবে না। কারণ, সময়ে কর্ম্ম করাই অতি শোভন, এবং হিতকর কর্ম্ম, দেখিতে পাই, এবং অন্যথা নিশ্চেষ্ট থাকাও অহিতকর নয়, নয়নগোচর করি। যদি ঈপেমিনণ্ডাসের চরিত্র সম্যক্ বুঝিয়া থাকি, তবে তিনিও যে, আমার অবস্থাপন্ন হইলে, অতি হর্ষপ্রশান্তচিত্তে এইরূপ নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতেন, তাহাতে আর সংশয় কি! এই বিশ্বরাজ্য অতীব বিস্তীর্ণ এবং এতন্মধ্যে অনুরাগ ও সহিষ্ণুবিক্রম অশেষবিধরূপে প্রদর্শন করিবার অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায়! সুতরাং বৃথা ক্রিয়াব্যস্ত এবং উপযাচক হইবার প্রয়োজন কি! সত্যপরায়ণ স্বভাবনিষ্ঠের পক্ষে ক্রিয়া ও নিষ্ক্রিয়া উভয়ই সমান! একবৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ ছেদন করিয়া একখণ্ডে বায়ুমান প্রস্তুত, এবং অপরখণ্ড সেতুর কড়িরূপে যোজিত হইল, কিন্তু কাষ্ঠের গুণ কি উভয়তঃ সমান পরিস্ফুট নহে?

অতএব, আত্মার অবমাননা করিতে আমার অভিলাষ নাই! এই স্থানে বিশ্বাত্মার যে কোন সাধনের প্রয়োজন আছে, আমার অবস্থিতিই তাহার সমুচিত প্রমাণ। তবে কি এই পদগ্রহণ করিব না? ভীরুর ন্যায় ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিব? গর্ব্বিত বিনয় এবং কালাপেত অনুনয় লইয়া লোকের সহিত বকক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইব? এবং আমার জীবননিয়োগকে অনুচিত বিবেচনা করিব? ঈপেমিনণ্ডাস বা হোমারের,

জীবনপদাপেক্ষা আমার জীবনপদ কি এতই অসঙ্গত? চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা তবে কি নিজের প্রয়োজন কিছুই বুঝেন না? কিন্তু এরূপ তর্ক না করিলেও, বস্তুতঃ আমার নিজের কোন অসন্তোষ নাই। এই শিবাত্মা প্রত্যহ আমাকে পোষণ করিতেছেন। প্রতিদিন নূতন শক্তি ও আনন্দের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছেন! সুতরাং ইহাঁর প্রসাদ অন্য জনের নিকট অন্যাকারে সমুপস্থিত হইয়াছিল শুনিয়া, আমি অদ্য, ইতরের ন্যায়, ইহাঁর অসীম-কল্যাণ গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতে পারি না!

এতদ্ব্যতীত ক্রিয়ার নাম শ্রবণ করিয়াই কেন পরাভূত অনুভব করিব? প্রসিদ্ধ ক্রিয়া, কেবল চক্ষুর বঞ্চনা মাত্র—তাহাতে বিষয়ান্তরের সম্পর্কও বিদ্যমান নাই। চিন্তাই কেবল যাবতীয় ক্রিয়ার বংশকর্ত্তা বলিয়া বিদিত। কিন্তু কোন বাহ্যাভরণ ব্যতীত, অকিঞ্চন মন, যেন নিজের সত্ত্বা বুঝিতেও অসমর্থ। হিন্দুর আহারাচার, কোয়েকারের পরিচ্ছদ, ক্যাল্‌ভিনিক্‌দিগের উপাসনাসঙ্গত, হিতৈষণাসভা, ভূরিবদান্যতা, উচ্চপদ, বা অন্য কোন দৃষ্টি-গ্রাহী, দুর্দ্দর্শলক্ষ্য, অনুষ্ঠানের সাক্ষ্য ভিন্ন, যেন আপনার স্বত্ত্ববত্তাও অনুভব করিতে অক্ষম। কিন্তু সমৃদ্ধচিত্ত সুখাতপে দেহ প্রসারিত করিয়া সদাকাল নিদ্রা যান, এবং প্রকৃতিমধ্যে বিলীন হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ চিন্তা করাই ক্রিয়ার প্রকৃত সম্পাদন!

অতএব যদি মহৎ কর্ম্মের অধিকারী হইতে বাসনা থাকে, এস! স্ব স্ব কর্ম্মকে মহৎ করিয়া সম্পাদন করি। ক্রিয়ামাত্রেরই স্থিতিস্থাপকতা অসীম, এবং লঘুতমকর্ম্মও স্বর্গীয় গৌরবে এরূপ উপচিত হইতে শক্য, যে অবশেষে তদ্দ্বারা চন্দ্রসূর্য্যপর্য্যন্ত সমাচ্ছাদিত হইয়া থাকে, অতএব, অবস্থা ও নিয়োগ যাহাই হউক না কেন, এস কেবল সত্যানুরাগ ও বিশ্রব্ধকারিতার বলেই, নিরবচ্ছিন্ন শান্তির অন্বেষণ করি! সম্পূর্ণ অক্ষুব্ধচিত্তে কেবল স্বকীয় নিয়োগেরই অনুধাবন করি! যাঁহাদিগের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগের সমক্ষে স্বীয় যোগ্যতা সমর্থন করিবার পূর্ব্বে, ইতালির ইতিহাস, গ্রীসের দর্শন বা নাট্যকাব্যের অভ্যন্তরে কোন অধিকারবলে ভ্রমণ করি? যখন বন্ধুজনের লিপি প্রাপ্ত হইয়া, অদ্যাবধি প্রত্যুত্তরদানে সমর্থ হই নাই, তখন কোন সাহসে ওয়াসিংটনের যুদ্ধবিবরণ পাঠ করিতে চাই? বৃথাধ্যয়নবাহুল্যের

প্রতীকরণার্থ উহা কি সমীচীন যুক্তি নয়? এইরূপে নিবিষ্ট থাকা, কেবল কাপুরুষের কার্য্য; যাহারা বৃথা-ব্যপদেশে স্বকীয় কর্ম্মভার পরিহার জন্য, প্রতিবেশীর ক্রিয়াচেষ্টা নিরীক্ষণ করিতে থাকে। ঈদৃশ ব্যবসায়ই প্রকৃত-পক্ষে অপবীক্ষণ নামের যোগ্য। এবং কবি বায়রণ, জ্যাকবার্ণ্টিং সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি করিয়াছেন :—

"বলিতে বচনহীন, সপথ-সম্বল।"

আমিও এতৎস্থলে অনুরূপ উক্তি, ঐ অস্বাভাবিক পঠনানুরাগের প্রতি প্রয়োগ করিতে পারি যে, "করিতে সুবুদ্ধিহীন পাঠে অভিরত!" সময় ক্ষেপণের কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাই না, সুতরাং কি করি, অবশেষে ব্র্যাণ্টের জীবনী লইয়া পড়িতে বসিলাম। কিন্তু এরূপে অন্যের জীবনচরিতপাঠে নিজের জীবন অতিবাহিত করিলে, ব্র্যাণ্ট, জেনেরেল স্কুলিয়ার বা অবাসিংটন প্রভৃতি তথা নামধেয়দিগের প্রতি কি যোগ্যতাতিরিক্ত মর্য্যাদা প্রকাশ করা হয় না? আমারও সময় তাঁহাদিগের সময়ের ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে অমূল্য এবং ফলপ্রদ হওয়াই কর্ত্তব্য;—আমার বিষয়বেষ্টন, সম্বন্ধান্বয় প্রভৃতিও তাঁহা-দিগের বিবিধ পরিবেষ্টনতুল্য শোভন এবং গৌরবের আধার হওয়াই উচিত। অতএব ঐরূপ বৃথা ব্যবসায়ে জীবনক্ষেপণাপেক্ষা বরং নিজের কর্ম্ম এরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে চাই যে, যদি অভিলাষ হয়, অপরাপর ক্রিয়াবিমুখ ব্যক্তিগণ আসিয়া আমারও কীর্ত্তিবাস, ঐ খ্যাতনামাদিগের কীর্ত্তিবাসের সহিত অনায়াসে তুলনা করিতে পারে, এবং যেন বয়ন বা সূত্রকে উভয়তঃ সমান অভিন্ন বর্ণই দর্শন করিতে পায়?

বস্তুতঃ, মানব প্রকৃতি যে সর্ব্বতো বর্ণহীন এবং নির্ব্বিকল্প, এই স্বভাবসত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন হইতেই, পল বা পেরিক্লিশের যোগ্যতা বহুগণিত এবং নিজের মর্য্যাদা লঘূকরণ প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছে! কিন্তু উক্ত বিষয়ের সমীক্ষ ছিলেন বলিয়াই, নেপোলিয়ান্ মনুষ্যমধ্যে অনন্তগুণেরই পরিচেতা ছিলেন, এবং সৈনিক, বা জ্যোতির্ব্বিদ, কবি বা অভিনেতা, তাবৎ সুকুশল ব্যক্তির সমবিধানেই পুরস্কার করিতেন। সেইরূপ কবি ও আলেখ্যকারগণ যদিও বর্ণনাকালে সিজার তৈমুরলঙ্গ, বন্দুকা ভার্জিন মেরি, পল, পিতার প্রভৃতি খ্যাতনামদিগের প্রচলিত প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া থাকেন, তথাপি সেই•

দৈবায়াত মানবগণের বিশিষ্টতাপ্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাতিশয় প্রদর্শন করেন না বা তুলনায় আপনাকেও বিলুপ্ত করিয়া ফেলেন না। কারণ যদি কবির লেখনি হইতে স্বভাবসুনির্ম্মল দৃশ্যকাব্য উচ্ছ্বসিত হয়, তবে তিনিই স্বয়ং, সেই উদারপ্রকৃতিসম্পন্ন বীরগুণের অধিশ্রয় সিজার, কেবল সিজারের বেশধারী অভিনেতা নহেন। তাঁহারও অন্তরে, অনুরূপ চিন্তাতরঙ্গ, সদৃশ বিশদোচ্ছ্বাস, অবিকলতরলবিসর্পিণী বুদ্ধি, তুল্যলঘু অধিরোহিণী উদ্দামগতি, এবং সেই স্বয়ম্‌কুশল নির্ভীক হৃদয়ও বর্ত্তমান, যাহার উদ্বেলিত প্রেম ও আশ্বাসতরঙ্গ, রাজপ্রাসাদ, আরামোদ্যান, অর্থপোত, ও রাজ্যাদি জগদ্গণনায় সারবান্ ও বহুমূল্য পদার্থকেও উদ্ধৃত করিতে সমর্থ এবং যাহা মানবগণের এভাবৎ বহিরুজ্জ্বল ভূষণমণ্ডনাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াই স্বীয় অতুল স্বভাবসমৃদ্ধি সর্ব্বত্র আশংসিত করিতেই অভিরত। এইরূপ সমুচ্চ গুণের অধিকারী কবিও, সিজারের ন্যায়, স্বকীয় বিশালগুণবলে সমস্ত লোকমণ্ডলীকে জাগ্রত করিয়া থাকেন। অতএব মনুষ্য কেবল ঈশ্বরেই বিশ্বাস স্থাপন করুক; নাম, ধাম বা ব্যক্তিজনের উপর আস্থাস্থাপন করিলে, কোনও ফলোদয় হইবে না! যদি মহীয়ান্ আত্মা, দোলী বা জোয়েন নাম্নী কোন অনাথা দুঃখিনী রমণীর দেহপরিগ্রহ করিয়া অন্যের গৃহমার্জ্জনাদিতে নিযুক্ত হয়, তাহাতে তাহার সৌরগৌরব কথনই ম্লান বা সমাচ্ছন্ন হইবে না, এবং তদীয় স্ফুরদ্ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া, গৃহমার্জ্জনাদির ন্যায় হীন কর্ম্মও তৎক্ষণাৎ অতি শ্রেষ্ঠশোভনকর্ম্ম এবং মানবজীবনের পরভাগ ও প্রভামালা স্বরূপ প্রতীয়মান হইবে! এবং বলিতে কি, যদি দেখিতে দেখিতে উদরাত্মা দেহান্তর আশ্রয় এবং কর্ম্মান্তর সম্পাদন করে, তাহাও তৎক্ষণাৎ এই জীবলোকের সুশোভন শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য হইবে!

কারণ আমরা স্বভাবতঃ তাপমান যন্ত্রস্বরূপ, স্বভাবক্লিশ্নু স্বর্ণ বা দস্তা পত্রের সদৃশ; এবং ইহারা যেমন ইন্দ্রিয়গণের দুরবগ্রাহ্য ভৌতিক শক্তিও অনায়াসে সংগৃহীত এবং পরিমিত করিতে পারে, আমরাও সেইরূপ লক্ষ্যব্যবধান ও আচ্ছাদনের মধ্যদিয়া প্রকৃতবহিঃসম্ভূত ফলাফল অক্লেশে নির্ণয় করিতে পারি।

---

## প্রেম।

ছিলাম খনির গর্ভে মণিরসঙ্কাশ ;
আমার জ্বলন্ত জ্যোতিঃ করিল প্রকাশ।

কোরাণ।

# পঞ্চম সন্দর্ভ।

## প্রেম।

হৃদয়ের প্রত্যেক বাসনা অসংখ্য প্রকারে পূর্ণ হয়; এবং প্রত্যেক হর্ষোদয় পরিপক্ক হইয়া, অবশেষে অভিনব অভাবেই, পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ উচ্ছলিতপ্রবাহা, পুরোপ্রশুস্তী প্রকৃতি, মৃদুগুণের আবির্ভাব হইবামাত্র, তন্মধ্যে বিশ্বকারুণ্যেরই পূর্ব্ববিন্যাস অবলোকন করে; যে কারুণ্যের সমগ্র প্রকাশ হইলে, যাবতীয় বিশেষ গণনা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়! এই আনন্দের প্রথম প্রবেশ, দুইটি নিভৃতহৃদয়ের সুকুমারবন্ধ মধ্যেই নিহিত; এবং সেই বন্ধন হইতেই মানবজীবনের ঐ স্নিগ্ধমনোহারিতারও উৎপত্তি। এই বন্ধনাভিলাষ, অনন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের দেবজ্বালায় প্রদীপ্ত হইয়া, একদা সকল মনুষ্যহৃদয়কেই অভিব্যাপ্ত করে, এবং তাহার শরীর ও মনে, সর্ব্বাঙ্গীন বিপ্লবসংস্কার সম্পাদিত করিয়া থাকে। ঐ বন্ধনগুণে মানুষ মনুষ্যজাতির সহিত চিরবদ্ধ হইয়া পড়ে; গার্হস্থ্য ও সামাজিক অন্বয়বন্ধ পরিরক্ষণার্থ বন্ধগত হইয়া যায়; সানুভূতির অভিনব প্রবাহ তাহাকে ভাসাইয়া প্রকৃতির অভ্যন্তরে উপনীত করে; তাহার ইন্দ্রিয়গণ তেজঃ ও জ্যোতির প্রবৃদ্ধগৌরব ধারণ করে; কল্পনা বিস্তার প্রাপ্ত হয়; চরিত্রমধ্যে বীর ও পবিত্রগুণের সমাবেশ হয়; পরিণয় পুণ্যসূত্রের যোজনা হয়; এবং মানবসমাজ চিরস্থিতি লাভ করিয়া থাকে।

শোণিতপ্রবাহের বিপুল উদ্বেলনের সঙ্গে, প্রেমশ্বাসের স্বভাবসঙ্গতিহেতু, লোকে মনে করিতে পারেন, যে উহার বর্ণনা, সম্যক্ স্বভাবানুরঞ্জিত, এবং প্রণয়োদ্বেজিত যুবকযুবতীহৃদয়ের অভিজ্ঞানানুমত, হইতে হইলে, বর্ণয়িতা প্রাচীনবয়স্ক হওয়া উচিত নয়। কারণ যৌবনের সুরশালকল্পনা প্রৌঢ়দর্শনের আঘ্রাণও সহ্য করিতে পারে না এবং তদীয় জরা ও বৃথাপাণ্ডিত্যের শুষ্কশ্বাসে

স্বীয় আরক্তিমা বিচ্ছায়িত হইবার আশঙ্কায়, তাহাকে সদ্যঃ বর্জ্জন করিয়া থাকে। এবং এই হেতু, আমার বোধ হইতেছে, যে যেন এই প্রসঙ্গে হস্তক্ষেপ করিয়া, আমি প্রেমাধিকারের স্বভাবনায়ক ও ব্যবস্থাপকগণের সন্নিধানে, অযথা কার্কশ্য ও কঠোরতাপরাধে অভিযুক্ত হইতে চলিয়াছি। কিন্তু ঐ ভীমপ্রতাপ বিচারপতিদিগের অনুজ্ঞাবিরোধে আমি স্বীয় বয়োধিকগণের নিকট প্রত্যভিযোগ করিতে চাহি। কারণ প্রেমের প্রথমোদ্বেগ যৌবনে উচ্ছ্বসিত হইলেও, তাহা কখন বার্দ্ধক্যকে পরিত্যাগ করে না, অথবা বাক্যান্তরে, স্বীয় অনুগতজনকে কখন জরাভাগী হইতে দেয় না; কিন্তু সুকুমারী যুবতীর ন্যায় প্রাচীনদশাকেও, স্বকীয় অতুল রসাস্বাদের অধিকারিণী করে, এবং বয়ঃক্রমের তারতম্যতাহেতু, কথঞ্চিৎ রসবিভিন্নতা জন্মিলেও, তাহার আস্বাদমাধুর্য্য প্রকৃষ্টতরই করিয়া দেয়। কেননা এই প্রেমবহ্নি, কোন গুপ্তহৃদয়ের চঞ্চলস্ফুলিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, হৃদয়ান্তরের বিজন কক্ষমধ্যে স্বীয় ইন্ধনরাশি প্রথম প্রজ্জলিত করতঃ, এরূপ সতেজঃ ও উদ্যোতিত শিখায় জ্বলিতে থাকে যে, অবশেষে তদীয় সুখতপ্ত কিরণচ্ছটায়, সমস্তলোকমণ্ডল—এই বিশ্বহৃদয়—উত্তপ্ত এবং আরক্ত হইয়া উঠে; এবং এই নিখিল জগৎ ও সৃষ্টিপ্রবাহ তাহার প্রাণকর কিরণে অভিনব জীবন-শ্রী ধারণ করে। অতএব বিংশতির সুখযৌবনে, কি ত্রিংশতের প্রথম প্রৌঢ়বয়সে, কিম্বা অশীতির তুষারবর্ষে, যখনি কেন, প্রেমের কথা আলাপ করিতে গেলে, বাস্তবিক কোন দোষভাগী হইতে হয় না। কেবল প্রভেদ এই যে, প্রেমের প্রথমপ্রসঙ্গে কখন পরিপক্কতার মাধুর্য্য অনুভব করিতে শক্তি হয় না, এবং পরিপক্ক বর্ণনাতেও কখন শৈশব কমনীয়তা রক্ষা পায় না। তবে ভরসা এই যে, অধ্যবসায় সহকারে এবং কলামতী বাণীর অনুগ্রহে, আমরাও প্রেমবিধিকে মনশ্চক্ষুর এতদূর অধিগম্য করিতে পারিব যে, তদীয়ালোকে চিরসুকুমার মনোজ্ঞ প্রেমচ্ছবি অঙ্কিত করা, দুরূহ হইবে না; এবং তাহাকে এরূপ সুকেন্দ্রসম্পন্ন করিয়াও অবস্থাপিত করিতে পারিব যে, লোকে তাহার যে দিকে দর্শন করিবে, সেই দিকেই স্বভাবমনোহর এবং দৃষ্টিগ্রাহী প্রতীয়মান হইবে।

এবং এইরূপ চিত্রাঙ্কনের প্রথম নিয়ম এই যে, উদাহরণমালার প্রতি সুদৃঢ় ও সুদীর্ঘ আনুগত্যপ্রকাশ হইতে বিরত হইয়া, এবং উদাহরণসঙ্কুল

ঐতিহাসিক প্রতিবিম্ব হইতে চক্ষুঃ অপহৃত করিয়া, কেবল আত্মার তরলজলে প্রতিফলিত উহার ভাবচ্ছায়াই পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। কারণ বাহ্যবৃত্তান্ত-মধ্যে মনুষ্যকল্পনা, নিজ নিজ জীবনকে নানাদিকে কত বিকৃত করিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ মানবজীবন কখন আহত বা বিচ্ছিন্ন হইবার সামগ্রী নহে। ব্যক্তিগণ স্বকীয় অভিজ্ঞতাকে নানাপ্রকার ভ্রম ও দোষে কলঙ্কিত নিরীক্ষণ করে, কিন্তু অন্যের অভিজ্ঞতাপ্রাসাদ তাহাদিগের নয়নে চিরমনোহর এবং আদর্শমনোজ্ঞই প্রতীয়মান হয়। একদা যে মধুরসম্বন্ধানুবন্ধ, জীবনের সৌন্দর্য্য-বিধান করিয়াছিল, এবং যাহা হইতে আত্মা কতই সরলশিক্ষা এবং পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল, অধুনা যদি কোন ব্যক্তি সেই সুখময় অন্বয়যোজনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তিনি সহজেই অতি ক্ষুব্ধ এবং শোকমনা হইবেন। হায়! জানি না কি অজ্ঞাত কারণে, প্রবীণ বয়সে অশেষবিধ অনুতাপ আসিয়া বিকশদ্যৌবনের সুখস্মৃতিকেও কষায় করিয়া তুলে, এবং প্রিয়জনের মধুর-নামেও তিক্তরস ঢালিয়া দেয়! বিবেকচক্ষুঃ দিয়া দর্শন, বা বাস্তবিক ঘটনা বলিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে, সকল বস্তুই সুন্দর এবং চিরুরুচির প্রতীত হয়! কিন্তু যেমন নিজের সহিত সংলগ্ন করিয়া অনুভূতবিষয়ের ন্যায় দেখিতে যাই, অমনি তাহারা অতিশয় তীব্র বোধ হইয়া থাকে! বিষয়চ্ছেদের পর্য্যালোচনা স্বভাবতঃই দুঃখজনক; কিন্তু সমগ্রভূমির যুগপৎ পরিদর্শন, অতি সুদৃশ্য এবং সমুদায়ই অনুভব হয়! দেশ ও কালের দুঃখরাজ্যস্বরূপ এই বিষয়-সংসার মধ্যেই, চিন্তা, উদ্বেগ, ও আশঙ্কা বাস করে! কিন্তু চিত্তের গোচরে, ভবাদর্শের সন্নিধানে, অনন্তপ্রীতি, আনন্দের অম্লান কুসুমই, সদা বিরাজমান! ইহাকেই বেষ্টন করিয়া, বাণীগণ মধুর সঙ্গীত আলাপ করিয়া থাকেন! কিন্তু দুঃখের হার, ব্যক্তি, নাম, ও দৈনিক বিষয় বিভাগের কণ্ঠেই, নিত্য আলম্বমান!

সামাজিক কথোপকথন মধ্যে, প্রণয়-প্রসঙ্গই সচরাচর অধিক দৃষ্ট হয়; সুতরাং তৎপ্রবৃত্তি, স্বভাবতঃ যে, কতদূর প্রবল, তাহা তদ্দ্বারাই সম্যক্ প্রমিত। বিশিষ্টজনের প্রণয়াখ্যায়িকা ভিন্ন তদীয় অন্য কোন বিষয় আমরা সেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিতে ইচ্ছা করি না। সমাজমধ্যে প্রণয়ঘটিত কত পুস্তকই না পঠিত হয়? প্রেমরসাত্মক ঐ উপন্যাসাবলি পড়িতে

পরিদৃষ্টে, যদি বিনয়কে কৌতুকাবহ ও বন্ধনমুক্ত এবং স্বভাববিশদ দেখিতে পাই, মন কেমন উদ্দীপিত হইয়া আসে? জীবনের অশেষ সমাগমমধ্যে প্রণয়িজনের সঙ্কেতসঞ্চালনের ন্যায় অন্য কোন্ বিষয় আমাদিগের দৃষ্টি বদ্ধ করিতে সমর্থ? হয়ত: তাহাদিগকে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, এবং পরেও পুনরায় দেখিব না, তথাপি পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে দেখিলে, অথবা অব্যক্ত কোন প্রকারে হৃদয়ের গভীর শ্বাস ব্যক্ত করিতেছে, দর্শন করিলে, কেহ আর আমাদিগের অপরিচিত থাকে না। অতি পুরাতন সহচরের ন্যায়, আমরাও তৎক্ষণাৎ, তাহাদিগের মনোভাব অবগত হই; এবং সেই প্রণয় প্রসঙ্গের সময়ে প্রস্থান ও পরিণাম দর্শনার্থে কি সমুৎসুক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি? জগতমধ্যে সকলেই প্রিয়জনের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে! ঐ সুপ্রফুল্ল সৌকুমার্য্যময় শৈশবকালের প্রথমবিকাশবিভ্রম সমূহই, প্রকৃতিনিলয়ের অতি মনোহরছবি। উহাই মৃদু প্রান্তরদলমধ্যে, সুশীল বিনয়বিকাশের প্রথমউষাবিলাস! রূঢ়ভাবাপন্ন গ্রাম্য বালক, বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বারস্থিতা বালিকাদিগকে কত প্রকারেই উত্যক্ত করে;—কিন্তু অদ্য, ঐ দেখ! যেমন বিদ্যালয়ের দ্বারদেশে দৌড়িয়া আসিল, অমনি পুস্তক সংগ্রহপরায়ণা কোন লাবণ্যবতী কুমারী তাহার নয়নে পড়িল; দেখিবামাত্র তাহার ধৃষ্টতা চলিয়া গেল এবং অমনি তদীয় পুস্তক সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইল। উভয়ের মধ্যে, সহসা যেন কি সুদূরব্যবধান সমুদ্গত হইল; এবং বালিকার সন্নিধি অকস্মাৎ তাহার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য আশ্রমপরিধিতে পরিণত হইল। অন্য বালিকাগণের মধ্যে, পূর্ব্বের উদ্ধতভাবে ভ্রমণ করিতে, তাহার কিছুই লজ্জা হইতেছে না; কিন্তু সেই বালিকাবিশেষের সন্নিধানে, সে সদা সম্ভ্রমত্রস্ত এবং দূরাবস্থিত। এই ক্ষুদ্রপ্রতিবেশিবর্গ, যাহারা মুহূর্ত্তপূর্ব্বে এরূপ প্রগল্ভক্রীড়া সন্নিকৃষ্ট ছিল, এখন যেন পরস্পরের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিল, এবং অন্যোন্য সমুপস্থিতির সম্মানও করিতে শিখিল! অথবা কোন্ ব্যক্তি ঐ গ্রামবিপণিতে রেশম বা কাগজ ক্রয় করিতে আসিয়া প্রশস্তবদন, ধীরমতি, বিপণিবালকসহিত দণ্ডকাল বিবিধবৃথালাপনপরা, অর্দ্ধচতুরতা ও অর্দ্ধসরলতাময়ী ছাত্রীবালিকার মনোহর বিলাসমাধুর্য্য হইতে, চক্ষুঃ অপহৃত করিতে সমর্থ? পল্লীরমধ্যেই কৃষকবালিকার অন্তরাল চলিয়া যায়, এবং প্রণয়ের প্রিয়বিলাসভূমি

বন্ধুরতাহীন ভাবের সমতলভাগই, ইতস্ততঃ প্রসারিত দৃষ্ট হয়; সুতরাং ধৃষ্টবিভ্রমচপলতার কলুষশূন্য, সুনির্ম্মলরমণীহৃদয়জনিত স্নেহের সুখপ্রবাহ ঐরূপ অবাধবাক্যস্রোতেই স্বতঃ প্রবাহিত হইয়া থাকে। বালিকার রূপ-মাধুরী কিঞ্চিন্মাত্রও না থাকিতে পারে, তথাপি, সমীপাগত বা বিগত আমোদনৃত্যাদির সহচরসহচরী এড্গার, জোন্স, আল্মিরা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা হাস্যকৌতুক ও আগ্রহপ্রদর্শন, করিতে করিতে, অথবা সঙ্গীতবিদ্যালয়ের পুনরধিবেশনাদি বহুশঃ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের আলাপচ্ছলে, তাহাদের উভ-য়ের মধ্যে কি অপূর্ব্বসম্বন্ধ ক্রমশঃ সংস্থাপিত হয়? কালক্রমে বালকের দারপরিগ্রহের প্রয়োজন হয়; এবং সহৃদয়া চিরমধুময়ী পত্নী কোথায় পাইবে, তাহার অনুরাগপ্রতীত উন্মুখহৃদয় আপনা হইতেই নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। এবং মিল্টন্ বহু খেদ করিয়া যে পরিণয়ভ্রমকে বিদ্বান্ ও পণ্ডিতজনের সহজ দুর্ভাগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে সেরূপ ভ্রমেও কখন পড়িতে হয় না!

কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছেন যে, কোন সামাজিক প্রবন্ধকালে আমি, বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে গিয়া, প্রণয়াদি ব্যক্তিভাবের প্রতি, অতি অযথাকঠোরোক্তি প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু তদ্রূপ কোন হেয়কর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, মনে হইলেও, অধুনা মহাদুঃখিত হইতে হয়। যেহেতু ব্যক্তিহৃদয়ই, প্রেমের প্রশস্ত রাজ্য, এবং অতি কঠোর দার্শ-নিকও, প্রেমদ্বারে স্বভাবপ্রবণ নবীনহৃদয়ের ঋণদায়, সংখ্যা করিতে বসিলে, ঐ সমাজপ্রসূ সুকুমারপ্রবৃত্তিপ্রতি পূর্ব্বপ্রযুক্ত যাবতীয় নিন্দাবাদ বা তিরস্কা-রোক্তি, নিতান্ত কৃতঘ্নোচিত জ্ঞানে, প্রত্যাখ্যান না করিয়া থাকিতে পারেন না। কারণ, যদিও ঐ উচ্ছ্বসিত স্বর্গীয় রাগপ্রবাহ যৌবনোত্তীর্ণ হইয়া, সচরাচর কৌমারকেই আশ্রয় করে; এবং যদিও ত্রিংশতের পর, আমরা সৌন্দর্য্যের তুলনা বা বিশ্লেষণাস্তিত্বজিষ্ণুনী, হৃদয়োন্মাদিনী মাধুরী বুঝিতে পারি না; তথাপি স্মৃতির আগারে ইহারি সুখস্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা, সুদীর্ঘ স্থায়িনী হয়, এবং জরারও ললাটে সুকোমল কুসুমদামের ন্যায় বসতি করিয়া থাকে। আবার প্রেমের এই এক বিচিত্র শক্তি যে, ইহার প্রভাবে অতি ক্ষণিক এবং চঞ্চল ঘটনাগণও এরূপ চিত্তহর মাধুর্য্য সমাশ্রয় করে যে, তাহার তুলনায় প্রেমের

স্বভাবগৌরব এবং মোহিনীশক্তিও দুর্ব্বল বোধ হয়, এবং লোকে স্ব স্ব জীবন-গ্রন্থ প্রত্যবেক্ষণকালে উহাদেরই স্মৃতিপরিচ্ছেদকে স্বভাবতঃ অতি রমণীয় সুখাবহ অনুভব করিয়া থাকে। পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেই, তাহারা দেখিতে পায় যে, অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক বিষয় যাহারা স্বয়ং ততদূর মধুর অনুভূত হয় নাই, বাস্তবিক, তদ্বৎ শোভাবিধান ঘটনাবলির তুলনায়, ভূয়শঃ প্রকৃত-বিষয়ক ছিল ; কিন্তু ইহারাও উহাদেরই সৌন্দর্য্যের অমৃতস্পর্শে স্মৃতিমধ্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে ! অতএব ব্যক্তি বিশেষের প্রেমবিজ্ঞান যাহাই হউক না কেন, কেহই স্বীয় হৃদয়মনের অভ্যন্তরে এই মোহিনীশক্তির আবির্ভাব ভুলিতে পারেন না ; যাহার প্রভাবে সৃষ্টি, তাহার সমক্ষে, যেন অভিনব আকার ধারণ করিয়া থাকে ; সঙ্গীতের সুরাগ এবং শিল্প ও কাব্যের রসাল কল্পনা হৃদয়ে বিকাশ লাভ করে ; প্রকৃতির বদন আরক্ত কিরণ প্রবাহে উদ্ভাসিত, এবং প্রভাত ও প্রদোষ দ্বিবিধ কুহকে পরিণত হয় ! যখন এক জনের কণ্ঠ শ্রবণ করিলে হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে ; এবং এক জনের দেহানুষঙ্গী অতি তুচ্ছ বিষয়ও স্মৃতির অমৃতাগারে নিরসতি লাভ করিয়া থাকে ! যখন একজনকে দেখিলে চক্ষুঃ বিস্ফারিত হইয়া আসে এবং তাহার প্রস্থানে স্মৃতি আলোকিত হয় ! যখন যুবা নিরন্তর, কোন গবাক্ষের দিকেই, একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে ; দস্তানা, বিবর্ণ বা অবগুণ্ঠনখণ্ড প্রভৃতি বিবিধ প্রেমাভিজ্ঞানেতেই দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখে ; অথবা নিতান্ত উৎসুক হৃদয়ে কোন ধাবমান শকট-চক্রকেই নিরীক্ষণ করে ! যখন অতি পুরাতন পুণ্যসুনির্ম্মল মৈত্রী হইতেও মধুরতর চিন্তাসহবাস ও স্বগত মিষ্টালাপের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠার্থ কোন স্থানই ইহাদের নিভৃত বা নিস্তব্ধ অনুভূত হয় না ! কারণ প্রণয়ির হৃদয়ে প্রেমাস্পদের দেহভঙ্গি গতিবিধি, ও কথাবার্ত্তাদি, কেবল সলিলমুদ্রিতপ্রতিবিম্ববৎ প্রতিভাত নহে, কিন্তু ( প্লুটার্কের ভাষায় ) "সদা পাবকশিখায় ভাস্বর হইয়া রহে," এবং নিশীথ আলোচনারও যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় !

"চলে গেছ তবু কাছে, থাক বা যথায়,
তোমারি প্রহরী আঁখি আলো শোভা পায় !
তব সুপ্ত-হিয়া, মর অন্তর জাগায় !"

জীবনের মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ন কালেও, এই সুখের দিন মনে হইলে,

হৃদয়ের বেগ স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইয়া আসে! এই সময় সুখও সম্যক্ সুখকর অনুভূত হয় না! কিন্তু তাহার রসাস্বাদজন্য ক্লেশ ও ভীতি অনুপানের আবশ্যক হয়! কারণ তিনিই সত্য সত্য প্রেমরহস্য স্পর্শ করিয়াছিলেন, যিনি প্রেমোদ্দেশে লিখিয়াছেন—

"অপর প্রমোদসুখ অকিঞ্চিতপ্রায়
ইহার সুমধুময় যাতনা তুলায়!

এইকালে দিবসকেও বাসনানুরূপ সুদীর্ঘ অনুভব হয় না, সুতরাং উগ্র-মনশ্চর্চ্চায় বিভাবরীও পর্য্যবসিত হইয়া থাকে! শিরোদেশ সমস্ত রাত্রি উপাধানোপরি যেন স্বকীয় সমুদায় সংকল্পের উষ্ণতায় ফুটিতে থাকে? তখন চন্দ্রকিরণ প্রীতিজ্বর সমানয়ন করে; নক্ষত্রকুল প্রেমলিপি, এবং পুষ্পসমূহ সঙ্কেতমালায় পরিণত হয়; এবং কল্পনা, বায়ু ও আকাশকে সদা মধুর-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ অনুভব করে! তখন যাবতীয় সংসারধর্ম্মকে নিতান্ত ব্যলীক এবং ধৃষ্টোচিত মনে হয়; এবং রাজপথের নরনারীকুল নয়নে যেন চিত্র-পুতলীর ন্যায় পতিত হইয়া থাকে!

প্রেম, যুবকের জন্য, যেন জগতকে নূতন করিয়া বিগঠিত করে! সমস্ত পদার্থকে সজীব এবং অর্থসংযুক্ত করিয়া তুলে! প্রকৃতির যেন চৈতন্যলাভ হয়! শাখাসীন বিহঙ্গকুল যেন তাহারি হৃদয়াত্মাকে নির্দ্দেশ করিয়া এখন গান করিয়া থাকে! তাহাদিগেরও স্বর এখন স্ফুটতাপ্রাপ্ত হয়। মেঘমালা নিরীক্ষণ করিতে গেলে, তাহারাও মুখচ্ছায়া প্রদর্শন করে! কাননের পাদপ-গণ, তরঙ্গায়মান সস্প ক্ষেত্র, এবং বিকাশোন্মুখ পুষ্পকুলও সংজ্ঞাসম্পন্ন জ্ঞান হইয়া থাকে! সুতরাং ভূয়ো প্রলুব্ধ হইয়াও, প্রেমিক, স্বীয় হৃদয়রহস্য তাহাদিগকে জানাইতে, পদে পদে ভীতি অনুভব করে! তথাপি প্রকৃতিই তাহার আশ্বাসের স্থান; প্রকৃতিই তাহার সমবিদা প্রিয়সহচরী! স্বভাব-শ্যামল বিজনপ্রান্তরমধ্যেই, প্রেমিক লোকালয় হইতেও প্রিয়তর আবাস লাভ করিয়া থাকে!

"সুস্বন নির্ঝরদেশ, নিবিড় কানন,
ভালবাসে ম্লান প্রেম যথা বিচরণ,

চন্দ্রমার করতলে ভ্রমিতে একাকী,
যখন কুলায় শুয়ে নিদ্রা যায় পাখী,
কেবল পেচকরাজ, বাদুড়ের সাথে,
ক্ষুধায় জাগিয়া রয় গভীর নিশীথে,
আঁধারে ঘণ্টার ধ্বনি, চল নিঃশ্বসন—
এই সব শব্দে মোর শরীর পোষণ!"

ঐ শোন! কি বিচিত্র উন্মাদ কাননে ভ্রমণ করিতেছে! উহার হৃদয় যেন সুতান এবং রমণীয়তার সুরম্য আবাসভূমি! দেখ! দেখ! উহার আয়তন কেমন বৃদ্ধি পাইতেছে! ঐ দেখিতে! দেখিতে! দ্বিগুণ মনুষ্যত্বে আরোহণ করিল। এই বাহুদ্বয় বক্ষোপরি আবদ্ধ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে; এই স্বগত কি বলিতেছে; আবার পরক্ষণেই বৃক্ষ ও তৃণগুচ্ছকেও সম্বোধন করিতেছে! যূথী, মল্লিকা, এবং কমলের সুরভি শোণিতও যেন নিজের শিরায় বহমান অনুভব করিতেছে; এবং স্বীয় পদধৌতকারী ক্ষুদ্র সরিতের সঙ্গেও, কথা কহিতেছে—জলস্পর্শে চেতনাও হইতেছে না!

যে সুখোত্তাপে তাহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিকসিত হয়, তাহাই পুনঃ তদীয়াস্তরে কাব্য ও সঙ্গীতানুরাগ প্রজ্বলিত করে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যক্তিগণ প্রেমোচ্ছ্বাসাধীন হইলে কতই সুললিত কবিতা রচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু অবস্থান্তরে তদনুরূপ একটিও শ্লোক, তাহাদিগের মুখ হইতে নির্গত হয় না।

বস্তুতঃ প্রেমের প্রতাপ মনুষ্যপ্রকৃতির সর্ব্বত্রই সমান দুর্দ্ধর্ষ। প্রেমের সঞ্চার হইবামাত্র মনোভাব প্রশস্ত হয়; স্বভাবরূঢ় গ্রাম্যজন মৃদুভাব ধারণ করে; এবং হীনমনা কাপুরুষও সাহসিকতা প্রাপ্ত হয়। অতি নীচ জঘন্য হৃদয়মধ্যেও শৌর্য্যাদি বীরগুণের এত প্রভূত সমাবেশ হইয়া থাকে, যে তদ্দ্বারা প্রিয়জনের প্রশংসা ও প্রসাদলাভের আশয় জন্মিলে সে সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ করিয়া চলিতেও ভীত হয় না। এবং এইরূপে, প্রেম মানবজনকে অন্যকীয় করিতে গিয়া, তাহাকে, কেবল নিজোপরি, পুনঃ পুনঃ পর্য্যুপচিত করিয়া থাকে। তাহার প্রভাবে মানব যেন সম্যগ্ রূপান্তরিত হইয়া, অভিনব জীবন লাভ করে। তাহার ইন্দ্রিয়গণের নূতন শক্তিবিকাশ হয়; হৃদয়মধ্যে নবীন-

বাসনা প্রবলতরবেগে বহিতে থাকে; এবং স্বভাব ও আরাধ্যমধ্যে ধর্ম্মের গম্ভীর ভাব আসিয়া প্রবেশ করে। সে তখন কোন পরিবার বা সমাজের অন্তর্গত থাকে না; তখন তাহার নিজের সত্ববত্তা স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়; বিশিষ্টগুণগ্রামের দেহবিধান স্বরূপ সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়; এবং আত্মাকেই নিয়ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট প্রতীয়মান করিতে থাকে!

এবং এইস্থলে যে মোহিনীশক্তি, যৌবনে, এরূপ অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তাহার প্রকৃতি কথঞ্চিৎ সন্নিকৃষ্টভাবে পরিদর্শন করাই কর্ত্তব্য। সৌন্দর্য্য বা মনোজ্ঞতা—মনুষ্যগোচরে যাহার আবির্ভাব বর্ণনায় আমরা অধুনা প্রবৃত্ত হইয়াছি; যাহার সুখদ প্রকাশ দিবাকরের ন্যায় সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়; এবং যাহাকে পাইলে মনুষ্যজন স্বভাবতঃ হর্ষোৎফুল্ল হয় এবং আপনাদিগকেও *প্রীতি করিয়া থাকে*;—সেই সৌন্দর্য্য বা মনোজ্ঞতা, নিসর্গতঃ অতি স্বয়ম্ পর্য্যাপ্ত সামগ্রীই, প্রতীত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত, প্রণয়ির কল্পনা, কথনই স্বীয় প্রণয়িণীকে, নিতান্ত নিঃসঙ্গ অকিঞ্চনভাবে ভাবচিত্রিত করিতে পারেনা। কিন্তু কুসুমসুশোভিত পাদপরাজের ন্যায়, তাহারও অনুপম সৌকুমার্য্যময়, বিকসংল্ললিত জ্ঞাপনশীল মাধুরীকে স্বকীয় শোভাসম্পদেই সদা ভূয়ো পরিবেশবর্ত্তী জ্ঞান করিয়া থাকে। এবং ঈদৃশ ভাবসমাবেশ দ্বারাই, যুবতী যেন প্রেমিকনয়নকে, সৌন্দর্য্যচিত্রমধ্যে প্রেম ও মাধুর্য্যের আনুচর্য্যবিন্যাসের কারণ সদা বুঝাইতে থাকে! তাহার নিজের অবস্থিতিহেতুই জগত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন প্রতীয়মান হয়! এবং প্রণয়ির চিত্ত হইতে, বিষয়ান্তর নিতান্ত সুলভ, এবং অনুপযুক্ত বিবেচনায়, নির্ব্বিশেষে নির্ব্বাসিত হইলেও, তন্মধ্যে প্রণয়িনীর প্রতিমূর্ত্তি, এরূপ বিশালতা প্রাপ্ত হয়, এরূপ সীমাতীত বিশ্বকীয় ভাব ধারণ করে, যে বিষয়ান্তরের অভাব আর অনুভূত হয় না; এবং যুবতীর প্রিয়মূর্ত্তিই যাবতীয় বস্তুরত্ন ও গুণভূষণের আদর্শস্বরূপ দণ্ডায়মান রহে! এই জন্য প্রেমিক কখন প্রিয়ার সাদৃশ্য অন্যজনে দেখিতে পায় না। তাহার বন্ধুগণ, সেই কুমারীর গঠনকে, মাতা, ভগ্নী, বা ভিন্নগোত্রা অন্য কোন্ স্ত্রীলোকের সদৃশ নয়নগোচর করেন। কিন্তু প্রেমিকের নয়ন কেবল গ্রীষ্মযামিনী, হীরাভ-প্রভাত, ইন্দ্রধনু, ও বিহঙ্গরাগকেই, তদীয় প্রকৃত উপমান নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন!

প্রাচীনগণ, সৌন্দর্য্যকে ধর্ম্মের কুসুমোদ্গম বলিয়া, উল্লেখ করিতেন। বাস্তবিক, একজন বা অন্যজনের বদন ও গঠন সৌষ্ঠব হইতে যে অনির্ব্বচনীয় মাধুরী স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে, কোন্ ব্যক্তি তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে ক্ষমবান্? আমরা সেই কমনীয় গঠন দর্শন করিলে কেবলমাত্র হৃদয়মধ্যে প্রীতি ও স্নেহের বেগসমাবেশ অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু এই মধুরাবেগ, এই সঞ্চারিণী প্রীতিপ্রভা, কোন বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, কিছুই বলিতে পারি না। যদি শারীরবিধানের উপর তাহার অবস্থান আরোপ করি, কল্পনা তৎক্ষণাৎ বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে এবং যাবৎ রমণীয়তা সদ্য বিনষ্ট হয়। যদি মৈত্রী বা প্রণয়াদি কোন পরিচিত সমাজবন্ধনের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করি, তাহারও দিকে তদীয় বদন উন্নমিত দর্শন করি না; বরং যতদূর বুঝিতে পারি, যেন সম্পূর্ণ বিপরীত ভাগবর্ত্তী কোন অনধিগম্য জ্যোতির্ম্মণ্ডলের দিকে, কোন ইন্দ্রিয়াতীত কমনীয়তা ও মাধুর্য্যময় বিষয়ানুবন্ধপ্রতি, গোলাপ ও মল্লিকার সুকুমার গৌরবে যাহারি আভাস উপলব্ধ করিয়া থাকি, তাহারি প্রতি, দৃষ্টি স্থির করিয়া রহে। কোনও উপায় আমাদিগকে সৌন্দর্য্য সন্নিধানে আনিতে পারে না। কারণ পারাবত-গ্রীবাস্থ ভাসমান বর্ণচ্ছটার ন্যায়, ইহারও প্রকৃতি অতীব তরল এবং উৎপ্লবনশীল। এই স্থলেই অন্যান্য উৎকৃষ্ট বস্তুরসহিত সৌন্দর্য্যের সাদৃশ্য বর্ত্তমান; কারণ তাহারাও স্বভাবতঃ, ইন্দ্রধনুস্তরল বিচিত্রতাতে পরিপূর্ণ; স্থূলেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ বা সম্ভোগের প্রয়াস তাহাদেরও সমীপে যাইতে পারে না। সঙ্গীতোদ্দেশে জিন পল রিক্টরের নিম্নলিখিত ব্যাজস্তুতিও কেবল তাহাই ব্যক্ত করে—"দূর হও তোমাকে আর শুনিতে চাই না! সারা জীবনে যাহা দেখি নাই দেখিব নাই, তাহাই কেবল তোমার মুখে শুনিতে পাই!" চিত্রাদি যাবতীয় কুশলশিল্পের মনোহর ক্রিয়াকলাপ মধ্যেও অনুরূপ পারিপ্লবতা অবলোকনীয়া। তখনি কেবল, শৈলমূর্ত্তিকে মনোহর জ্ঞান হয়, যখন তাহার নির্ম্মাণচ্ছটা অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করিয়া অবশেষে দুর্জ্ঞেয়তার নিবিড় ভূভাগেই পদার্পণ করে; যখন তাহা বিচারের প্রান্তরেখা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক, তদীয় দৃষ্টিরও অতিবর্ত্তী হইতে থাকে; এবং কম্পাস ও মানদণ্ডকৃত পরিমাণের ঊর্দ্ধতম মার্গও অধঃ করতঃ স্বীয় স্মৃতিবিধি ও ক্রিয়াচেষ্টিতের ইয়ত্তা করণার্থ পুনঃ পুনঃ অতি তীব্রকল্পনানু-

চর্য্যাই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে! এই নিমিত্তই সুনিপুণ ক্ষোদকগণ, দেব বা বীরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়পরিসীমা পরিত্যাগ করতঃ অতীন্দ্রিয়তাব্রজনশীলভাবেই তাহার দেহবিন্যাস সম্পাদন করিয়া থাকেন। কারণ কেবল এইরূপ গঠনযোজনা দ্বারাই "শিলাময়" ভাব নিঃশেষে বিলুপ্ত বা "প্রস্তর" নয়নের অন্তরালে তাড়িত হয়! আলেখ্য সম্বন্ধেও তদেকই পরিমাণ যোজনীয়। এবং কেবল তুষ্টিসম্পাদন করিলেই কাব্যেরও পারদর্শিতা সম্পাদিত হয় না; প্রত্যুত যখন তাহার রচনাপ্রতিভা চিত্তকে চমৎকৃত করতঃ তন্মধ্যে অজ্ঞেয় অনধিগম্য বিষয়ের উপলব্ধি বাসনায় প্রখর উদ্যমবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেয়, তখনি কেবল তাহারও যথার্থ পরাকর্ষ সংসাধিত হইয়া থাকে। এই জন্য সৌন্দর্য্যবিষয়ক গবেষণাকালে ল্যাণ্ডর নামক জনৈক সুপণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "ইহাকি কোন প্রকৃষ্টতর ইন্দ্রিয়বৃত্ত্যাদিসম্পন্ন পুণ্যতর জীবনের অন্তর্গত বিষয়?"

সেইরূপ দেহকান্তির মুগ্ধকর স্বভাবগৌরব তখনি প্রথম বিকসিত হয়, যখন তাহার লাবণ্যদর্শনে মনোমধ্যে সীমাবিরোধ উপজাত হইয়া থাকে; যখন তদীয় কিরণপ্রস্তার ললিত কথার অনন্ত প্রস্রবণ স্বরূপ প্রতীয়মান হয়; এবং হৃদয় তুচ্ছ পার্থিব সুখের পরিবর্ত্তে কতই মধুর তন্দ্রা ও সুখবিভাসমধ্যে সদানিমগ্ন হইয়া রহে। যখন দর্শক তদীয় সন্নিধানে কেবল স্বকীয় অকিঞ্চনত্বই পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়া থাকেন; এবং সিজারের ন্যায় গুণোত্তম পুরুষ হইলেও স্বীয় হৃদয়মধ্যে তল্লাভোপযোগী বিন্দুমাত্র যোগ্যতা নিরীক্ষণ করেন না। সুতরাং তিনি, ঐ বিস্তীর্ণ নভোবিভাস এবং অস্তময়ের বিপুল গৌরবাপেক্ষা তাহাতেও, কোন বিশিষ্টতর স্বত্বাধিকার খুঁজিয়া পান না!

এবং ঐ কারণহইতেই নিম্নকথিত প্রসিদ্ধ শ্রুতিকথার উৎপত্তি হইয়াছে—যে, "তোমায় যদি ভালবাসি, তা'তে তোমার আসে কি!" এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, আমরা যে বস্তুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করি, তাহা কোনরূপে তদাস্পদের ইচ্ছাধীন বিষয় নহে, প্রত্যুত তাহার ইচ্ছাতীত। অনুরাগ তোমার প্রতি নয় কিন্তু তোমার প্রভাবিভবেরই প্রতি প্রকাশিত হইয়া থাকে। যে বস্তুকে নিজহৃদয়ে বিদ্যমান বলিয়া অবগত নহ এবং কখন হইবেও না, সেই বস্তুই প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

এবং বস্তুতঃ, প্রাচীন পণ্ডিতগণের সমুচ্চ সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানসহ উল্লিখিত যুক্তির সম্পূর্ণ ঐক্যতাও, দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মনুষ্যাত্মা দেহাবরুদ্ধ হইয়া ইহলোকে প্রেরিত হইলে, স্বীয় আবাসভূমি দ্যুলোকের অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল; কিন্তু প্রখর সূর্য্যতাপে দৃষ্টি অচিরেই প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল, সুতরাং প্রকৃত বস্তুর ছায়াভূত ইহলোকের বস্তুজাতভিন্ন অন্য কোন পদার্থই দেখিবার শক্তি রহিল না। এই নিমিত্ত পরম কারুণিক পরমেশ্বর যৌবনের অতুল গৌরব তদীয় সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন, যে কান্তদেহরূপ সহায় অবলম্বন করিয়া, মনুষ্যপ্রকৃতি অন্ততঃ কথঞ্চিৎরূপেও স্বর্গীয় সন্মাধুর্য্য ও সুশ্রীকতা স্মৃতিলব্ধ করিতে পারিবে। এই হেতু মানবকুল নারীরূপী মনোজ্ঞকান্তি দর্শন করিলেই তাহার নিকট দৌড়িয়া আসে, এবং তাহার গঠন, অঙ্গক্ষেপ, ও বুদ্ধিচাতুর্য্যাদি মুগ্ধনেত্রে অবলোকন করিতে ঈদৃশ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কারণ তদ্দর্শনে তাহার অন্তঃকরণমধ্যে সেই লাবণ্যের অন্তরস্থ ও তদীয় হেতুভূত পরমপদার্থের উপস্থিতিই পুনঃ পুনঃ উৎপ্রেরিত হইয়া থাকে।

অতএব যদি নিরন্তর মূঢ়বস্তুর সহবাসে থাকিয়া, মনুষ্যাত্মা নিতান্ত অপকৃষ্ট হইয়া যায়, এবং স্বীয় সুখতর্পণজন্য এই স্থূলদেহোপরি বৃথা আশাশায়িত হয়, তবে তাহাকে নিশ্চয়ই অবিমিশ্রদুঃখভাগ আহরণ করিতে হইবে; কারণ দেহ কখন সৌন্দর্য্যের অঙ্গীকৃত প্রসাদভার প্রদান করিতে সমর্থ নয়। কিন্তু যদি দেহরুচিপ্রস্থাপিত মনোদৃশা এবং ভাবোৎক্ষেপসমূহের আশংসিত শিরোধার্য্য করিয়া, দেহের স্থূলাবরণ ভেদকরতঃ, আত্মা তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় এবং চরিত্রের ভূষারেখা-সমূহ পর্য্যবেক্ষণ মুগ্ধ হইয়া রহে; যদি প্রণয়িদ্বয় অন্যোন্য আসঙ্গালাপ ও ক্রিয়াকলাপমধ্যেই পরস্পরের চিত্ত পর্য্যালোচনানিরত হয়, তবেই কেবল তাহারা সৌন্দর্য্যপ্রাসাদের বিপুল সন্নিধানে অচিরাৎ উপনীত হইতে পারে; তৎপ্রতি অনুরাগশিখা ভাস্বরতর জ্বালায় প্রজ্জলিত করিতে সক্ষম হয়; এবং যেরূপ সহস্ররশ্মির সমুদিত প্রতাপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিমজ্বালা কোথায় নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; সেইরূপ এই বিশুদ্ধ-প্রেমসূর্য্যের উদয় হইলে, যাবতীয় অপকৃষ্ট ভাবানুরাগ সদ্য হতত্বিষ হইয়া প্রণয়িহৃদয় প্রেমের পরিশুদ্ধ গৌরব ধারণ করে। স্বভাবগরিষ্ঠ, বিনয়াদি-

মৃদুগুণ ও ন্যায়পরতার নিবাসভূমি, সমুদায় বিষয়ের সংসর্গে, তাহার উৎকর্ষানুরাগ প্রগাঢ়তর হইয়া আসে, এবংযথাতথা তৎসন্নিধি হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি জন্মে। তখন তাহার জনৈক ব্যক্তির গুণোচ্চয়প্রতি প্রদর্শিতানুরাগ প্রসারিত হইয়া সমগুণাধিকারী অন্যান্য ব্যক্তিকেও আলিঙ্গন করে; এবং এইরূপে চিত্তরঞ্জন মনোজ্ঞ হৃদয়রূপ অনন্য প্রবেশমার্গ দিয়াই, মানবহৃদয় যাবতীয় সত্যসুনির্ম্মল পবিত্রাত্মার সহবাস লাভ করিয়া থাকে। প্রতিনিয়ত প্রিয়সহচরীর সুখসঙ্গে বাস করিয়া এবং সমাজজাত তদীয় বিশ্রীক দোষ-দৌর্ব্বল্যাদির আলোচনা দ্বারাই প্রণয়িজন প্রথমতঃ, সংসারের কলুষস্পর্শে চরিত্র কীদৃশকলঙ্কস্পৃষ্ট হয় এবং তাহার মনোজ্ঞতা কিরূপে ব্যাহত হয় ইত্যাদি নির্ণয়নক্ষম সমুন্মীলিত দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কারণ তখন দোষ বাহির করিলেও অপরাধের আঁশঙ্কা জন্মে না, এবং অন্যোন্য গুণবিকার ও স্বভাবান্তরায়াদির বিচার ও প্রতিবিধানপ্রয়াস হইতে কেবল বিমল আনন্দই উপজাত হইয়া থাকে, এবং এইরূপে বহুল হৃদয়ের স্বর্গীয়শোভাঙ্কনসমূহ নিরীক্ষণ এবং তাহাদিগের পার্থিবকলুষকলঙ্কশূন্য নিরবচ্ছিন্ন গৌরব অবলোকন করিতে শিখিয়া, প্রেমিক জীবাত্মাপরিণদ্ধ সোপানপরম্পরা অবলম্বন করিয়া পরাৎপরের অতুল শোভাসদনেই আরোহণ করে এবং বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক জ্ঞান ও প্রেমানুরাগের প্রকৃত অধিকারী হয়।

প্রেমবিষয়ক ঈদৃশী কথাই কালে কালে যথার্থজ্ঞানিগণের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে। এই প্রেমসূত্র প্রাচীন বা আধুনিক কোন কালবিশেষের অন্তর্গত নহে; উহা সর্ব্বকালেই প্রাচীন এবং অভিনব। যেমন—প্লেটো, প্লুটার্ক এবং আপুলিয়াসের মুখে, উহার উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনি পেট্রার্ক, আঞ্জিলো এবং মিল্টনের মুখেও তাহা শ্রবণ করিতে পাই। আধুনিক উদ্বাহনিয়ন্ত্রী পার্থিবপ্রজ্ঞার প্রতিবাদ ও তিরস্কার করিয়া প্রেমের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করাই, উহার একমাত্র কর্ত্তব্য; কারণ উক্ত প্রজ্ঞার মুখে সমুচ্চ অপার্থিব কথা ভূয়ো উচ্চারিত হইলেও, তাহার দৃষ্টি সতত ইহৈশ্বর্য্যমধ্যেই দৃঢ় আবদ্ধ থাকে; সুতরাং তদীয় অতিগম্ভীরতম ধর্ম্মভাষণমধ্যেও, নরলোকোচিত ভোগবিলাসের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ বিজ্ঞবিলাসিতা কামিনীজনের বিনয়নভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াই সংসারক্ষেত্রের অতিতর বিষময় ফলসমূহ

উৎপাদন করিয়া থাকে ; কারণ তদীয় শিক্ষায় "গৃহিণীর মিতাচারই" পরিণয়ের একমাত্র উহ্যমর্ম্ম এবং স্ত্রীজীবনের অনন্য উদ্দেশ্য। এবং এরূপ শিক্ষার প্রভাবে, কোন্ মানবহৃদয়ের সুকোমল আশা ও ভাববৃন্ত সদ্যঃ বিশুষ্ক হইয়া না যায় ?

কিন্তু যৌবনের এই প্রেমরূপ সুখস্বপ্ন, ভূরিমনোজ্ঞ হইলেও, জীবনের গর্ভাঙ্কমাত্র তদ্দ্বারা অধিকৃত হইয়া থাকে। কারণ জলাশয়মধ্যে নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড, বা কোন জ্যোতির্ম্মণ্ডলনিঃসৃত রশ্মিমালাবৎ আত্মাও, অন্তর হইতে পরিতোপ্রসারলাভকালে, স্বীয় বিক্ষোভপরিধি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। প্রথমতঃ আত্মার কিরণ বা প্রেমজ্যোতিঃ অতি সন্নিকৃষ্ট সম্মুখবর্ত্তী বস্তুসমূহের উপরেই পতিত হয় ; গৃহস্থলী ও দ্রব্যজাত, দাস দাসী, গৃহপ্রাঙ্গণ, সঙ্গী সহচর, এবং বন্ধুকুটুম্বাদির উপর কিরণ বর্ষণ করিতে করিতে, দেশ ও তন্ত্র এবং ভূগোল ও ইতিহাসকেও অভিব্যাপ্ত করে। কিন্তু প্রকৃতির অতি গূঢ়তম সমুন্নত শাসনে জাগতিক সমস্তবস্তুই আপনাদিগকে যথাশ্রেণীতে সন্নিবেশিত করিতেছে। এবং এইহেতু সান্নিধ্য, সংখ্যা, আকার, ব্যক্তি ও আচারাদি বিষয় ক্রমশঃই আমাদিগের নিকট নিস্তেজ হইতেছে ও অগ্রসর সহকারে কেবল হেতুসঙ্গতি, প্রকৃতিসান্নিধ্য, আত্মা ও উদ্দেশ্যমধ্যে পূর্ণ সমবায়স্পৃহা, এবং বর্দ্ধিষ্ণু উন্নয়নশীল রতিই, দিন দিন হৃদয়মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিতেছে ! সুতরাং একবার সমুন্নত সম্বন্ধপদে আরোহণ করিয়া, পুনরায় অধম সম্পর্কে প্রত্যাবর্ত্তন করা কখনই সম্ভাবিত বিষয়ের অন্তর্গত থাকে না ! এবং এইহেতু প্রেমও, আদৌ ব্যক্তিজনের উপাসনা-মূলক হইলেও দিন দিন নিরাস্পদতা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রেমের যে এরূপ কোন প্রবৃত্তি আছে, প্রথমে তাহার কোনই চিহ্ন দেখিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সম্পূর্ণ বাহ্য প্রচোদনামূলক অভিনবরাগশক্তি হইতে দূরভবিষ্যতে যে কি অমৃতময় ফলরত্নসমূহ উৎপাদিত হইবে, জনাকীর্ণ গৃহপ্রান্তে দাঁড়াইয়া পরস্পর ভাবার্থপূর্ণনয়নে কটাক্ষ বিনিময়পর যুবক যুবতী একবার কল্পনাও করিতে পারে না। ফলপুষ্পোদ্গমের প্রারম্ভে ত্বক্ ও প্রবালবৃন্তই স্বভাবতঃ উন্মিষিত হইয়া থাকে ! ঐ কটাক্ষ বিনিময় হইতেই ক্রমশঃ শিষ্টালাপ জন্মে, রসভাষণ ও উগ্রানুরাগ উপজাত হয়, এবং অঙ্গীকারবিনিময় ও পরিশেষে উদ্বাহক্রিয়াও অনুগমন

করে! তখন প্রগাঢ়প্রেম আস্পদকে সর্ব্বতো অখণ্ডই নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। তাহার দেহান্তরের পার্থক্য অনুভবও করিতে পারেনা; আত্মাকে দেহের অঙ্গে অঙ্গে বিজড়িত জ্ঞান করে, এবং দেহকে সম্পূর্ণরূপে আত্মামধ্যেই বিলীন দেখিতে পায়!—

"সুন্দরীর সুবিমল বাগ্মী লোহধার
কহিছে প্রেমের কথা রঞ্জি গণ্ডতার
এমনি প্রস্ফুটছাঁদ, বিকাশবিধান
দেহ খানি হিয়া যেন মুহুঃ হয় জ্ঞান!"

রোমিও, যদি মরিয়া থাকেন, তবে তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গগনের নক্ষত্রভূষা রচনা করাই বিধেয়! এই প্রণয়িযুগলের জীবনে দ্বিতীয় আরাধ্য নাই, দ্বিতীয় প্রার্থনা নাই; কেবল জুলিয়াট-কে চাই, রোমিওকে চাই! দিবা ও বিভাবরী, বিদ্যা ও বুদ্ধি, রাজ্য ও ধর্ম্মাচরণ যাবৎ, বস্তুই যেন সেই চিন্ময়গঠন মধ্যেই নিমগ্ন, সেই মূর্ত্তিমান্ আত্মসাগরেই অবগাঢ়! সহবাসে থাকিলে, আদরালাপ, প্রেমজ্ঞাপন, ও ভাবতুলনাদি মুগ্ধক্রিয়াতেই তাঁহাদের আমোদ; এবং নিভৃতে অন্যোন্য স্মৃতিচিত্র নিরীক্ষণ করাই তাঁহাদের সান্ত্বনা! প্রিয়তম কি ঐনক্ষত্রটি দেখিতেছেন! ঐ বিলীয়মান মেঘগুচ্ছ নিরীক্ষণ করিতেছেন! তিনি কি এই পুস্তকখানি-ই পড়িতেছেন! এবং অনুরূপ হর্ষোদ্বেগই অনুভব করিতেছেন—যাহাতে আমার এত প্রীতি হইতেছে! তাঁহারা কতপ্রকারেই না পরস্পর প্রণয় পরীক্ষা করেন! ভাবপ্রগাঢ়তার পরিমাণ করিতে যত্নবান হয়েন! রাজ্য ও ধন, বন্ধুবান্ধব, সুযোগসৌকর্য্য, প্রভৃতি, বহুশঃ পরিসংখ্যাত করিয়া সর্ব্বস্ব প্রিয় তরে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত যদি একবার বুঝিতে পারে, তাঁহাদের কি আনন্দ! বরং সব যাক্ তবু যেন কেহ প্রিয়তমের কেশ স্পর্শ করেনা! কিন্তু হায়! মানবের দুরদৃষ্ট এরূপ স্বভাবশিশু প্রেমিক-কেও আসিয়া অধিকার করে! বিপদ, শোক, ও যন্ত্রণা তাহাদিগের নিকটও উপনীত হয়! কিন্তু প্রেমের ভরসা প্রেমময়! সেই অনন্ত প্রেমসাগরেই, প্রেম প্রিয়জনের কল্যাণবাসনায় প্রেমাঞ্জলি বিসর্জ্জন করে, এবং তথা হইতেই নির্ভয়দায়ী অঙ্গীকারফলক প্রাপ্ত হয়! কারণ, এই মিলন, এরূপ অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া যাহার সংঘটন হইল, যাহা হইতে

এই শোভন সৃষ্টিগত প্রত্যেক পরমাণুও নবীন গৌরব লাভ করিল বলিয়া মনে হইল, কেননা তাহার সংঘটনে এই বিশ্বকীয় অন্বয়ত্বকূলের ওতবিস্তারগত প্রত্যেক সূক্ষ্ম তন্তুও তৎক্ষণাৎ হিরন্ময় রশ্মিসূত্রে পরিণত হইল এবং আত্মাও অভিনব স্নিগ্ধতর পরিবেশ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল—বস্তুতঃ দুই দিনের বন্ধন মাত্র! বিশালাত্মা তাহাতে কি চিরাবদ্ধ থাকিত পারে? কুসুমের সুকুমার কান্তি, মুক্তাফলের বিমল দ্যুতি, কাব্যের রসোচ্ছ্বাস, বন্ধুজনের অনুনয়ভর্ৎসনা, বা প্রণয়িণীর হৃদয়নিবাস, এই দেহপরিরুদ্ধ ভীম আত্মাকে কয়দিন পরিতুষ্ট রাখিবে? অচিরাৎ, ঈদৃশ প্রণয়বিলাসকে তুচ্ছ খেলনাবৎ দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া স্বহস্তে রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক বিপুলতর ও বিশ্বকীয় লক্ষ্যাভিমুখেই উৎপতিত হইবে! এই হৃদয়ান্তরনিবাসী পরমাত্মা নিরবচ্ছিন্ন সুখদশ্রীকতার আকাঙ্ক্ষী হইয়া, অচিরেই দুর্ব্বল মানবচরিত্র মধ্যে নানা দোষবিপ্রিয়তা ও অন্বয়চ্ছেদী ক্রিয়াচেষ্টিতের প্রমাণ লাভ করে! সুতরাং অপাততঃ কত ক্ষোভ ও বিস্ময়, ক্লেশ ও যন্ত্রণা এবং ভর্ৎসনাতিরস্কারের ভাগী হয়! কিন্তু তাহাতে কি পরস্পর হৃদয়হারী ও সংযোজনকারী মনোজ্ঞ গুণাবলিও বিলুপ্ত হইয়া যায়? সহস্রধা বিচ্ছায়িত হইলেও তাহা চরিত্র মধ্যে অবিকল ভাস্বর রহে, এবং বহুল দোষ ও বিপ্রিয়তা মধ্যেও পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া পরস্পরের হৃদয়কে চিরাখণ্ডিত গুণেই আকর্ষণ করিয়া থাকে! তবে কেবলমাত্র, অনুরাগ আস্পদান্তরিত হইয়া যায়, প্রিয়জনের গুণচ্ছায়াকে পরিত্যাগ করিয়া পরিবর্ত্তে তাঁহার গুণবত্তাকেই দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করে! এবং এইরূপেই ক্ষত প্রেমের পূরণ সম্পাদিত হয়! ইত্যবসরে জীবনপ্রবাহের অগ্রসর সহকারে, প্রণয়িযুগলের হৃদয়ভাণ্ডার উত্তরোত্তর উদ্ঘাটন এবং শক্তিমত্তা ও দৌর্ব্বল্যাদি প্রকটনার্থ, অসংখ্যবিধানে পরস্পর সম্বন্ধযোজনা ও শ্রেণী-সন্নিবেশ নিষ্পাদিত হইতে থাকে! কারণ প্রণয়সম্মিলনের স্বভাব এবং পরিণাম এই যে, তাহা অতি অবশ্যভাবেই একজনকে অন্যজনের সম্মুখে সমগ্র মানবজাতির আদর্শ ও প্রতিনিধিস্বরূপ অধিষ্ঠাপিত করিয়া থাকে। তখন, যে যে বস্তু জগতমধ্যে বর্ত্তমান, বা যাহা যাহা মনুষ্যের গোচর গত কি গম্য হওয়া বিধেয়, তৎসমস্ত বস্তুই, অতি আশ্চর্য্য কৌশলে,, ঐনর, এবং ঐ নারী, শরীরেই পরিগঠিত হইয়া যায়! কেননা :—

" প্রেমের স্বভাব অতি নর-অনুকূল,
সমগ্র রসের ঠাঁই ম্যানা সমতুল ! "

সংসার প্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া চলিতে থাকে ; এবং জীবনের যাবতীয় ঘটনা ও বিষয়পরিবেষ্টন প্রতিমুহূর্ত্তই পরিবর্ত্তিত হয় ! এই দেহমন্দির-নিবাসী অমর্ত্ত্যগণ পুনঃ পুনঃ তদীয় বাতায়নসমূহসন্নিধানে আসিয়া দণ্ডায়মান হয় ; এবং পাপ ও পৈশাচিকভাবও তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। কিন্তু সদ্‌গুণ সূত্রেই ঐ অমর্ত্ত্যপুরুষগণের বন্ধন যোজিত হয়! যদি দেহান্তর মধ্যে সদ্‌গুণের সাক্ষাৎ লাভ হয়, তাহার দুর্গুণনিচয়ও তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়ে, এবং তাহারা স্ব স্ব নামধাম স্বীকার পূর্ব্বক দূরে পালায়ন করে ! মানবহৃদয়ের একদা প্রজ্বলিতানুরাগ কালক্রমে অন্যোন্য বক্ষে স্নিগ্ধীকৃত হইয়া আসে, এবং প্রখরতার অপগম সহকারে বিস্তার ও গভীরতা লাভ করিয়া, অবশেষে পূর্ণ সহৃদয়তাতেই পরিণত হয়। প্রণয়িযুগল তখন অপরিতপ্ত প্রশান্ত-হৃদয়ে নর-নারী-সমুচিত জীবন-নিয়োগ [illegible] পরস্পরহস্তে আত্ম সমর্পণ করে, এবং পূর্ব্বে যে প্রখর প্রেম ক্ষণমাত্রও প্রেমাস্পদের অদর্শন সহ্য করিতে অক্ষম হইত, সেই উগ্র প্রেমের বিনিময়ে, দর্শন বা অদর্শনে, নিরন্তর প্রিয়জনের হিতসাধন ও আরাধ্যসহকারিতালিপ্সু কি সহর্ষ প্রণয়স্বাতন্ত্র্যই লাভ করিয়া থাকে ! তখন, গঠনের পুণ্যময় বিন্যাস, লাবণ্যের মোহিনীচ্ছটা, প্রভৃতি একদা আকর্ষণ-বন্ধকেও পত্রবৎ নিতান্ত পতনশীল জ্ঞান করে ; তাহাদিগকেও প্রাসাদনির্ম্মাণসহায় বংশমঞ্চের ন্যায় অচিরাৎ পরিণামভাজী দেখিতে পায় ; এবং বর্ষানুক্রমে পরস্পরসহবাসে হৃদয় ও চিত্তবৃত্তির পরিশুদ্ধিসম্পাদানই যে প্রকৃত পরিণয়, এবং তাহারি যোজনা যে, এতাবৎ সম্পূর্ণ জ্ঞানাতীত থাকিলেও, সম্বন্ধের প্রারম্ভ হইতেই প্রাক্‌সূচিত এবং পরিবিহিত হইয়া আসিতেছে, তখন নিঃশেষে হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায় ! অতএব যখন প্রকৃতির ঐ গভীর আরাধ্যের বিষয় চিন্তা করি—যাহার সাধনহেতু, এরূপ পরস্পর উপযোগী অশেষবিধ গুণগ্রামসম্পন্ন নরনারীযুগল, প্রতিনিয়তই দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, অর্দ্ধশতাব্দিকাল একত্র জীবনক্ষেপ করিতে নিয়োজিত হইতেছে,— তখন, ঐ চরম ফললাভার্থ হৃদয়কে আশৈশব গভীরাকাঙ্ক্ষা ও প্রবল উদ্দীপনা প্রকাশ করিতে দেখিলে, আমার মনে বিন্দুমাত্রও বিস্ময়ের সঞ্চার হয় না ; বা মানব প্রকৃতিকে প্রেম

নিকুঞ্জের শোভা বিধানার্থ সদা ব্যগ্রচিত্ত দর্শন করিলে আমি চমৎকৃত হইনা; অথবা স্বভাব, শিল্প, ও বুদ্ধি, কৌশলকে, পরিণয়মন্দিরের অনুপম ভূষা সম্পাদন ও তাহাকে সদা মধুরধ্বনিরনুগুঞ্জিত লতামণ্ডপের মনোজ্ঞতা প্রদানার্থ, দ্বন্দ্বী-ভাবে প্রয়াসবিস্তার করিতে দেখিলে অণুমাত্র আশ্চর্য্য প্রকাশ করি না!

আমরা এইরূপেই সেই অতুল প্রেমসূত্রে দীক্ষা লাভ করি,—যে প্রেমের সন্নিধানে লিঙ্গভেদ, ব্যক্তি মর্য্যাদা বা পক্ষপাত, অগ্রসর হইতেও সাহসী নহে, এবং যাহা জ্ঞান ও ধর্ম্মের পরিবর্দ্ধনাভিলাষে, সর্ব্বত্র কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্ম-পুষ্পই সংগ্রহ করিয়া থাকে! মনুষ্যকুল স্বভাবতঃই দর্শনশীল, সুতরাং স্বভাবতঃই শিক্ষ্যমাণ! ইহাই আমাদিগের সুস্থিত প্রকৃতাবস্থা! ঘটনার স্রোতে পড়িয়া আমরা প্রতিপদেই স্ব স্ব প্রেমাশ্রয়কে নৈশ শিবিরবৎ নিশাকালস্থায়ী অবলোকন করিতেছি, এবং বহুক্লেশ হইলেও ধ্যেয়াস্পদের পরিবর্ত্তন সহকারে ধীরে ধীরে প্রণয়েরও দ্বিতীয়াস্পদ গ্রহণ করিতেছি! আবার, জীবনের এক, সময়, [illegible]মের বেগ এরূপ প্রবল থাকে যে মানবপ্রবৃত্তি [illegible] একেবারে নিমজ্জিত হইয়া যায়; তদভিমুখেই জীবন খরতর বেগে বহিয়া থাকে; এবং কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা জন সমাজই যাবৎ সুখস্বচ্ছন্দের নিয়ন্তৃপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন! কিন্তু অনতি-কাল পরেই সেই প্রেমবাত্যার অবসান হইয়া যায়; হৃদয়গগনের স্বভাবপ্রসাদ প্রত্যাগত হয়; তদীয় ঊর্দ্ধোন্নত নভোবিস্তার অসংখ্য প্রশান্তকিরণনক্ষত্রপরি-ভূষিত ছায়ামালায় শোভা পাইতে থাকে; এবং, যে সমস্ত উগ্রপ্রেম ও ভীতি, মেঘমালারন্যায় দিগাঙ্গণ অন্ধকার করিয়া তদুপরি তাড়িত হইয়াছিল, তাহারাও স্ব স্ব সীমাসঙ্কুল ক্ষুদ্রভাব চ্যুত হইয়া পূর্ণতা লাভের আশয়ে ইয়ত্তাহীন অনন্তের গর্ভেই বিলীন হইতে থাকে! কিন্তু নিত্য-অভিসর্পণশীল আত্মার এইরূপ অগ্র-সরহেতু, কাহাকেও ক্ষতির আশঙ্কায় আকুল হইতে হইবে না! তাঁহারা, নিঃশঙ্ক-চিত্তে, বিষয় ও কালের অন্তিম সীমাপর্য্যন্ত, কেবল আত্মাকেই বিশ্বাস করিয়া চলুন! কারণ তদুপরি বিশ্বাস স্থাপন করিলে, এই বর্ত্তমান সুরুচির মনোজ্ঞ সাংসারিক প্রেমান্বয়ের পরিবর্ত্তে, ক্রমান্বয়ে অনন্তকালযাবৎ, কেবল রুচিরতর সম্বন্ধপদেই সমানীত হইতে থাকিবেন!

সমাপ্ত।